

সাহায্য সংকলন

আমরাই
পারব

ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন
সংখ্যা- ০৩ | সেপ্টেম্বর ২০২৫

কৃষির সমৃদ্ধিতে ইউসিবি
প্রাচ্য-সিএসআর প্রকল্প

কৃষি উদ্যোক্তা
সমাবেশ ও দক্ষতা

UCB



কৃষির সমৃদ্ধিতে ইউসিবি
প্রাচ্য-সিএসআর প্রকল্প

কৃষি উদ্যোক্তা
সমাবেশ ও দক্ষতা
উন্নয়ন প্রকল্প

UNITED COMMERCIAL
BANK PLC

UCB

[illegible]



সৃষ্টিপত্র

সাফল্যের গল্প

- ৯ অদম্য মো: গোলাম কবির
- ৯ সাফল্যের নেশা
- ৯ ধারাবাহিক পেশাদারত্বের দৃষ্টান্ত
- ১০ স্বপ্নের সীমানা
- ১০ অগ্রযাত্রার অনুপ্রেরণা
- ১০ একক প্রচেষ্টা, দলগত অহংকার
- ১১ UCB Regional Superstars



ছোট গল্প

- ২২ দিওলির রাতের ট্রেন
- ২৪ ৩৫তম ব্রেকআপ
- ২৫ অ্যাম্বুলেন্স
- ২৬ গভীর রাত
- ২৭ জন্মদিন



প্রচ্ছদ কাহিনি

- ১২ স্বপ্ন বোনার মধ্যে কৃষি উদ্যোক্তাদের সঙ্গে
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর



বিশেষ নিবন্ধ

- ১৪ Agricultural Financing & scope of growth in value chain
- ১৬ Empowering the Marginal: UCB's Financial Inclusion Journey to the Marma Community of Borokhola
- ১৭ The current state of Islamic Banking & Shariah Compliance in Bangladesh: Growth, Challenges, and the Road Ahead
- ২০ UNCITRAL's MLETR may Power Safer and Faster Trade

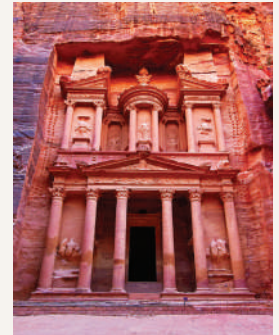


ইতিহাস ও ঐতিহ্য

- ২৮ A Tale of Love and Legacy

ভ্রমণ কাহিনি

- ৩১ জর্ডান ভ্রমণ: ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আশ্চর্য্যময়নের এক শিক্ষণীয় যাত্রা
- ৩২ Witnessing Messi at the FIFA World Cup Qatar 2022: Memory for Eternity!





জী ব ন যা প ন

৩৪ The Best Gift for My Children: A Healthy Me

ক বি তা চ ক্র

- ৩৮ মেঘ বৃষ্টি ও ছায়া কাব্য
- ৩৮ বিদায়-বরণ
- ৩৮ UCB Townhall Tales
- ৩৮ এলোমেলো
- ৩৯ আশার মন্ত্র
- ৩৯ সংসার
- ৩৯ দেয়াল
- ৩৯ প্রত্যাশিত আমরা
- ৩৯ UCB Bank where dreams take shape
- ৪০ প্রভাত লগন
- ৪০ স্মৃতির পাতা
- ৪০ মুঠোফোনে বিদীর্ণ জীবন
- ৪০ আমাদের বাবা
- ৪১ স্মৃতিপটে
- ৪১ ভন্ড পীর
- ৪১ অভাব
- ৪১ ইউসিবি ব্যাংক



উৎসব ও আনন্দ

৩৬ দুর্গাপূজার কাহিনি

ম নের জা না লা

- ৪২ দশ টাকার ম্যাজিক
- ৪২ ফুলি বেগম
- ৪৩ ক্যাশ কাউন্টারের হাসি
- ৪৩ একজন দায়িত্বশীল ব্যাংক কর্মকর্তা
- ৪৩ Financial advisor to customer
- ৪৩ স্মৃতিখানে, অতীত পানে
- ৪৪ প্রেমপত্র ❤️



অ নু শ্রে র ণা মূল ক গ ল্ল

৩৭ স্বপ্ন সারথি

ছ ড়া ও ছ ন্দ

- ৪৪ বেতন
- ৪৪ ছুটে চলা
- ৪৫ পণ্ড্রম
- ৪৫ যেতে হবে বহুদূর
- ৪৫ নবান্ন উৎসব!
- ৪৫ ভোরের বন্দনা





তথ্য প্রযুক্তি ও ভবিষ্যৎ ব্যাংকিং

- ৪৬ Future Banking: Changing Concept and Impaction for Bangladesh
- ৪৭ The Power is Yours!



ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য

- ৪৮ বৃত্ত ভাঙার গল্প: ট্রায়্যাথলন Ironman 70.3
বাংলাদেশের মুখ ইয়াসির ইউসুফ
- ৫০ Balancing Risk and Runs: A Banker's Journey
beyond the desk

৫৮ শিল্প কর্ম



গল্পে গল্পে শেখা

- ৫০ হালালি, হারারি, জালালির গল্প
- ৫১ নিরাপদ ডিজিটাল ব্যাংকিং: মাহবুব (কাল্পনিক নাম) সাহেবের অভিজ্ঞতা



স্মৃতি চারণ

- ৫২ বহিবে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা

ভিন্ন চোখ

- ৫৪ Project Appraisal & Monitoring Unit: Bridging Technical Expertise and Financial Prudence at UCB.

প্রকৃতি ও চিত্র

৫৬



A man with dark hair and glasses, wearing a blue suit jacket over a white shirt, is sitting at a light-colored wooden desk. He is smiling and looking towards the camera. The background is slightly blurred, showing an office environment. An orange banner with white text is overlaid on the image.

সম্পাদকের কলাম

ঋতু বৈচিত্র্যের দেশ বাংলাদেশ। ঋতুর রঙে রঙিন হয় প্রকৃতি, আর তার সঙ্গে পাল্টে যায় মানুষের জীবন ও জীবিকা, উৎসব ও আনন্দের আবহ। এখন বাংলায় শরৎ নেমেছে— কচি ধানের শীষে মিশ্র শিশিরবিন্দু, নদীর পাড়ে দুলছে কাশবন, আর আকাশ জুড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে নীল-সাদা মেঘের খেলাঘর। প্রকৃতির এই চিরন্তন পরিবর্তন আমাদের ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবনে আনে নতুনত্ব, সৃষ্টিশীলতার অনুপ্রেরণা এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নির্মাণের সুযোগ।

২০২৫ সাল ইউসিবির ইতিহাসে এক বিশেষ মাইলফলক। দীর্ঘ পদক্ষেপে, নতুন নতুন সাফল্যের গল্প লিখে, আমরা এগিয়ে চলেছি দুর্বার গতিতে। এরই ধারাবাহিকতায়, চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে ১০,১০০+ কোটি টাকার নেট ডিপোজিট বৃদ্ধি ও ৫ লক্ষাধিক নতুন একাউন্ট আমাদের গৌরবের আরেক অনন্য অধ্যায়। জাতীয় অর্থনীতিতে ইউসিবি আজ এক সুপ্রতিষ্ঠিত নাম। কৃষিখাতের উন্নয়ন, নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আমদানি-রফতানি, পোশাক শিল্প এবং ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগে আমাদের ভূমিকা হয়ে উঠেছে ঈষণীয় সাফল্যের প্রতীক। দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা শাখা ও উপশাখার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে গড়ে উঠেছে এক আবেগঘন সম্পর্ক, যা ইউসিবির অর্জনকে রূপ দিয়েছে এক রূপকথার মতো সাফল্যে।

‘সাফল্য সংকলন’ তেমনই এক গর্বের নাম। অতি অল্প সময়েই এই ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন সহকর্মীদের মাঝে অভিনব সাড়া ফেলেছে। সহকর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, সৃষ্টিশীল লেখার জোয়ার এবং আন্তরিক উদ্দীপনা আমাদের দিয়েছে নতুন আত্মবিশ্বাস। তাদের অনন্য চিন্তা ও ভাবনার প্রকাশ এই সংকলনকে পৌঁছে দিয়েছে এক ভিন্ন উচ্চতায়।

সম্পাদনা পরিষদ মনোযোগ দিয়ে প্রতিটি লেখা মূল্যায়ন করেছে এবং আমাদের আন্তরিক যত্ন আপনার লেখার সঙ্গী হয়েছে। যাদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আর যাদের লেখা এই সংখ্যায় স্থান পায়নি, তারাও আমাদের এই সম্মিলিত সাফল্যের গর্বিত অংশীদার। আমরা বিশ্বাস করি, শিল্পমান ও সৃজনশীলতায় ভরপুর প্রতিটি রচনা পাঠকের হৃদয় জয় করবে।

যারা এ প্রকাশনায় সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা। ইউসিবির গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য আমাদের শক্তি, আমাদের প্রেরণা। সৃষ্টির নেশা ভর করুক আমাদের মেধা ও মননে। দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি ‘সাফল্য সংকলন’ হয়ে উঠুক সৃজনশীলতার বুদ্ধিবৃত্তিক আসর এবং কর্মোদ্দীপনার নতুন দিগন্ত।

আগামী দিনগুলো হোক আরও সাফল্যমণ্ডিত। সকল চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে এগিয়ে যাক ইউসিবি পরিবার সাফল্যের বন্দরে। ইউসিবির প্রতিটি অর্জন হোক আমাদের সম্মিলিত গৌরব, আর ‘সাফল্য সংকলন’ বিকশিত হোক নতুন নতুন সৃষ্টিশীল সম্ভারে।

মো: সাইফুল ইসলাম

ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন (কর্পোরেট)

আমরাই পারব

সাফল্যের গল্প

২০২৫ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে ইতিহাস গড়েছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি (ইউসিবি), যেখানে সংখ্যার ভাষায় ফুটে উঠেছে এক স্বপ্নের বাস্তব রূপ। ৫ লক্ষের বেশি নতুন অ্যাকাউন্ট খুলেছে নতুন দিগন্ত ও ১০,১০০ কোটির বেশি নেট আমানত সংগ্রহ দিয়েছে এক নতুন উচ্চতা। এই সাফল্য কেবল পরিসংখ্যান নয়, এর মাঝে লুকিয়ে আছে আমাদের প্রতিটি সহকর্মীর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও অর্জনের গল্প। বছরের শুরু থেকে দেশসেরা হওয়ার সেই অভিন্ন লক্ষ্য ও বিশ্বাসকে পূঁজি করে বেরিয়ে পড়া অভিযাত্রায়, সবাই এক ছন্দে এগিয়ে চলেছেন। যার ফলাফল এক দলগত জয়ের মহাকাব্য, যেখানে প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে আমাদের সম্মিলিত সামর্থ্যের স্বাক্ষর।

এই অসামান্য যাত্রার অন্তরালে থাকা নেতৃবৃন্দের গল্প আমরা তুলে ধরি কৃতজ্ঞতা ও গর্বের সঙ্গে – যেন তাঁদের আলোয় উজ্জ্বল হয় ইউসিবির প্রতিটি আগামীকাল।



অদম্য মো: গোলাম কবির

জীবনে সাফল্য পেতে বড় পদবি লাগে না, লাগে শুধু দৃঢ় মনোবল আর দায়িত্ববোধ। শিবচর শাখার মেসেঞ্জার মো: গোলাম কবির তার বাস্তব উদাহরণ। প্রতিদিন নিয়মিত কাজের ফাঁকে তিনি ভেবেছেন—‘আমিও ব্যাংকের জন্য বড় কিছু করতে পারি।’ আর সেই ভাবনাকেই কাজে পরিণত করেছেন। তার নিষ্ঠা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তিনি সংগ্রহ করেছেন ১ কোটি ২৫ লাখ টাকার মেয়াদি আমানত। একজন মেসেঞ্জার হয়েও ব্যাংকের প্রতি যে ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা দেখিয়েছেন, তা সত্যিই অনন্য। তিনি শিখিয়েছেন—সাফল্য কখনো পদবির আড়ালে লুকিয়ে থাকে না, বরং মানুষের আন্তরিকতায় আলো ছড়ায়।

অভিনন্দন মো: গোলাম কবির! আপনি আমাদের দেখিয়েছেন, অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে যে কেউ নিজেকে অমূল্য সম্পদে পরিণত করতে পারে।



সেবাই সাফল্যের সোপান

মানুষকে আন্তরিকভাবে সেবা দিলে বিশ্বাস জন্মায়, আর বিশ্বাস থেকেই আসে বড় অর্জন। পাহাড়তলি শাখার কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজার তাসমিনা সুলতানা সেই বিশ্বাসের সেতু তৈরি করেছেন। তার আন্তরিক গ্রাহকসেবা ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যমুনা অয়েল কোম্পানি থেকে ৪ কোটি টাকার ৯০ দিনের মেয়াদি আমানত সংগ্রহ হয়েছে। এই অর্জন শুধু সংখ্যা নয়, বরং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের প্রবৃদ্ধির যাত্রায় এক বিশেষ অবদান। তিনি প্রমাণ করেছেন—‘সেবা মানেই সাফল্যের সোপান।’ গ্রাহকের আস্থা অর্জন করাই ব্যাংকিংয়ের প্রকৃত শক্তি।

অভিনন্দন তাসমিনা সুলতানা! আপনি দেখিয়েছেন, আন্তরিকতা থাকলে একটি হাসিমুখও কোটি টাকার সেতু গড়ে দিতে পারে।



সাফল্যের নেশা

স্বপ্নের পথে হাঁটতে গেলে বাধা আসবেই। কিন্তু যাদের ভেতরে থাকে সাফল্যের নেশা, তারা খেমে যান না। এমন একজন অনুপ্রেরণার নাম জিজিরা শাখার মেসেঞ্জার মো: আমিরুজ্জামান। সস্ত্রতি তিনি সংগ্রহ করেছেন ৪০ লাখ টাকার আমানত। হয়তো এই সংখ্যা কারও কাছে ছোট মনে হতে পারে, কিন্তু এর ভেতরে লুকিয়ে আছে তার একাগ্রতা, পরিশ্রম আর অবিচল মনোভাব। তিনি প্রমাণ করেছেন—কাজের মূল্য নির্ভর করে না পদমর্যাদার ওপর, নির্ভর করে কাজের প্রতি ভালোবাসা আর একাগ্রতার ওপর।

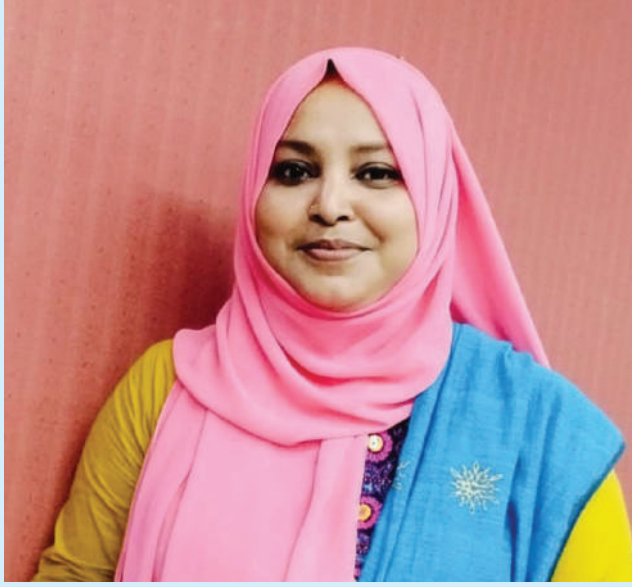
অভিনন্দন মো: আমিরুজ্জামান! আপনার মতো মানুষরা আমাদের শেখান—যেখানে আছি, সেখান থেকেই সাফল্যের শুরু করা যায়।



ধারাবাহিক পেশাদারত্বের দৃষ্টান্ত

জীবনে বড় স্বপ্ন পূরণ করতে চাইলে ছোট ছোট কাজগুলোতেও আনতে হয় পেশাদারত্ব। ট্রেড ফাইন্যান্স অপারেশনের শানিলা এনাম (এভিপি) তার কর্মজীবনে সেটিই প্রমাণ করেছেন। দৈনন্দিন নির্দিষ্ট কাজের মাঝেই তিনি খুঁজে নিয়েছেন উন্নতির পথ। একাগ্রতা ও দক্ষতার সমন্বয়ে সংগ্রহ করেছেন ৭ কোটি ৭৩ লাখ টাকার আমানত। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন—‘স্বপ্ন কখনো আলাদা কোনো আকাশে জন্মায় না, বরং প্রতিদিনের দায়িত্ব আর চ্যালেঞ্জের ভেতরেই জন্ম নেয়’। পেশাদারত্ব, গ্রাহক সেবা আর দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমেই তিনি তৈরি করেছেন সাফল্যের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

অভিনন্দন শানিলা এনাম! আপনার এই যাত্রা অনুপ্রাণিত করবে অসংখ্য সহকর্মীকে।



স্বপ্নের সীমানা

সানজিনা, ডাইরেক্ট সেলস এক্সিকিউটিভ, পার্সোনাল লোন ইউনিট সম্প্রতি সোনালী ব্যাংক, তেজগাঁও শাখা থেকে ২ কোটি টাকার আমানত সংগ্রহ করেছেন। শেষ মুহূর্তে তার এই অর্জন আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে।

অভিনন্দন সানজিনা!



অগ্রযাত্রার অনুপ্রেরণা

আবু আহাদ, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট এক্সিকিউটিভ, ইউনিক বাসস্ট্যান্ড উপশাখা। সম্প্রতি তিনি ১.৭০ কোটি টাকার আমানত সংগ্রহ করে গড়ে তুলেছেন সাফল্যের নতুন দিগন্ত। তার নিষ্ঠা যেন অটল প্রতিজ্ঞার মশাল, একাগ্রতা যেন আমাদের পথচলার প্রেরণার দীপশিখা।

এই নিবেদিত মনোভাবই আমাদের অগ্রযাত্রাকে করে তোলে আরও দৃঢ়, আরও দীপ্তিময়।



একক প্রচেষ্টা, দলগত অহংকার

মো: মনিরুল ইসলাম, ড্রীনজাকশন ব্যাংকিং ডিভিশনের কর্মকর্তা, যিনি ১৮৬ কোটি টাকা আমানত এনে নিজ ডিভিশনকে শীর্ষস্থানে তুলে এনেছেন। তাঁর নেতৃত্ব, পরিকল্পনা, গ্রাহক বোঝার ক্ষমতা ও দলীয় চেতনা তাঁর এ সাফল্যের রহস্য। অভিনন্দন মো: মনিরুল ইসলাম!

UCB Regional Superstars



Mr. S. M. Faysal Ahamed
VP, Principal Branch
Corporate-1



Mr. Md. Ashiquzzaman
SVP & HOB, Elephant Road Branch
Corporate-2



Mr. Md. Shoukat Ali
SEO, Ekuria Branch
Dhaka South



Mr. M. Salah Uddin Ashik
VP & HOB, Khilkhet Branch
Dhaka North



Mr. Anisur Rahman, SEO
Habibnagar Uposhaka
Narayanganj & Dhaka Outskirts



Mr. Md. Rakibul Alam
FAVP & HOB, Ghatail Branch
Gazipur Mymensingh



Mr. Md. Tanvir Ahmed
Officer, Jhalakathi Branch
Barishal



Mr. Md. Mahbubur Rahman
SEO & OM, Serajgonj Branch
Rajshahi



Mr. Md. Atiqur Rahman
EO, In-charge Hilli Road Uposhaka
Rangpur



Mr. Abdul Fattah Chowdhury
VP, HOB Borolekha Branch
Sylhet Region



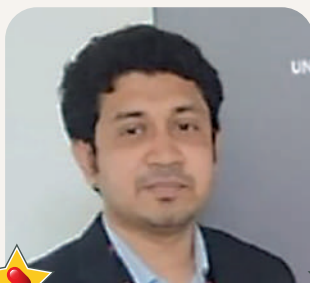
Mr. Md. Nazrul Islam Bhuiyan
SO, Chowmuhani Branch
Cumilla & Noakhali



Mr. Md. Erfan Ullah
SEO, Station Road Branch
Chattogram Metro



Mr. Shaiful Islam, FAVP
HOB, Chakaria Branch
Chattogram South Outskirts



Mr. Md. Shahidul Islam
ACO, Hathazari Branch
Chattogram North Outskirts



Mr. Abul Kalam Azad
AVP & HOB Tekerhat Branch
Faridpur Region



Mr. Ejajul Ehtesham
AVP, Khulna Branch
Jashore Region

স্বপ্ন বোনার মধ্যে কৃষি উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর

প্রান্তিক কৃষকদের সঙ্গে গভর্নরের ব্যতিক্রমী একদিন:
কক্সবাজারে ইউসিবির কৃষি সমাবেশ

আজ একটু সকাল-সকাল ত্রিশিলা চাকমা ঘুম থেকে জেগেছেন। গোছগাছ করে প্রিয় একটি শাড়ি পরে ছুটলেন কক্সবাজারে। ইউসিবির ডাকে এসেছেন তিনি। রামুর টিলায় ভ্রাগন চাষ করে ইতিমধ্যেই তিনি উদ্যোক্তা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। একইরকমভাবে চকরিয়ার পোলড্রি ব্যবসায়ী উম্মে নাজমুন পারুল সুন্দর সবুজ পাড়ের শাড়ি পরে এলেন হাসি-খুশি মুখে। চোখেমুখে উচ্ছ্বাসের আলো।

শুধু ত্রিশিলা বা পারুলই নন, কক্সবাজারের নানা প্রান্ত থেকে প্রায় তিনশ উদ্যোক্তা ভিড় করলেন স্থানীয় লংবিচ হোটেলে। ভেতরে ঢুকতেই মনে হলো যেন উৎসবের আমেজ। অথচ এটি ছিল কৃষি উদ্যোক্তাদের সমাবেশ ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ—ইউসিবির ‘ভরসার নতুন জানালা’ উদ্যোগের সমাপনী আয়োজন।

ইউসিবির চেয়ারম্যান শরীফ জহীর আশ্বাস দিলেন, ‘আমরা দেশের টেকসই কৃষি উন্নয়ন ও উদ্যোক্তাদের স্বাবলম্বী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তাঁদের আর্থিক সক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে।’

ব্যাংকের এমডি ও সিইও মোহাম্মদ মামদুদুর রশীদ বললেন, ‘শুধু ঋণ দিয়ে আমাদের দায়িত্ব শেষ নয়। আমরা চাই উদ্যোক্তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্মনির্ভরশীল হোক এবং দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখুক।’

অনুষ্ঠানে জানানো হলো, ইউসিবি শুধু প্রশিক্ষণ দিয়েই থেমে থাকেনি। তারা ৫০টি মডেল উপজেলায় প্রায় ৩ হাজার কৃষককে দিয়েছে নিবিড় সহায়তা—কারিগরি প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প, জৈবসার বিতরণ, আধুনিক বীজ, যান্ত্রিকীকরণে অনুদান, বৃক্ষরোপণ, বিকল্প ফসল উৎপাদন, মাছ চাষে প্রযুক্তি



অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিতে এসেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। ব্যস্ত সময়সূচির মাঝেও তিনি এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি। দিনভর কৃষি উদ্যোক্তাদের গল্প শুনলেন, প্রশ্নের উত্তর দিলেন আর দিলেন কৃষির ভবিষ্যৎ নিয়ে মূল্যবান দিকনির্দেশনা।

গভর্নরের সঙ্গে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউসিবির চেয়ারম্যান শরীফ জহীর, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ মামদুদুর রশীদ, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাবিল মোস্তাফিজুর রহমান ও আদনান মাসুদসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের চট্টগ্রাম কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মকবুল হোসেন, কৃষিতথ্য বিশ্লেষক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব রেজাউল করিম সিদ্দিকও উপস্থিত ছিলেন।

আসলে এ আয়োজন শুধু কক্সবাজারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। দেশের ৬৪ জেলার প্রায় সব উপজেলা থেকে ১৪ হাজার উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল এই প্রকল্প। দীর্ঘ পথচলার পর ৬৩ জেলার প্রশিক্ষণ শেষে ৬৪তম জেলা কক্সবাজারেই হলো এ সমাপনী অনুষ্ঠান।

গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বক্তব্যে বললেন, ‘কৃষি শুধু কৃষকের জীবিকা নয়, এটি আমাদের খাদ্যনিরাপত্তা আর অর্থনীতির মেরুদণ্ড। তাই কৃষি উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা, সহজ শর্তে ঋণপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব। আমরা চাই প্রকৃত কৃষকের হাতে ঋণ পৌঁছাক, ব্যর্থকিং হোক আরও সহজ, আর ডিজিটাল ব্যর্থকিং থেকে কৃষকেরা পাক বাড়তি সুবিধা।’

সহায়তা, বজ্রপাত নিরোধক ডিভাইস, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সরঞ্জাম—এমনকি জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি প্রযুক্তিরও সহায়তা।

প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া উদ্যোক্তারা শিখলেন, কীভাবে বাজার বিশ্লেষণ করতে হয়, ব্যবসার পরিকল্পনা সাজাতে হয়, প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হয়, আর্থিক ব্যবস্থাপনা করতে হয়। আরও শিখলেন ব্যাংকের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করে কীভাবে আর্থিক সহায়তার সুযোগ কাজে লাগানো যায়।

অনুষ্ঠান শেষে তরুণ কৃষক সেমিগমে রাখাইন বললেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে—‘ব্যাংক কৃষকদের ডেকে এনে কীভাবে সফল উদ্যোক্তা হওয়া যায় তা শেখাচ্ছে—এটা আমি জীবনে প্রথম দেখলাম। এই প্রশিক্ষণ আমাদের জন্য খুব দরকারি।’

চকরিয়ার নার্সারি ব্যবসায়ী মোঃ আব্দুল্লাহ যোগ করলেন, ‘ব্যাংক আমাদের কোনো জামানত ছাড়াই ঋণ দিয়েছে। এতে আমার মূলধন সংকট দূর হবে। যদি ব্যাংক এভাবে কৃষকের পাশে দাঁড়ায়, দেশ আরও এগিয়ে যাবে।’

দিন শেষে উদ্যোক্তাদের হাতে ইউসিবির পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হলো উপহারসামগ্রী—সবজি বীজ, গাছের জন্য ভিটামিন, ফসল কাটার সময় ব্যবহারের জন্য চশমা, টি-শার্ট, ব্যাগ ও সনদপত্র। তবে প্রকৃত উপহার ছিল ভিন্ন—তাঁরা ফিরলেন ভরা ব্যাগে নয়, ভরা মনে। ফিরলেন স্বপ্ন বোনার বীজ, আশা আর প্রেরণা নিয়ে, যেন আগামী দিনের কৃষি উদ্যোগগুলো হয়ে ওঠে তাঁদের জীবন পাLETTE দেওয়ার গল্প।



Agricultural Financing & scope of growth in value chain

Agriculture remains the backbone of Bangladesh's economy, not only sustaining rural livelihoods but also driving national growth through its extensive forward and backward linkages. The sector's diversity—spanning crop cultivation, fisheries, livestock, horticulture, and emerging climate-smart practices—has created robust value chains that fuel agro-processing, export earnings, and food security. Recent achievements, such as Bangladesh's global leadership in freshwater fish production and remarkable growth in livestock and poultry output, underscore the sector's dynamism and potential. Supported by progressive policies, rising private sector investment, and institutional financing, agriculture today stands as both a traditional pillar and a modern frontier of economic transformation. Within this evolving landscape, United Commercial Bank PLC has positioned itself as a key enabler, financing farmers, strengthening agribusiness ecosystems, and advancing inclusive growth through innovative funding and CSR initiatives.

In a context of reducing arable land and increasing demand of food with the population growth, the agricultural sector of Bangladesh is performing remarkable with the growth and resilience. Few significant performances in agricultural sector of Bangladesh is as follows:

Fisheries & Aquaculture: Bangladesh ranked 2nd globally in freshwater fish production, producing 5.02 million MT in FY2023–24 with a target of 5.26 million MT in FY2025–26, contributing significantly to food security and export earnings.

Livestock & Poultry: The sector contributes 16.52% of agricultural GDP, engaging 10.4 million families, with milk production tripling, meat output growing sevenfold, and egg production tripling over the past decade, reflecting strong nutritional and market growth.

Policy Support & Finance: The FY2025–26 national budget allocated BDT 39,620 crore for Agriculture, Food, Fisheries, and Livestock, including BDT 3,392 crore specifically for fisheries and livestock, demonstrating strong institutional and financial support.

Food Security & Self-Sufficiency: Bangladesh has achieved self-sufficiency in fish and meat, with freshwater fish output reaching 1.32 million tonnes, representing 11.7% of global production (FAO, 2024).

Exports & Horticulture: In the first nine months of FY2024–25, the country earned USD 55.6 million from vegetable exports and USD 39.1 million from fruits and flowers, underscoring its rising footprint in global agri-trade.

UCB is a cordial partner of this remarkable achievement. Some of the key fact figures of the contribution of UCB in this sector is as follows:

Farmers Served: In FY2024–25, UCB directly financed 4,935 farmers across crops, fisheries, and livestock, marking significant growth (48%) from 3,337 farmers in FY2023–24.

CSR Initiatives: By June 2025, UCB invested BDT 18.35 crore in agricultural CSR programs, benefiting 13,500+ farmers nationwide through sustainable and inclusive interventions.

Own Fund Deployment: UCB injected BDT 234.05 crore into agriculture in FY2024–25, a 30% increase from the previous year, reinforcing its commitment to agri-finance and rural development.

MFI Linkage Financing: Through partnerships with MFIs, UCB disbursed BDT 1,107 crore in FY2024–25 compared to BDT 883 crore in FY2023–24, expanding outreach to smallholder farmers via innovative distribution channels.

We will continue our journey to support the core agricultural activities, as well as there is scope for supporting backward and forward linkage of agricultural production. few examples of extension of agricultural activities is presented in the following table:

Backward & Forward Linkage of Agricultural Ecosystem

Crop Cultivation		
<i>Main Activities</i>	<i>Backward Linkages</i>	<i>Forward Linkages</i>
Rice (Aush, Aman, Boro), Jute, Wheat, Maize, Pulses, Potatoes, Sugarcane, And Vegetables	Seed production, Fertilizer and pesticide supply, Irrigation equipment, Agricultural machinery, Crop insurance, Microfinance	Rice mills, jute mills, flour mills, food processing industries, packaging, wholesale and retail trade, export markets.
Horticulture		
<i>Main Activities</i>	<i>Backward Linkages</i>	<i>Forward Linkages</i>
Fruits (mango, jackfruit, banana, litchi, pineapple, guava), vegetables, and spices	Nursery business, cold storage facilities, organic fertilizers, modern irrigation and greenhouse technology.	Fruit processing (juice, jam, chips), export of fresh produce, vegetable dehydration units, supermarkets and retail chains
Fisheries and Aquaculture		
<i>Main Activities</i>	<i>Backward Linkages</i>	<i>Forward Linkages</i>
Inland fishing, pond culture, shrimp farming, coastal aquaculture	Hatcheries, fish feed production, pond preparation, fishing equipment, veterinary support	Fish processing plants, cold chain logistics, local fish markets, shrimp export industry, canned fish products.
Livestock and Poultry		
<i>Main Activities</i>	<i>Backward Linkages</i>	<i>Forward Linkages</i>
Cattle, goats, buffalo, poultry farming (eggs and meat), dairy farming	Animal feed production, veterinary medicine, breeding services, poultry hatcheries, farm equipment.	Dairy processing (milk, yogurt, ghee), leather and hide industries, meat processing plants, egg distribution, retail and export of poultry products
Emerging Agricultural Activities		
<i>Main Activities</i>	<i>Backward Linkages</i>	<i>Forward Linkages</i>
Floriculture, organic farming, greenhouse cultivation, agro-processing, climate-smart farming.	Input suppliers for organic fertilizers, greenhouse technology providers, training and advisory services.	Flower markets, export of cut flowers, organic product marketing, agri-tourism, branded agro-products in retail markets

Mohammad Mahub- Un-Nabi
FAVP
SME & Agri Banking Division

Empowering the Marginal: UCB's Financial Inclusion Journey to the Marma Community of Borokhola

In August 2025 we, head office officials from SME (CRMD and Business), FI & OBU along with Regional Head of Chittogram North Outskirts Region; visited a total nine branches of this region. During our visit we got the opportunity to witness one of our financing initiatives at the remote Marma community in Borokhola Mog Para, Sharaf Bhata, which is more than 50 KM away from Chittogram City.

The brick laid road ends nearly 500 meters before our final destination. Nestled deep in the serene greenery of Bangladesh, far away from the concrete jungle we meet a community that lives simply, with minimal access to modern infrastructure. Yet, the bank's outreach brought a sense of hope and inclusion that was truly inspiring. The Marma community, nearly 200 strong, known for their gentle demeanour and deep-rooted culture, welcomed us warmly. Despite their laid-back lifestyle, there was a quiet determination among them to uplift their standard of living. Through our interaction we came to know how they are benefitted from our loan, their challenges, and how they can profit better.

I witnessed first-hand how small-scale financing empowered local families—especially women—to invest in traditional lime farming and cattle farming. One of the most transformative aspects of the initiative is the empowerment

of Marma women. Through access to microloans and small-scale financing, many women have started their own ventures. These opportunities have not only provided them with financial independence but also boosted their social standing within their households and the community. Women who once had little control over economic decisions are now managing incomes, reinvesting in their businesses, and even saving for their children's education.

What struck me most was how the financing wasn't just about money—it was about trust, empowerment, and bridging gaps. UCB's efforts showed how financial inclusion can reach even the most overlooked corners of the country, unlocking potential that often goes unnoticed. It was a reminder that sustainable development begins with understanding, respect, and genuine support.

This wave of financial inclusion is having a ripple effect—fostering entrepreneurship, improving household stability, and preserving cultural heritage. UCB's approach goes beyond banking; it builds trust, encourages self-reliance, and promotes inclusive growth. The initiative stands as a powerful example of how targeted financing can uplift marginalized communities and contribute meaningfully to sustainable rural development in Bangladesh.

Abu Md. Shaharier
Vice President
Credit Inspection, Monitoring & Sanction (SME)

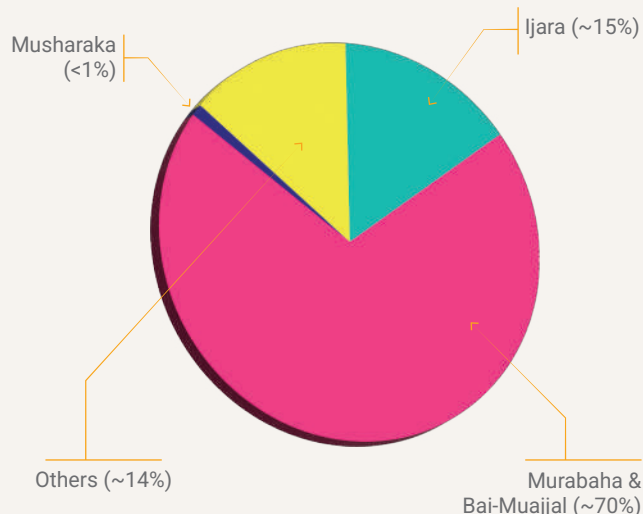


The current state of Islamic Banking & Shariah Compliance in Bangladesh: Growth, Challenges, and the Road Ahead



Islamic banking in Bangladesh offers Shariah-compliant financial services through 10 full-fledged banks and numerous conventional banks with dedicated Islamic branches and windows, demonstrating significant growth and public support for its welfare-oriented and asset-backed system. About 1,699 branches in the Islamic banking system (including full Islamic banks + branches/windows) as of Mar 2025. The banking system avoids interest (riba) and promotes profit/loss sharing through arrangements like Mudarabah, fostering an ethical and inclusive approach to finance.

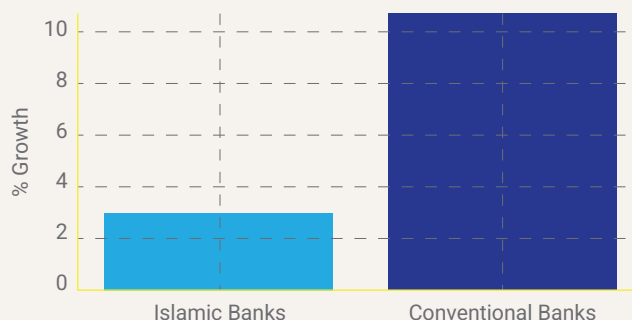
Financing Structure of Islamic Banks (2023)



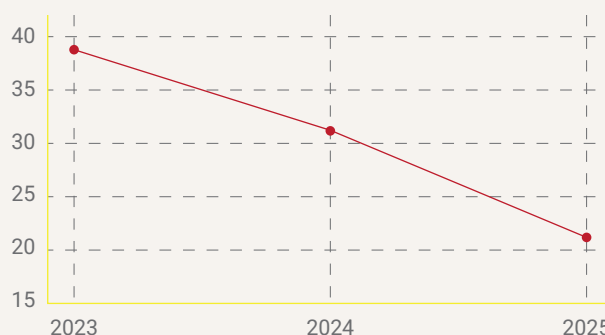
Islamic Banking in Bangladesh

Key trends (2023-2025)

Deposit Growth (Jun 2024-2025)



Remittances via Islamic (%)



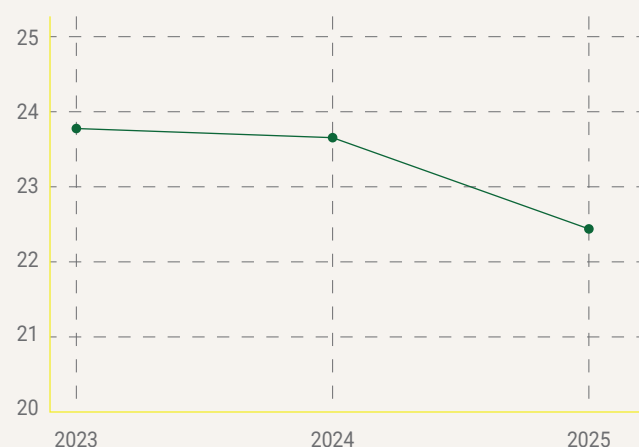
Growth and Market Share Trends

Islamic banking in Bangladesh has grown rapidly over the past two decades, emerging as a major segment of the financial sector. As of June 2025, Islamic banks hold nearly 22.50% of total banking deposits in the country. However, growth has slowed in recent years, with compliance concerns, liquidity pressures, and shrinking depositor confidence posing risks to sustainability.

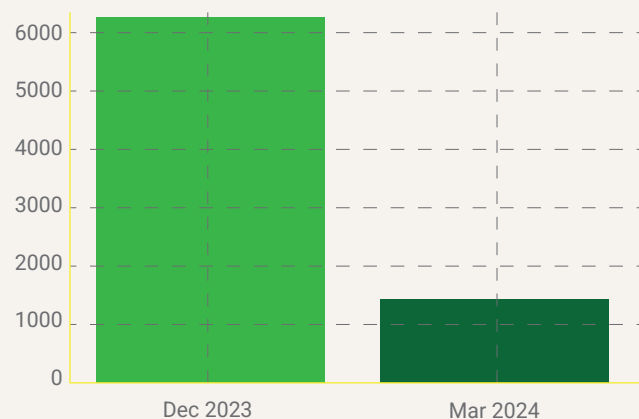
- » **Deposit growth (Islamic banks):** +2.67% (Year on Year) to Tk. 4.52 Trillion (Jun 2025) vs Tk. 4.40T (Jun 2024).¹
- » **Deposit growth vs Conventional banks:** Conventional deposits +9.69% in the same period.¹
- » **Investments growth:** +11.87% (Apr 2024–Apr 2025), Tk. 4.98T to Tk. 5.57T.²
- » **Assets growth:** +14.55%, reaching Tk. 9.14T by Apr 2025.²
- » **Market share of deposits:** Down from 23.54% (Jun 2024) to 22.37% (Jun 2025).¹
- » **Remittances via Islamic banks:** Dropped from ~38% (early 2024) to ~22% in Mar 2025.³
- » **Excess liquidity:** Fell ~77% in 3 months (Tk. 6,643 crore in Dec 2023 to Tk. 1,518 crore in Mar 2024).³
- » **Liquidity Coverage Ratio (LCR):** ~87.7% vs required 100% in 2022.⁴
- » **Deposit structure:** ~85% of deposits are Mudaraba-based (2023).⁵
- » **Financing structure:** Profit-and-loss sharing (Mudaraba & Musharaka) <1% of total financing (2023).⁵

Major Scope & Potentials of Islamic Banking in Bangladesh

Market Share of Deposits (%)



Excess Liquidity (Tk crore)



- » Capturing more SME & Agriculture Financing through diversified investment products.
- » Development of Islamic bonds (Sukuk) could finance infrastructure and boost capital markets.
- » Development of Takaful (Islamic Insurance) as awareness grows in healthcare, agriculture, and micro-insurance.
- » Shariah-compliant Digital banking and fintech apps can expand reach to the unbanked.
- » Cross-Border Opportunities through attracting investment from Middle Eastern Islamic funds through compliance credibility.
- » Green & Ethical Finance through offering Shariah-compliant green bonds and ESG-focused projects.
- » Remittance Market capturing through Strengthening Shariah trust

Key Challenges

- » Liquidity Stress and Asset Liability Mismatch
 - Islamic banks face liquidity issues more severely than conventional banks
 - Islamic banks have fewer instruments to park surplus funds or manage short term liquidity.
 - Over dependence on certain financing modes (e.g. credit sale/"Murabaha" and others)
- » Regulatory and Legal Framework Gaps
 - There is no fully comprehensive Islamic banking law
 - Weak or inconsistent enforcement of Shariah compliance
 - Lack of Islamic inter bank money market, absence of Islamic derivatives or hedging instruments.
- » Product and Market Limitations
 - Limited number of Shariah compliant investment vehicles, including very small sukuk market.
 - Less innovation relative to conventional banking: fintech adoption, product diversification.
- » Human Capital, Awareness & Governance Issues
 - Shortage of skilled personnel who understand both Shariah based and modern finance.
 - Weak corporate governance in some Islamic banks: issues like loan irregularities, fraud, problems in risk management.
 - Public awareness/customer education is limited.
- » Competitive Pressure and Market Saturation
 - Conventional banks increasingly offering Islamic windows or branches, which may blur lines of distinction and possibly affect market perception/trust.
- » Trust, Reputation & Financial Stability Risks
 - Scandals, frauds, or poor governance have dented trust in some Islamic banks.
 - If profit and loss sharing modes are underused (many banks rely heavily on fixed margin modes), then some risks and benefits of Islamic banking are bypassed, reducing authenticity.
- » Absence of Supportive Institutional Infrastructure
 - Supporting institutions (law, legal courts, regulatory bodies) not always set up to accommodate unique contracts or to adjudicate them fairly.
 - Financial market linkages (foreign Islamic banks, capital markets, inter bank markets) are weak.

Shariah Compliance Status

Strengths

- » Most banks, having Islamic Banking, have Shariah Supervisory Boards.
- » Bangladesh Bank issued Islamic Banking Policy Guidelines and requires quarterly reports.
- » Contract documents usually follow Shariah principles.

Weaknesses

- » Lack of a centralized Shariah governance framework practices vary widely across banks.
- » Non-compliance noted in Murabaha & Bai-Muajjal contracts, especially in actual possession/delivery of goods.
- » Delay charges/penalties sometimes conflict with Shariah rules.
- » Transparency issues: depositors often don't know how profits are calculated, how/where banks are invested their funds or how non-halal income is purified.

Trends of Shariah Compliance

- » Governance remains fragmented; no centralized SGF.
- » Awareness is rising, but implementation is inconsistent.
- » Regulators recognize weaknesses, but reforms are slow.
- » Public trust is eroding due to scandals, weak disclosures, and irregularities.
- » Liquidity pressures and declining deposits add compliance stress.
- » Overreliance on Murabaha and Bai-Muajjal, while true risk-sharing contracts remain minimal.

Awareness and reporting have improved, but compliance quality is slipping due to liquidity stress, competition, and weak enforcement. Trust is fragile—risk that Islamic banking is seen as symbolic rather than substantive.

Recommendations to improve public confidence in Islamic banking

If current trends continue, Islamic banking in Bangladesh may become as “Islamic in name only.” To improve:

- » Establish a Central Shariah Authority (like Malaysia's SAC).
- » Mandate uniform Shariah audits & disclosure practices.
- » Improve Product Practices & Diversity through-
- » Strict adherence to sales contract principles (e.g. bank must actually take possession in Murabaha, not just book entries).
- » Expand risk-sharing contracts (Mudaraba, Musharaka) for SMEs, startups, agriculture.
- » Introduce Islamic hedging, sukuk, takaful to diversify offerings.

- » Reduce Shariah-grey practices (like improper late fees or indirect interest-like practices).
- » Enhance transparency in profit-sharing and non-halal purification.
- » Publish Shariah compliance ratings for each bank (by regulator or third party)
- » Introduce a dedicated Islamic Banking Act with enforceable Shariah standards.
- » Educate bankers & depositors to align operations with Shariah principles.

If reforms are applied, Islamic banking can regain trust and expands beyond Murabaha and embraces Sukuk, Takaful, and risk-sharing contracts, it may capture 30%+ market share within the next decade and serve as a genuine Shariah-based financial system, while positioning Bangladesh as a regional hub for Islamic finance.

Final Thought

Islamic banking in Bangladesh stands at a crossroads — balancing rapid growth with the need for authenticity. Numbers show strength, but sustainability demands deeper compliance, transparency, and innovation. Without this, the sector risks losing the very identity that sets it apart.

References

- » ¹ Bangladesh Bank, Quarterly Banking Reports (2024–2025).
- » ² Bangladesh Bank, Monthly Economic Indicators (2024–2025).
- » ³ The Daily Star, Financial Reports on Islamic Banking (2024–2025).
- » ⁴ JIMEF (Journal of Islamic Economics & Finance) et al., Banking Study (2025).
- » ⁵ Bangladesh Institute of Bank Management (BIBM) Reports (2023).
- » JIMEF et al., Compliance & Governance Study (2025).
- » Bangladesh Bank, Islamic Banking Policy Guidelines (2025).
- » Industry Insider (2025 insights on assets and investment growth).

Mohammad Mahbube Sobhani
VP & Investment In-Charge
UCB Taqwa Islamic Banking Branch.

UNCITRAL's MLETR may Power Safer and Faster Trade



Global trade is taking a bold new shape. The Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR) is opening the door to faster, safer, and more inclusive commerce by replacing outdated paper processes with secure digital records. It cuts costs, removes delays, and gives small businesses a fairer chance to access finance. At the same time, it strengthens protection against fraud and trade-based money laundering. Far from being a technical reform, it is a game-changer that reshapes the dynamics of global trade.

Even today, with USD 25 trillion worth of goods crossing borders every year, the system still runs on piles of paper. Bills of lading, letters of credit, and promissory notes remain the lifeblood of international business. But this paper trail is expensive, slow, and stacked against smaller players in developing countries. Analysts point out that the digital shift delivers more than just efficiency— it ensures fairness, strengthens security and levels the playing field for

businesses worldwide. To accelerate this transformation, the United Nations introduced the Model Law on Electronic Transferable Records in 2017. The framework gives electronic trade documents the same legal standing as their paper equivalents. A digital bill of lading or promissory note now carries the same rights— ownership, transfer, and enforcement— as its paper counterpart. This removes uncertainty and gives businesses, banks, and regulators the confidence to trade digitally across borders.

What makes this framework especially powerful is its 'adaptability'. It does not force countries or businesses to use a particular technology and rests on three strong promises: functional equivalence, where digital records perform exactly like paper; technology neutrality, where innovation is not restricted; and non-discrimination, ensuring digital records cannot be dismissed simply for being electronic. These principles create trust and open the way for seamless global adoption.

Momentum is already building. Bahrain, Singapore, and the United Kingdom have enacted laws aligned with MLETR. France, Germany, and Japan are moving in the same direction. The G7 economies have pledged support, while the Commonwealth has drafted a model law to help its member countries. Together, nations representing more than a third of global GDP are embracing this shift. The future is moving quickly toward digital trade, and the world is catching up.

The benefits are obvious in trade finance, the system that keeps imports and exports flowing. Traditionally, this has been buried under paperwork that includes letters of credit, guarantees, and bills of lading all passed physically from one party to another. Under MLETR, these documents can now exist digitally, secure and transferable in real time. In 2021, banks in Singapore and Abu Dhabi completed the world's first cross-border trade finance transaction with an entirely electronic bill of lading. Other successful trials in Asia have shown that insurers, shipping companies, and banks are ready to embrace this new normal.

The gains are undeniable. Processing a traditional letter of credit can take a week or more, as documents are couriered and manually checked. With digital records, it can be completed in under 24 hours. For exporters in developing countries, that means faster access to working capital and fewer barriers. For banks, it means fewer errors and faster service. Analysts estimate that digitalizing trade finance could save USD 6 billion in costs within just a few years.

Developing economies stand to benefit the most. High trade costs and expensive compliance checks have long excluded small firms from financing opportunities. Digital systems can flip the script by automating compliance, lowering costs, and expanding access. For a textile exporter in Bangladesh, financing that once took weeks could now arrive in just days, with lower fees. A Commonwealth study estimated that digital trade could add over USD 1 trillion in new trade by 2026, with the biggest share of gains going to developing countries. Bangladesh has already shown what is possible. Its garment industry, heavily dependent on letters of credit, has suffered from delays and paperwork. Recently, the central bank urged banks to go digital, and two local banks processed the country's first fully electronic inland letter of credit using blockchain. The result was faster, cheaper, and more secure.

Digital trade also strengthens defences against crime. Trade-based money laundering has long been a threat to global finance. Criminals manipulate invoices and trade documents to disguise illicit funds, with mis-invoicing responsible for more than 60 percent of known cases. Paper systems make this manipulation easier. Digital systems make it harder. With electronic records, data can be instantly checked against global commodity price databases, flagging suspicious deals. Digital documents also guarantee authenticity: only one official version exists, protected against tampering. Combined with digital signatures and secure identities, this



strengthens compliance and makes fraud far more difficult. Of course, reform will not be simple. Updating national laws demands political will and coordination. Countries need secure platforms and infrastructure that connect customs, logistics, and banks. Cross-border alignment is critical; digital trade works best when all trading partners both recognize electronic records. Training is also essential, so that bank staff and small traders understand and trust digital systems.

But the reward is too big to ignore. Countries that modernize their trade laws and systems will attract more investment, move goods more quickly, and integrate better into global supply chains. They will also help the planet, since digital trade reduces paper use and supports green goals. Most importantly, they will create jobs, strengthen exports, and make their economies more resilient.

The Model Law on Electronic Transferable Records is not just another piece of legal text; it is the key to a trade system that is faster, safer, and more inclusive. For developing countries, it is a tool to compete on equal footing. For the global economy, it is a way to close loopholes that criminals exploit while unlocking massive efficiency gains. The world is already moving in this direction. Those who act early will not only save time and money but will also shape the future of trade itself. The message is clear— digital trade is not a distant dream. It is here, and it is the true future of global commerce

Hasina Akter, CDCS
*Assistant Vice President
 Trade Finance Operations*

ছোটগল্প

দিওলির রাতের ট্রেন

ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত ভারতীয় লেখক রাসকিন বন্ডের জন্ম ১৯৩৪ সালের ১৯ মে, হিমাচলের কোশোলিতে। ছোটবেলায় বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের পর তিনি কয়েক বছর বিমানবাহিনীর অফিসার বাবার সঙ্গে থেকেছেন। কিন্তু মাত্র দশ বছর বয়সে বাবার মৃত্যু ঘটলে তিনি আরও নিঃসঙ্গ হয়ে যান। বাবা সঙ্গে কাটানো কয়েক বছরের অন্তরঙ্গ সময়টাকে তিনি জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় মনে করেন।

সিমলার বোর্ডিং স্কুলে পড়াশোনা শেষ করে মুসৌরিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন রাসকিন। এখানেই তিনি দত্তক পরিবারের সঙ্গে বাস করতেন। এ পর্যন্ত পাঁচশতাধিক গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং শিশুদের জন্য প্রায় অর্ধশতাধিক বই লিখেছেন। ১৯৯২ সালে সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড, ১৯৯৯ সালে পদ্মশ্রী এবং ২০১৪ সালে পদ্মভূষণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

বাবা-মায়ের স্নেহবন্ধনের ক্ষুধা মিটিয়েছেন বই পড়ে এবং পাহাড়ি প্রকৃতির সান্নিধ্যে কাটিয়ে। হিমাচলের পাহাড়ি জীবন আর প্রকৃতির প্রভাবে লেখা প্রায় সব লেখায় তার জীবনের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়, অনেকটা আত্মজীবনীর মতো। নিজের জীবনের অপ্রাপ্তির বেদনাগুলো তিনি ভরেছেন অজস্র লেখায়।

সহজ ভাষায় লেখা তাঁর গল্পগুলো পড়ে পাঠকও গল্প লেখার ইচ্ছা পায়। তিনি প্রথমে পুরো কাহিনী মনের পর্দায় সিনেমার মতো ফুটিয়ে তোলেন, তারপর অক্ষরভিত্তিকভাবে গল্প লিখে প্রকাশ করেন। এজন্যই তার গল্পগুলো প্রাণবন্ত এবং দৃশ্যমান। রাসকিন বন্ডের লেখায় আমরা পাই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের চোখে দেখা উপনিবেশিক, উপনিবেশিকোত্তর এবং স্বাধীন ভারতের দেবাদুন, সিমলা ও মুসৌরির বন-বনানী, বারনা-নদী, ফুল-ফল এবং মানুষের স্নেহ-প্রেমের এক নিভৃত জগত।



কলেজে থাকতে গ্রীষ্মের ছুটির দিনগুলো দেয়ায় আমার দাদিমার কাছে কাটাতাম। মে মাসের শুরুতে সমতল ছেড়ে জলাইয়ের শেষে আবার ফিরে আসতাম। দিওলি ছিল দেরা থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল আগের ছোট একটা রেল স্টেশন; এখান থেকেই শুরু হয়েছিল তরাই বন।

ভোর পাঁচটায়, বিজলি বাতি আর কুপির ক্ষীণ আলোয় স্টেশনটা যখন আবছা দেখা যেত, নিশিভোরের মৃদু আলোয় ফুটে উঠত রেললাইনের পাশের বনবিথী, দিওলি এসে তখন পৌঁছত ট্রেনটা। শুধু একটা প্র্যাটফর্ম, স্টেশন মাস্টারের একটা অফিস আর একটা ওয়েটিং রুম—এ নিয়ে ছিল দিওলি। প্র্যাটফর্ম বলতে ছিল কেবল একটা চা আর একটা ফলের দোকান আর গুটি কয়েক লাওয়ারিশ কুকুর; এর বেশি কিছু ছিল না এখানে, কারণ শুধু দশ মিনিট যাত্রাবিরতি দিয়ে এখান থেকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটে যেত ট্রেন।

কেন ট্রেনটি দিওলিতে থামতো তা জানা নেই আমার। কিছুই হত না এখানে। কেউ নামতো বা উঠতো না এখানে। কোনো কুলিও থাকতো না প্র্যাটফর্মে। কিন্তু তারপরও ট্রেনটি পুরো দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতো এখানে। তারপর ঘণ্টা বাজলে গার্ড হুইসেল দিত, দিওলি পড়ে থাকত পিছনে, বিস্মৃত।

স্টেশনটির দেয়ালের ওপারে কী আছে, এ কথা প্রায়ই ভাবতাম আমি। নির্জন, প্রায় পরিত্যক্ত, নিরীরা এই স্টেশনটির জন্য একটা অদ্ভুত মায়া জন্মেছিল আমার। মনে মনে ঠিক করেছিলাম, ট্রেন থেকে দিওলিতে নেমে যাব একদিন, সারাদিন ঘুরে ঘুরে দেখব শহরটা।

বয়স তখন আমার আঠারো, দাদিমার কাছে বেড়াতে যাচ্ছিলাম, রাতের ট্রেন এসে থামল দিওলি স্টেশনে। বেতের বুড়ি হাতে একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো প্র্যাটফর্মে। শীতের সকাল। গায়ের ওপর একটা চাদর জড়িয়ে আছে মেয়েটি। খালি পা, গায়ের জামা পুরনো হয়ে গেছে, কিন্তু কৈশোরোত্তীর্ণ মেয়েটি হাঁটছিল একটা মুগ্ধতা ছড়িয়ে, সম্ভব বজায় রেখে।

আমার জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো মেয়েটি। খুব মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখছিলাম আমি, খেয়াল করেছে সে। প্রথমে না বোঝার ভান করল। গায়ের রঙ ফ্যাকাশে, চুল চকচকে কালো আর চপল কালো দুটো চোখ। সেই সন্ধানী আর কথাবলা চোখগুলো এক সময় খুঁজে পায় আমাকে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো সে আমার জানালার পাশে, কোনো কথা হয়নি আমাদের। যখন সে অন্যদিকে সরে গেল, আসন ছেড়ে দরোজার দিকে গেলাম, প্র্যাটফর্মে নেমে চা দোকানটার কাছে এসে দাঁড়ালাম আমি। অল্প আঙুলের ওপর একটি কেতলিতে চায়ের পানি ফুটছে। দোকানের মালিক চা বেচতে গেছে ট্রেনের কামরায়। আমাকে অনুসরণ করে মেয়েটিও চা দোকান পর্যন্ত এলো।

— ‘একটা বুড়ি নেবে?’ জিজ্ঞেস করল সে। ‘এগুলো খুব মজবুত, সবচেয়ে ভালো বেতের তৈরি...।’

— ‘না’, বললাম, ‘বুড়ি দরকার নেই আমার।’

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমরা, নির্বাক, মনে হয় অনেকক্ষণ। তারপর সে বলল,

— ‘একটা বুড়ি নেবে না?’

— ‘ঠিক আছে, দাও একটা,’

‘বলে ওপর থেকে একটি বুড়ি নিয়ে এক রূপি দেয়ার ছুতোয় তার আঙুলের পরশলহরী অনুভবের সাহস কুলোয়নি সেদিন আমার।

যখন কিছু বলতে যাচ্ছিল, সে তখনই বেজে ওঠে গার্ডের হুইসেল; কিছু একটা বলেও সে, কিন্তু ঘন্টার ৮৭ ৮৭ আর ইঞ্জিনের বিকবিক শব্দে হারিয়ে যায় সেসব। তড়িঘড়ি করে কামরায় ফিরে আসতে হল। কাঁপুনি আর বাঁকুনি দিতে দিতে সামনে এগিয়ে চলল ট্রেন।

প্র্যাটফর্ম অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি তাকিয়ে ছিলাম তার দিকে। প্র্যাটফর্মে একাই ছিল সে, নড়েনি একটুও, সেও তাকিয়ে ছিল আমার দিকে, অপলক হাসিমুখে। পথের সামনে সিগন্যাল বন্ধ এসে পড়ার আগ পর্যন্ত চেয়ে রইলাম তার দিকে, তারপর বনের আড়ালে যখন ঢাকা পড়ল স্টেশন, তখনও দেখতে পাচ্ছিলাম তাকে, দাঁড়িয়ে আছে, একা...।

পথের বাকি সময়টা নিখুঁত কেটে গেল। মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিলাম না মেয়েটির মুখ আর ধিকিধিকি জ্বলা ভাগর কালো চোখের ছবি।

কিন্তু দেয়ায় নেমে সেখানের নানা বিষয় মনে জায়গা করে নেয়ায় ঘটনাটি আমার কাছে ঝাপসা আর দূরবর্তী হয়ে গেল। মেয়েটির কথা আবার মনে পড়লো কেবল দুমাস পর ফেরার পথে।

ট্রেনটি স্টেশনে ঢোকার মুখে ইতিউতি তাকে খুঁজছিলাম এবং অপ্রত্যাশিত একটা শিহরণ অনুভব করলাম যখন তাকে প্র্যাটফর্ম মাড়িয়ে হেঁটে আসতে দেখলাম। আসন থেকে এক লাফে দাঁড়িয়ে হাত নাড়লাম তার দিকে।

আমাকে দেখতে পেয়ে হাসলো সে। মনে রেখেছি দেখে খুশি হল। আমাকে মনে রেখেছে দেখে আমিও খুশি হলাম। দুজনই পুলকিত, এ যেন অনেক দিন পর পুরনো বন্ধুর সঙ্গে মিলন।

বুড়ি বেচতে ট্রেনের কামরার কাছে আজ আর গেল না সে, সোজা চলে এল চা দোকানের সামনে; গভীর কালো চোখ থেকে যেন আলো ঠিকরে পড়ছে। অনেকক্ষণ আমাদের কারো মুখে কোনো কথা সরলো না, অবশ্য সে সময় আমাদের বলারও তেমন কিছু ছিল না।

মনে হল যেন তাকে ট্রেনে তুলে নিয়ে যাই আমার সঙ্গে; দিওলি স্টেশনের এই দূর দেশে তার হারিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে থাকতে মন সায় দিচ্ছিলো না কিছুতেই। তার হাত থেকে বুড়িগুলো নিয়ে মাটিতে রাখলাম। ওখান থেকে একটা তুলতে যাচ্ছিল সে, অমনি তার হাত ধরে মুঠোবন্দী করলাম আমি।

— ‘আমাকে দিল্লি যেতে হবে,’ আমি বললাম।

মাথা নাড়ে সে।

— ‘আমাকে কোথাও যেতে হবে না।’

ট্রেন ছাড়ার হুইসেল দিল গার্ড। গার্ডের ওপর রাগ হলো আমার।

— ‘আবার আসব,’ বললাম আমি। ‘তুমি আসবে তো?’

আবার মাথা নাড়ে সে। তখনই বেজে ওঠে ঘন্টার শব্দ। চলতে শুরু করে ট্রেন। এক ঝটকায় মেয়েটির কাছ থেকে হাত ছাড়িয়ে চলন্ত ট্রেন ধরার জন্য ছুটলাম।

এবার আর ভোলা গেল না তাকে। বাকি পথজুড়ে আমার সঙ্গে ছিল সে, এবং ছিল তারও পরে আরও দীর্ঘ সময় ধরে। সেই বছরটা আমার কাছে সে উজ্জ্বল আর জীবন্ত হয়ে রইলো। কলেজ ছুটি হতে না হতেই তড়িঘড়ি করে ব্যাগ গুছিয়ে অন্যবারের তুলনায় আগেভাগে দেরার পথ ধরলাম। তাকে দেখার জন্য আমার আগ্রহ দেখে দাদিমা খুশি হবে খুব।

ট্রেন যতই দিওলির কাছে আসছিল, ততই দেখা হওয়ার পর মেয়েটিকে কী বলব কিংবা কী করব এসব ভেবে ভেবে অনেক নাভাস আর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলাম আমি। প্রতিজ্ঞা করলাম, তার সামনে নিরুপায় নিশ্চুপ হয়ে কিংবা মনের আবেগ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো না।

দিওলি এসে পৌঁছলো ট্রেন, প্ল্যাটফর্মের এদিক ওদিক সবদিকে দেখলাম, কিন্তু কোথাও মেয়েটির কোনো চিহ্ন দেখা গেল না।

দরোজা খুলে পাদানি পেরিয়ে নিচে নেমে এলাম। ধক করে উঠল বুকটা, একটা অজানা অমঙ্গল আশঙ্কায় ভারী হয়ে গেল মনটা। মনে হল কিছু একটা করতে হবে, দ্রুত এগিয়ে গেলাম স্টেশন মাস্টারের কক্ষে, বললাম, ‘এখানে বুড়ি বেচতো একটা মেয়ে, তাকে চেনো তুমি?’

— ‘না, চিনি না,’ বলল স্টেশন মাস্টার। ‘এখানে পড়ে থাকতে না চাইলে, ট্রেনে উঠে বসাই তোমার জন্য ভালো হবে।’

চকিতে প্ল্যাটফর্মের আশপাশ পুরোটা তাকিয়ে দেখলাম, স্টেশনের দেয়ালের ওপারেও দেখার চেষ্টা করলাম; দেখতে পেলাম কেবল একটা আম গাছ আর একটা ধূলিময় মেঠোপথ ঢুকে গেছে বনের গভীরে। কোথায় গেছে এই পথ? স্টেশন ছেড়ে যেতে শুরু করেছে ট্রেন, প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে দৌড়ে লাফ দিয়ে কোনো রকমে বগির দরজা ধরলাম।

তারপর ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো ট্রেনের গতি, এক সময় বনের ভিতর প্রবেশ করল ট্রেন, রাজ্যের চিন্তা মাথায় নিয়ে জানালার পাশে বসে পড়লাম আমি।

মাত্র তিনবার যাকে দেখেছি তার জন্য কি করতে পারি আমি, যার সঙ্গে তেমন কোনো কথাই হয়নি আমার, যার বিষয়ে তেমন কিছু—বলতে গেলে একেবারেই কিছু জানি না— এমন একজনের জন্য কেন এত ভাবালুতা, কেন এত দায় আমার?

সেবার দাদিমা আমাকে পেয়ে
একটা খুশি হয়নি,
কেননা কয়েক
সপ্তাহ

খুব

বেশি তখন তার কাছে থাকিনি আমি। একটা অস্থিরতা আর অস্বস্তিতে ভুগছিলাম। তাই ফিরে যেতে মনস্থির করলাম, যেন দিওলির স্টেশন মাস্টারকে আরও কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে পারি।

কিন্তু দিওলিতে নতুন স্টেশন মাস্টার এসেছে। আগের লোকটি গত সপ্তাহে বদলি হয়ে অন্য স্টেশনে চলে গেছে। নতুন লোকটি বুড়ি বিক্রেতা মেয়েটি সম্পর্কে কিছু জানে না। চা দোকানের মালিকটিকে পাওয়া গেল, ছোটোখাটো, বয়সের ভারে কিছুটা কুঁজো, তেলচিটে জামা গায়। তার কাছে বুড়ি-ওয়াল মেয়েটির কথা জিজ্ঞেস করলাম।

‘হ্যাঁ, এমন একটি মেয়ে ছিল বটে, বেশ মনে আছে আমার,’ বলল সে। ‘কিন্তু অনেকদিন হয়েছে তাকে দেখি না আর।’

‘কেন?’ জিজ্ঞেস করি আমি। ‘কি হয়েছে তার?’

‘আমি জানবো কিভাবে?’ বলল লোকটি। ‘আমার কেউ হয় না সে।’

আরও একবার ট্রেন ধরতে ছুটতে হলো আমাকে।

দিওলি প্ল্যাটফর্ম যখন আমার দৃষ্টিপথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল তখন ভাবছিলাম একদিন পথে যেতে নামবো এখানে, সারাদিন থাকব এই শহরে, খুঁজব সবখানে সেই মেয়েটিকে, আমার হৃদয় কেড়ে নিয়েছে যে, তার কালো আর চঞ্চল চোখের চাহনি দিয়ে।

এমন ভেবে, কলেজের শেষ টার্মের পুরো সময়টা নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম। গ্রীষ্মের ছুটিতে দেয়ায় গেলাম আবার, নিশিভায়ে দিওলি পৌঁছলো রাতের ট্রেন, আর পাভো না জেনেও, প্ল্যাটফর্মের এদিক ওদিক সবখানে খুঁজলাম মেয়েটিকে, কোনো দৈবযোগে যদি দেখা হয়ে যায়, এ আশায়।

যেভাবেই হোক, যাত্রাপথে দিওলিতে নেমে সারাদিন ঘোরা আর কখনো হয়ে ওঠেনি আমার। (এটি সিনেমা কিংবা গল্পকাহিনী হলে ট্রেন থেকে নেমে এ রহস্যভেদের পর একটি সুন্দর সমাপ্তির ভেতর নটে গাছটি মুড়াতে পারত)। আমার এমনটা করতে ভয় ছিল। মেয়েটির ভাগ্যে কী ঘটেছিল তা জেনে যাবার ভয়। হয়ত সে দিওলিতে থাকতোও না আর, হয়ত বিয়ে হয়ে গিয়েছিল তার, হয়ত রোগশয্যায় ছিল সে ...।

গত কয়েক বছরে দিওলির ওপর দিয়ে বেশ কয়েকবার গেছি, কামরার জানালা দিয়ে প্রতিবার চেয়ে থেকেছি বাইরের দিকে, আমাকে দেখে হাসছে অবিকল সেই মুখ—ক্ষীণ এ আশায়। ভাবি, কী আছে স্টেশনটির দেয়ালের ওপারে! কিন্তু কখনো সেখানে নামবো না আর। তাতে শেষ হয়ে যাবে আমার এই খেলা। আশা আর স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে চাই আমি, জানালা দিয়ে খুঁজতে চাই নির্জন সেই প্ল্যাটফর্মের সবখানে, অপেক্ষা করতে চাই বুড়ি হাতে মেয়েটির জন্য।

এখন আর দিওলিতে নামি না আমি, কিন্তু ওপর দিয়ে যাই, যতবার সম্ভব।

মূল- রাসকিন বন্ড

ভূমিকা ও অনুবাদ- খায়রুল আলম চৌধুরী

সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট
ও হেড অব অপারেশনস



৩৫তম ব্রেকআপ

‘এই থামান, থামান।’ রিকশাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে প্রাচ্য দেখল—মোহ মস্তমুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

আজ মোহ নীল শাড়ি পরেছে। প্রাচ্যের নীল রঙ পছন্দ। আসলে দুনিয়ার ৮০% ছেলেই বোধহয় নীল রঙ পছন্দ করে। চোখে নীল কাজল, পায়ে নীল জুতো, হাতে নীল পার্স—সবই ম্যাচিং। রাস্তার মানুষজনও হা করে তাকাচ্ছে। সেক্ষেত্রে বয়ফ্রেন্ড হিসেবে প্রাচ্যের মুগ্ধ হয়ে তাকানোটা তো একেবারেই স্বাভাবিক।

প্রতিবার মোহকে দেখলেই প্রাচ্য মুগ্ধ হয়, কিন্তু মুখে কখনো বলে না। এভাবে হা করে তাকিয়ে থাকলে তাকে ভেলার মতো লাগে। যদিও মোহ চায় প্রাচ্য সারা জীবন এভাবেই তার দিকে তাকিয়ে থাকুক। ভেলার মতো লাগলেও কেমন যেন মায়া লাগে। উহু, মায়া দেখানো যাবে না। একটুও ইমোশন দেখানো যাবে না। কারণ



আজ মোহ প্রাচ্যের সঙ্গে ব্রেকআপ করতে এসেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে মায়াবী চেহারা হলো—ছোট বাচ্চা মুখ আর ব্রেকআপ করতে যাওয়া বয়ফ্রেন্ডের মুখ।

- মোহ: কী ব্যাপার, এমন করে তাকিয়ে আছো কেন? প্রাচ্য: তোমাকে দেখি।
- মোহ: তোমাকে ১০ মিনিট সময় দিলাম, মন ভরে দেখে নাও।
- প্রাচ্য: ১০ মিনিট? তুমি কি ১০ মিনিট পর চলে যাবে?
- মোহ: না, ১০ মিনিট পর হবে আমাদের ব্রেকআপ। আর ব্রেকআপের পর বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড ভাইবোন হয়ে যায়। বোনের দিকে ওইভাবে তাকানো কিন্তু পাপ।

প্রাচ্যের ইচ্ছে হচ্ছিল মোহর গালে কয়েকটা চড় বসায়। নিজেকে সামলে নিল। মোহ মেয়ে বলেই বেঁচে গেল। মেয়েদের গায়ে হাত তোলার বদঅভ্যাস তার নেই।

- প্রাচ্য: মোহ, তুমি আমার সঙ্গে ৩৫ বার ব্রেকআপ করলে। কিন্তু ভাইবোন ব্যাপারটা কী! ইচ্ছে করছে থাপড়ে তোমার গাল লাল করে দিই।
- মোহ: এবার আমি সিরিয়াস, প্রাচ্য। অফিসিয়ালি আজ আমাদের শেষ দেখা। কোনো ঝগড়া হবে না, ইমোশনাল হবে না।
- প্রাচ্য: তোমার কথাতেই সব হবে নাকি? আমিও দেখব তুমি কিভাবে সিরিয়াস ব্রেকআপ করো। আমার বিশ্বাস তুমি পারবে না।
- মোহ: তুমি শুধু সময় নষ্ট করছো। আজ আমার পছন্দের জায়গায় নিয়ে যাবে, ফুল কিনে দেবে, কাঁচের চুড়ি দেবে, ফুচকা খাওয়াবে যত প্লেট চাই, রিকশায় ঘুরাবে, আইসক্রিম খাওয়াবে, রঙ চা খাওয়াবে—সব শেষে আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবে। সব তোমার টাকায়। বেশি না, হাজার টাকায় হয়ে যাবে। চাইলে প্রোপোজও করতে পারো। তোমার কাছে টাকা আছে তো? না থাকলে ধার করো।

প্রাচ্য হা করে তাকিয়ে রইল। মোহ কত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সব বলছে! এবার সত্যিই মনে হচ্ছে মোহ সিরিয়াস। মনটা খারাপ হয়ে গেল প্রাচ্যের। আগে ৩৪ বার ব্রেকআপ করেছে, কিন্তু কখনো এমন আবদার করেনি। বরং কিছু দিতে চাইলেও নিত না। কারণ প্রাচ্য বেকার। মোহ বলত—‘চাকরি হলে প্রথম সেলারি দিয়ে কিনে দিও।’

- প্রাচ্য: কোথায় যাবে বলো? রিকশা নেব? মোহ: টিএসসি চলো।

রিকশায় প্রাচ্য একটাও কথা বলল না। মোহ নিজেই ওর হাত ধরে রাখল। মোহর খোলা সিঁকি চুল বাতাসে এসে লাগছিল প্রাচ্যের মুখে। চোখ বন্ধ করে ভাবছিল—এই স্পর্শ, এই গন্ধ সে ভীষণ মিস করবে। মোহ শক্ত করে হাতটা ধরে আছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে হাতটা শূন্য হয়ে যাবে। বুকটা ফাঁকা হয়ে যাবে। ভালোবাসা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সামান্য সিগারেটের অভ্যাসও ছাড়া যায় না, আর প্রিয় মানুষকে কীভাবে ছাড়বে?

- মোহ: চোখ বন্ধ করে আছে কেন? খুব খারাপ লাগছে?
- প্রাচ্য: উহু।
- মোহ: আশ্চর্য! আজ অন্তত একটু প্রশংসা করতেই পারো। ছেলেরা নিজের গার্লফ্রেন্ডকে প্রশংসা করতে জানে না, কিন্তু অন্যের বউকে ভালোই পারে। আমি তো কিছুদিনের মধ্যে অন্যের বউ হয়ে যাচ্ছি!

প্রাচ্য অবাক হয়ে মোহকে দেখল। এ মেয়ে যে এতোটা হৃদয়হীন, ভাবাই যায় না।

- মোহ: তোমার কাঁধে মাথা রাখতে চাই। কাল থেকে তো আর পারব না...
- প্রাচ্য: মোহ, থামবে তুমি? যা বলছো সব শুনছি, তারপরও এত কষ্ট দিচ্ছে কেন? গ্লিঞ্জ, চূপ থাকো।

বাকি পথটা চুপচাপ কেটে গেল। শুধু কাঁধে মাথা রেখে প্রাচ্যের দিকে তাকিয়ে ছিল মোহ। প্রাচ্য একবারও ওর দিকে তাকায়নি। চোখ ভিজে আসছিলো দু’জনেরই। পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী পানি হলো প্রিয় মানুষের চোখের পানি।

টিএসসি পৌঁছে মোহ কাঁচের চুড়ি কিনল। প্রাচ্যকে বলল,

- ‘পরিয়ে দাও।’

চুড়ি হাতে দিয়ে বলল—

- মোহ, তুমি এই চুড়ির মতো শূন্য আমিকে পূর্ণ করছো।

তারপর মিশুক মুনীরের ভাস্কর্যের পাশে বসল দুজন। ফুচকা খেল। চোখে পানি এলেও মোহ বলল

- ফুচকাটা ঝাল বেশি। আমি আবেগপ্রবণ হইনি।

- প্রাচ্য: আমি তোমার প্রিয়জন নাকি প্রয়োজন?

- মোহ: প্রয়োজন।

— প্রাচুর্য: শুধু প্রয়োজন? মোহ: হ্যাঁ। অক্সিজেন কি তোমার প্রিয়, নাকি প্রয়োজন? প্রয়োজনীয় কিছু কখনো অপ্রিয় হয় না।

প্রাচুর্য ওর কপালে একটা চুমু খেল। মনে মনে ভাবল—এ মেয়ে কোথা থেকে এত যুক্তি খুঁজে আনে!

একটা শিশু বেলি ফুলের মালা বেচছিল। প্রাচুর্য সব কিনে দিল। মোহ খোঁপা করে নিল, বলল

— ‘গুজে দাও।’ প্রাচুর্য বাধ্য প্রেমিকের মতো গুজে দিল।

তারপর রঙ চা। হঠাৎ মোহর চোখে পড়ল হার্ট-শেপ গ্যাস বেলুন। বায়না ধরল সব কিনে দিতে হবে। প্রাচুর্য রাস্তা পার হয়ে গেল বেলুন কিনতে। হাতে বেলুন নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল—ওপারে দাঁড়ানো মোহর দিকে তাকিয়ে।

মোহ ইশারা করল তাড়াতাড়ি আসতে। কিন্তু প্রাচুর্য মোহর মোহে এতোটাই ডুবে ছিল যে চার রাস্তার ব্যস্ততা খেয়ালই করল না। হঠাৎ একটা ডাবল-ডেকার বাস সামনে চলে এল। ড্রাইভার ব্রেক চাপলেও দেরি হয়ে গেল...

আজ ব্রেকআপ করার কথা ছিল। অথচ মোহ ঠিক করেছিলো আজ ওরা কাজী অফিসে গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলবে। বাবা-মা প্রেশার দিচ্ছিল, তাই প্রাচুর্যের চাকরি হয়ে গেলে জানাবে ভেবেছিল।

রাস্তার উপর প্রাচুর্যের পাশে বসে পড়ল মোহ। ফোন বেজে উঠল। কাঁপা হাতে রিসিভ করল। অপর প্রান্ত থেকে খবর এল—প্রাচুর্যের চাকরি হয়েছে। সামনের মাসে জয়েনিং ডেট।

মোহ তাকিয়ে রইল আকাশে ভাসতে থাকা লাল গ্যাস বেলুনগুলোর দিকে।

রুমানা রহিম

জুনিয়র অফিসার, জিজিরা শাখা

অ্যাম্বুলেন্স

৫৬...৫৭...৫৮...৫৯...৬০—প্রতিদিন এমনি করেই পা গুনতে গুনতেই কাজে যাই আমি। ছোটবেলায় স্কুলে ১ থেকে ১০০ গোন শিখেছিলাম। পড়ালেখার শখ ছিল, কিন্তু অভাবের সংসারে সুযোগ হয়নি। ক্লাসে ১ থেকে ১০০ সবাইকে ছাড়িয়ে সবার আগে মুখস্থ বলতাম আমি। স্যারও সেজন্য অনেক ভালোবাসতেন।

সকালে বাড়ি থেকে বের হয়েই গোন শুরু করি। রহিমের বিড়ির দোকান পর্যন্ত ১০০ পা, তারপর আবার গোন শুরু করি—তিন রাস্তার মোড় পর্যন্ত আরেক ১০০ পা। এভাবেই গুনতে গুনতে এক ঠেলায় রাস্তা ফুরিয়ে যায়। টেম্পু ভাড়া দিতে মন চায় না। কষ্টের টাকাটা অন্যকে দিয়ে লাভ কি? বাড়ি থেকে হাসপাতালে যেতে টেম্পু ভাড়া লাগে ১৫ টাকা! অথচ হেঁটে গেলে আধা ঘণ্টার পথ। যদিও রোদের তাপে হাঁটাটা বেশ কষ্টকর হয়ে যায়।

আজকে একটু তাড়াতাড়ি হাসপাতালে এসে পৌঁছেছি। হাসপাতালের নিচে যে অ্যাম্বুলেন্সগুলো দাঁড়িয়ে থাকে, তার একটায় হেল্লার হিসেবে কাজ করি আমি—ফজল ভাইয়ের হেল্লার।

ফজল ভাই খুব আল্লাহওয়ালা মানুষ। একবার আমার আঁকবার খুব অসুখ হয়েছিল, তিন দিন ভর্তি ছিলেন এই হাসপাতালেই। কী যে কান্নাকাটি করেছিলাম আমরা! আঁকবার কিছু হলে খামু কী—এই চিন্তায় আমরা পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। গরিবের কাছে আগে পেটের চিন্তা, তারপর জানের চিন্তা। ওই সময় হাসপাতালে থাকা অবস্থায় নামাজ পড়তে গিয়ে আমি বারবার আল্লাহকে ডাকতাম—‘আমার বাপের ভালো কইরা দাও আল্লাহ, নাইলে আমরা না খাইয়া মরমু।’

সেই মসজিদেই ফজল ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তিনি নামাজ পড়তে আসতেন, আর আমি ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদে আল্লাহকে ডাকতাম। পরে সাহস করে ফজল ভাইয়ের কাছে একটা কাজ চাইলে তিনি না করেননি। বরং সোজাসুজি বললেন, ‘কাইল (খৈকা) আমার লগে কামে লাগ। রাইত-বিরাতে একলা একলা রোগী নিয়া যাই, তুই থাকলি সহজ হইব। টাকা দিতে পারমু না, তবে চা-পানি-খানা দিমু। এইডাই তোর বেতন। বুঝছস?’

আমি একটু ভেবে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘ওস্তাদ, আমি তো বিড়ি খাই, বিড়ির টাকা দিবেন না?’

ফজল ভাই রেগে গিয়েছিলেন, ‘এইডা চাইতে লজ্জা লাগছে না? ফজলের লগে থাকলে এগুলো করা যাইব না।’

তখন মনে হয়েছিল আমি যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছি। শরমে আর তার দিকে তাকাতেও পারিনি।

এরপর থেকেই ফজল ভাইয়ের সঙ্গে কাজ শুরু করি। আজ ছয় বছর হয়ে গেল তার সঙ্গেই আমি। কত ভালো চাকরির প্রস্তাব পেয়েছি, কিন্তু ভাইকে ছেড়ে যেতে মন চায়নি। বেতন ছাড়া কাজ শুরু করলেও কোনোদিন খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হয়নি। যেদিন ভাই বেশি বকশিস পেতেন, আমাকেও দিতেন।

এই ছয় বছরে ভাই বারবার বলেছেন, ‘তুই তো এখন আমার থেকে ভালো চলাইতেস। একটা গাড়ি কিনে নিজের মতো চালা।’ আমি হেসেই বলি, ‘ভাই, যতদিন বাঁচমু আপনার মায়া ছাড়মু না। মায়া বড় খারাপ জিনিস।’

তবুও মাঝে মাঝে মনে হয়, বিয়ে করলে কেমন হতো! পাশের ঘরের পারুলকে দেখলেই কেমন জানি আকাশে উড়তে ইচ্ছে করে। দাদীর জিন-পরিচয় গল্পের সেই পরিচয় মতোই মনে হয় ওকে।

এমন ভাবনার মাঝেই হঠাৎ ফজল ভাইয়ের ফোন এল—রামপুরা থেকে একজন রোগী আনতে হবে। খুবই সিরিয়াস কেস। রাত তখন ১টা বাজে।

ফাঁকা রাস্তায় আমরা দ্রুত পৌঁছে গেলাম। রোগীর মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমাদের দিকে ছুটে এলো। অসুস্থ চাচাকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলি। চাচার বয়স যাটের কম নয়। নিজেই মেয়েকে সাঙ্খনা দিয়ে বললেন, ‘আরে বোকা মেয়ে, সামান্য বুক ব্যথা। কালকেই ভালো হয়ে যাবো।’

তারপরও ফজল ভাই গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, ‘তুই গাড়ি টান, আমি দোয়া পড়ি।’

ওই কথাটা শুনেই বুকটা হিম হয়ে গেল। ছয় বছরের অভিজ্ঞতায় জানি—ভাই দোয়া পড়তে শুরু করলে আর কিছু করার থাকে না। রোগী আর বাঁচে না।

ঠিক যেমনটা ঘটেছিল কয়েকদিন আগেও। নয় বছরের এক ছোট্ট ছেলের হাপানীর সমস্যা হয়েছিল। শিশুটির অবস্থা দেখে মনে হয়েছিল শেষ বিদায় চলছে। কিন্তু সেদিন ভাই উল্টো বললেন, ‘কাইদেন না আপা, আপনার পোলা ইনশাআল্লাহ ভালো হইয়া যাইবো।’ আর সত্যিই সে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলো।

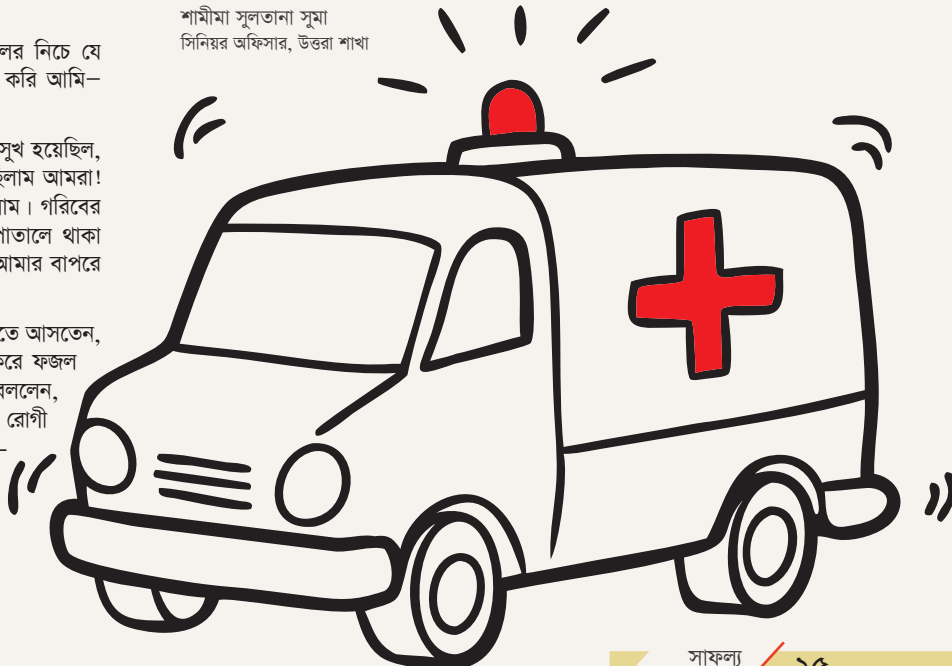
ফজল ভাইয়ের এই ক্ষমতাটা আমার কাছে আজও রহস্য। জিজ্ঞেস করলে শুধু বলেন, ‘রোগীর নাড়ীর গতি দেখে বুঝা যায়। এখানে কোনো কেরামতি নাই। আমার বাপ আছিল সেই আমলের কবিরাজ, তার কাছ খেইকাই শিখি।’

চাচার মেয়ে বাবার হাত ধরে বসে ছিল, চোখে অশ্রু। আমি রিয়ার ভিউতে দেখতে পেলাম ফজল ভাই চোখ বন্ধ করে একমনে দোয়া পড়ছেন। সেই মুহুর্তে আমার গা শিউরে উঠল।

প্রতিবার এমন হয়—ভাই শান্তভাবে বলেন, ‘তুই গাড়ি টান, আমি দোয়া পড়ি।’ আর তখন থেকেই আমার মনে হয়—রাস্তা আর শেষ হচ্ছে না।

শামীমা সুলতানা সুমা

সিনিয়র অফিসার, উত্তরা শাখা



গভীর রাত

একদিন গভীর রাত করে বাড়ি ফিরছিলাম, বাসা মিরপুর ১০। মতিবিল অফিস শেষ করে শিকড় পরিবহনের বাসে চড়ে বসলাম প্রতিদিনের মতোই। বাসে ওঠার আগে এক প্যাকেট বাদাম কিনে উঠলাম। কখন বাসায় পৌঁছবো আর কখন ভাত খাবো ঠিক নেই, তাই হাল্কা খাবার নিয়ে নিলাম। সিটিং বাস সার্ভিস এখন খুব একটা নেই, সবগুলোয় গাদাগাদি করে লোক ঢুকায়। কিন্তু যেহেতু রাত ১১টার বেশি বাজে, যাত্রী খুব কম। বাসের হেল্লার আর ড্রাইভার গল্প জুড়ে বসেছে, কিছু নিয়ে হাসাহাসি করছে, লাস্ট ট্রিপ, তাই হয়তো ধীরে-সুস্থে যাওয়ার প্ল্যান।

আমার এই সময়টা খুব অস্থির লাগে। একটু পর পর গলার ভয়েস চেঞ্জ করে বলি, ‘মামা, আগে বারো,’ ‘মামা, যাত্রী বাসা থেকে নিয়ে আসবেন নাকি,’ ‘মামা আগে কি ঠেলাগাড়ি চালাতেন?’ ‘ওই মামা, নাইমা যাব কিন্তু।’ কিন্তু কোনোকিছুতেই কিছু হচ্ছে না, আর অস্থিরতা বেড়েই যাচ্ছে। এভাবেই ১৫ মিনিট এক জায়গায় ঠায় বসে আছি। হঠাৎ দেখি শাড়ি পরা এক তরুণী বাসে চড়ে বসলো। সুন্দর করে ঘোমটা টেনে বসেছে, তাই চেহারা দেখতে পাইনি, কিন্তু ঘোমটার ফাঁকে চকচকে বাদামী চুল দেখে বুঝলাম, ইনি বাসে চড়ার পাবলিক না। বড়লোকের বউ বা মেয়ে, কিছু একটা ঝামেলা করে বাসে চড়েছে। যাক, আমার এসব ভেবে কাজ নেই। আমি বাদাম চিবিয়ে চিবিয়ে বাইরে তাকিয়ে হাওয়া খেতে লাগলাম।

আমার মাঝে মাঝে প্রাইভেট গাড়িতে চড়া মানুষগুলোর জন্য সমবেদনা হয়। কারণ এসির হাওয়া খেতে খেতে তারা ফার্মের মুরগি হয়ে যায়, এই খোলা হাওয়া তারা মিস করে, বাইরের রোদ-বৃষ্টি মিস করে। কত রকম হাওয়া, ঠাণ্ডা-গরম, সুগন্ধ-দুর্গন্ধ, কত শব্দ, কত পরিচিত-অপরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়—এগুলো সবকিছু আমরা বাসের যাত্রীরা উপভোগ করি। আর অনেক রাত করে বাস জানি করলে সেটা তো আরও চমকপ্রদ হয়, রাস্তায় জ্যাম নেই, ফ্রেশ একটা গন্ধ।

নাহ, অনেক দেরি করে ফেললো ড্রাইভার, খুব বিরক্ত লাগছে। বুঝলাম, এই একটা দিকে গাড়িওলা রা বাসযাত্রীর চেয়ে এগিয়ে যায়। হঠাৎ নাকে একটা মিষ্টি গন্ধ আসলো, বাসে লোকজন কম। ভেতরে তাকাতেই দেখি ওই মেয়ে আমার কাছাকাছি এসে বসেছে, আর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম। মেয়েটি ঘোমটা অল্প সরিয়ে বলে উঠলো:

- ‘আপনি কি তুষার? আপনি আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড হিসেবে আছেন।’
- ‘জি, আপনি? ঠিক চিনলাম না। আসলে অনেকেই তো ফেসবুকে আছে।’
- ‘আমি রিমা। দুই বছর আগে আপনার এক বন্ধু আমার বান্ধবীকে বিয়ে করেছিল, সেখান থেকেই পরিচয়, মনে পড়েছে?’
- ‘ও হ্যাঁ, তা আপা, এতো রাতে কোথা থেকে?’

(যদিও তাকে আমি মনে করতে পারি নাই, আবার মোবাইল বের করে চেক করবো সেটাও পারা যাচ্ছে না, বড় বড় করে তাকিয়ে আছে)

- ‘গিয়েছিলাম একটা বিয়ের দাওয়াতে, গাড়ি নষ্ট হয়েছে, তাই বাসেই ফেরত যাচ্ছি।’
- ‘বাহ, আমাদের এই উপলক্ষে দেখাও হয়ে গেল। রিমা আপা, কি একা এসেছেন?’
- ‘হ্যাঁ, একাই। বান্ধবীর বিয়ে, তাই একাই এলাম। আর বিয়ে করি নি বলে ঘাড়ে চড়ে বসার মতো কাউকে পাইনি তো।’
- ‘হাহা, জামাই
জামাইদের
বোকাসোকা
আপনারদের
পারে, সেটা
তো স্বীকার
করবেন নাকি?’

মানেই কি ঘাড়ে চড়ে বসা?
দেখতে কি এতোই
লাগে? তারা যে
বডিগার্ড হতে

হিহি করে রিমা হেসে উঠলো, ঘোমটা সরে গেলে দেখলাম বেশ সুন্দর রিমা, আবার দ্রুত ঘোমটা টেনে ধরলো। বাসের ভেতর অল্প আলায় আর কিছুই দেখা হলো না। হায়! বললো:

- ‘হ্যাঁ, সেলফি তুলে দেখো, তোমাকেও হাবাগোবাই লাগে। জামাই হিসেবে তুমি পারফেক্ট।’

আমি হাহা করে হেসে উঠলাম। আলাপ করতে করতে আগারগাঁও-তলতলা চলে আসলাম। হঠাৎ দেখি হেল্লার তাকিয়ে আছে আমার দিকে, ড্রাইভারও ব্যাক ক্যামেরায় বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি তো বক-বক করেই যাচ্ছি রিমার সাথে, কথা বলার একটা মানুষ পেয়েছি, এই সুযোগকে ছাড়বো না। হঠাৎ দেখি হেল্লার ফাজিলটা মোবাইলে ভিডিও করতেছে। আমি ডাকতে লাগলাম, ‘এই, শুনে যাও, ভিডিও করো কেনো?’

আর এদিকে শ্যাওড়াপাড়া বাসস্ট্যান্ডে আসতেই তড়িঘড়ি করে রিমা নেমে গেলো। ঠিকভাবে বিদায়ও নিলো না, কি আজব রে বাবা।

হেল্লার কাছে এসে বললো,

- ‘স্যার, আপনি কি একা একাই কথা বলেন?’
- ‘মানে? একা একা কেনো বলবো? আমার বন্ধু ছিল দেখো না?’
- ‘কোথায়? কে ছিলেন? কোথায় নামছে?’
- ‘আরে এই যে, মাত্রই তো নামলো।’

আমি শেওড়াপাড়া বাসস্ট্যান্ডের দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘তুমি ভাড়া তুলো নাই? কাউকে দেখো নাই?’ হেল্লার বলে, ‘না স্যার, আপনি ছাড়া তো আর কোনো যাত্রী নাই এখন বাসে।’ আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম, নিজেকে কেমন বোকা লাগছে, আবার ভয়ও লাগছে কি হলো এটা ভেবে। ভয়ে আমার ঘাড় ব্যথা শুরু করলো। আমি মোবাইল হাতে নিয়ে ফেসবুকে রিমা সার্চ দিলাম, প্রোফাইলও পেলাম। প্রোফাইলের উপর লেখা ‘রিমেশ্বরিং’—কেউ মারা গেলে এই স্ট্যাটাস দেয় ফেসবুকে। আমার ঘাড় ব্যথা বাড়তে লাগলো।

হেল্লার আমাকে তার মোবাইলের ভিডিও দেখাচ্ছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে আমি একাই বক-বক করে যাচ্ছি। উফ, ঘাড় ব্যথা অসহনীয় হয়ে উঠছে। নিজের হাত দিয়ে ঘাড় ভলতে লাগলাম, টের পেলাম হাতে ঠাণ্ডা কিছু যেন লাগলো। আমি চট করে মোবাইল বের করে সেলফি ক্যামেরা অন করলাম। ক্যামেরায় আমার গবেট চেহারাটা আগে আসলো, আর পাশেই দেখি কেউ একজন আমার ঘাড়ের উপর পা বুলিয়ে বসে আছে...

সালেহ হোসেন
ভিপি, এসএমই-সিআরএম



জন্মদিন

যারা নব্বইয়ের দশকে মফস্বল শহরে ছেলেবেলা কাটিয়েছেন, তাদের কাছে জন্মদিন কি আসলেই কোনো বিশেষ বিষয় ছিল? কার জন্মদিন কবে এলো আর কবে চলে গেল, তার খোঁজ রাখত কতজন?

কৈশোরের সেই দিনগুলোতে জন্মদিন যেন ছিল গল্প, কবিতা, গান অথবা বিটিভির নাটকের মতোই দূরের এক বিষয়। কলেজে এসে হয়তো জন্মদিন একটু জায়গা করে নিয়েছিল মনে। তখন O. Henry-এর The Gift of the Magi গল্পের মতো উপহার-অভাবের কষ্ট বুকের ভেতর নিঃশব্দে দাগ কেটে যেত, তাই তো?

আমাদের এই গল্পের ছেলেটির নাম সোহান। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র, কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে সে নিয়মিতই ক্লাস করছে বাংলা বিভাগে। কারণ? এক মেয়ের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা। মেয়েটির নাম সিমিন—সে বাংলা বিভাগেই পড়ে।

একদিন রেজিস্টার ভবনের পরিবহন পূলে সোহানের কাকতালীয়ভাবে দেখা হয় সিমিনের সঙ্গে। বৃষ্টিমুখর বিকেলের ছাউনিতে একা দাঁড়িয়ে ছিল সিমিন। হঠাৎ ভিজে দৌড়াতে দৌড়াতে সোহান এসে দাঁড়ায় পাশে, তারপর রুমাল দিয়ে মাথা মুছতে থাকে।

ঠিক তখনই সিমিন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি বলতে পারেন, মিরপুর রোডের চৈতালি বা বৈশাখী বাসটা কখন ছাড়ে?’

সোহান একটু অবাক হয়ে চারপাশে তাকিয়ে নিশ্চিত হলো, প্রশ্নটা তাকে উদ্দেশ্য করেই করা হয়েছে।

— ‘কেন? আপনার বাসা যদি মিরপুরে হয়, তবে এতদিনে তো রুটিন মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা।’

সিমিন মৃদু হাসল।

— ‘না, আমি থাকি শান্তিনগরে। আজ মা মিরপুরে বড়খালার বাসায় আছেন, তাই ওখানে যেতে হবে। আপনি জানলে বলুন, প্লিজ।’

সোহান বলল,

— ‘আমি থাকি যাত্রাবাড়ীতে। তবে বাসের রুটিন আমার কাছে ছিল, দেখি এখনও আছে কিনা।’

সে শার্ট আর প্যান্টের পকেট খুঁজল, কিন্তু কিছুই পেল না। ‘না, পাচ্ছি না। মনে হয় মানিব্যাগেই ছিল, কোথায় হারাল জানি না।’

ঠিক তখনই এক বাসের হেল্লার চলে এলো। সোহান তাকে জিজ্ঞেস করল, বাস কবে ছাড়বে। হেল্লার উত্তর দিল, ‘ভাই, জানেন না? গতকাল ড্রাইভারের সঙ্গে কর্মচারীদের ঝগড়ার কারণে আজ বাস ষ্ট্রাইক।’

এবার সোহান আর সিমিন দুজনেই বুঝল কেন ছাউনিটা ফাঁকা।

দশ-পনেরো মিনিট পর বৃষ্টি থেমে গেল। তারা হাঁটতে লাগল শাহবাগের দিকে। সে হাঁটার সময়টুকুই তাদের পরিচয়ের শুরু। এরপর মাঝেমাঝে কলাভবনে দেখা হতো। সোহান গল্প পড়তে আর শুনতে ভালোবাসে বলে বাংলা বিভাগে ক্লাস করত, আর উপরি পাওনা ছিল সিমিনের দেখা।

যাই হোক, আজ সিমিনের জন্মদিন। সকাল থেকে সোহান নানা পরিকল্পনা করেছে। দুপুরে লাঞ্চার সময় দেখা হলো কলাভবনের দ্বিতীয় তলায়।

— ‘শুভ জন্মদিন,’ বলল সোহান।

— ‘ধন্যবাদ! তুমি এখানে...?’

— ‘যদি বলি, তোমার কোনো আপত্তি না থাকলে তোমার জন্য একটা উপহার আর দুপুরের লাঞ্চ একসাথে করার পরিকল্পনা করেছি—তুমি কি এই দুঃসাহসকে পাতা দেবে?’

— ‘হ্যাঁ, দেবো। কারণ আমার জানামতে এই পরিকল্পনা আর কেউ করেনি।’

তারপর তারা রিকশায় উঠল

— একসাথে তাদের প্রথম ভ্রমণ। শাহবাগের আজিজ মার্কেটে গিয়ে সোহান বলল, ‘বইটা তোমার পছন্দে কিনব নাকি আমার?’

— ‘তুমি তোমার পছন্দে কিনো। তবে বইয়ে দুই-চার লাইন লিখে দিও, আর খাবার হবে আমার পছন্দে।’

সোহান কিনল ‘A Garden Beyond Paradise: Poems of Rumi’। বইয়ের দ্বিতীয় পাতায় লিখল—

“একে একে ঝরে যায়

পাতা ঝরা দিন

নীল আকাশে থেকে যায়

শুধু স্মৃতির ঋণ”

তারপর রেষ্টুরায় মুখোমুখি বসে অনেক কথা হলো। দুপুর গড়িয়ে মায়াবী বিকেল চুপিচুপি তাদের সময়কে রঙিন করে দিল।

আজ থেকে বিশ বছর আগে সেই জন্মদিনটাকে মনে করতে করতে কানাডার টরন্টো শহরে বসে সিমিন আবার খুঁজে পেল সেই বই। পড়তে পড়তে তার চোখে ভেসে উঠল—

‘Everything you see has its roots in the Unseen world. The forms may change, yet the essence remains the same.’

ঢাকায় রয়ে গেছে সোহান। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের পাঁচ বছরে সে নিয়মিতই জন্মদিনের শুভেচ্ছা পাঠাত সিমিনকে। তারপর সীমাবদ্ধতার কারণে ধীরে ধীরে সে নিজেকে সরিয়ে নেয়। আজ ইচ্ছে করেই WhatsApp-এ কোনো বার্তা পাঠায়নি।

অন্যদিকে সিমিন ফেসবুক মেসেজারে খুঁজছে সোহানের কোনো নোটিফিকেশন। কারণ, সোহানের দেওয়া বই আর সোহান নামের হেঁয়ালি মানুষটা পড়ে আছে ধূসর ঢাকায়। সেই শহরে, যেখানে শীতের শুরুতেই পাতারা একে একে ঝরে যায়। আর আজ তার মনে ভেসে উঠছে সেই লেখা—

“একে একে ঝরে যায়

পাতা ঝরা দিন

নীল আকাশে থেকে যায়

শুধু স্মৃতির ঋণ”

মো: খোরশেদ আলম

ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, হেড অফ নারায়ণগঞ্জ শাখা



ইতিহাস ও ঐতিহ্য

A Tale of Love and Legacy

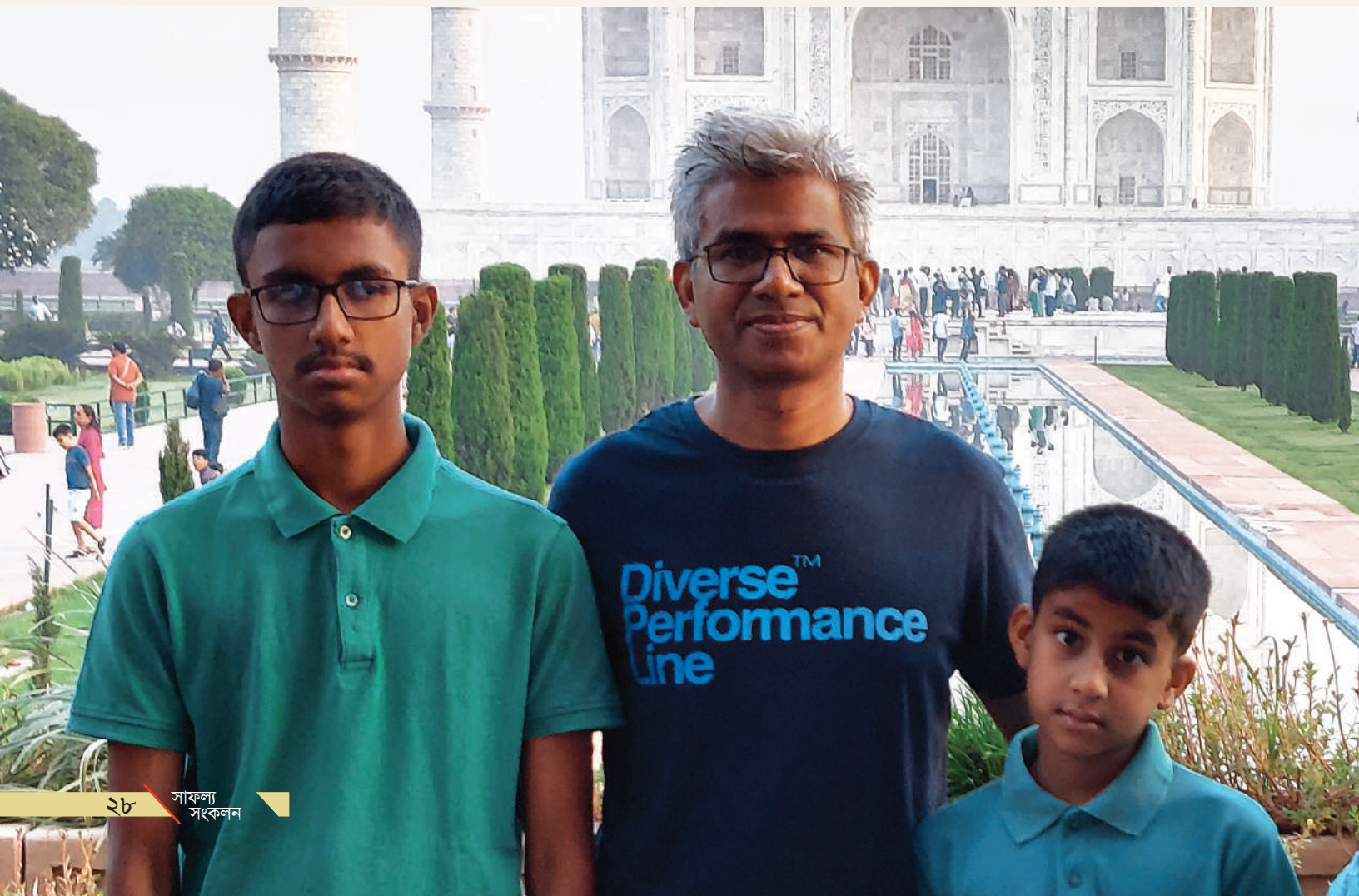
Gatiman Express, one of Indian Railway's fastest trains, proved true to its name by covering 188 km in just one and half hour. Our boys, Madhurjo and Mahbeer, had monitored its speed throughout the journey from Delhi's Hazrat Nizamuddin station to Agra's Cantonment station and recorded the highest speed of 172 km/hour. They were happy with the train's breakfast which included bread, butter, jelly, juice, banana, roti, vegetables, egg and tea. Amidst the boys' excitement over Gatiman's speed, we reached our much-coveted destination, the city of *Taj Mahal* at around 9:40 a.m. Situated on the banks of the river Yamuna in the northern state of Uttar Pradesh, Agra is arguably the most popular tourist destination in India. We hired a taxi from the station to go to our hotel, Taj Resorts. Akil Khan, the veteran driver impressed us with his wit and humour during the 15 minutes' short drive. We booked him for 2 days' sightseeing in and around the city. At the hotel lobby, we came across a number of European tourists, dressed in traditional Indian attires.

After a quick refresh, we set out for *Fatehpur Sikri*, a small city built of red sandstone by the *Mughal emperor Akbar the Great* in the second half of the 16th century. Located 45 k.m. away from our hotel, the "City of Victory" *Fatehpur Sikri*, was

the capital of the *Mughal Empire* for nearly a decade. On the way, we had our lunch at Govind Restaurant and reached the entry gate at around 2.30 p.m. We hired an English-speaking guide to learn the details of the city built in honour of the great Sufi saint *Sheikh Salim Chisti*, whom *Akbar* requested to pray for a male heir to his throne. The saint blessed the emperor and soon the first of his three sons was born. *Akbar* named his first son 'Salim' (later emperor *Jahangir*) after the saint.

As we entered the palace complex, the guide took us to '*Jodha Bai Mahal*', the largest palace in *Fatehpur Sikri* commissioned by *Akbar* in 1569 for his favourite queen consort, *Mariam-uz-Zamani*, commonly known by the misnomer '*Jodha Bai*'. The palace, divided into two distinct chambers for summer and winter, is a testimony to the blending of Hindu and Mughal architectural styles. The next palace we visited was built for *Akbar's* first wife, *Ruqaiya Sultan Begum*. A Mughal princess by birth, *Ruqaiya* was the daughter of Humayun's youngest brother, *Hindal Mirza*. Though her palace is not as large as *Jodha Bai's*, we were simply spellbound by the intricacies of Turkish carvings and drawings on the walls. The third palace, decorated with Chinese paintings and drawings, is said to be allocated for *Dona Maria*; a Portuguese princess from Goa. While the guide was narrating the lifestyle of the secular emperor, the characters of the *Mughal Court* came alive to us.

It was at *Fatehpur Sikri* where the legends of *Akbar* and his famed courtiers, the nine jewels or "*Navaratnas*", were born.





When we approached *Anup Talao*, a magnificent water tank inside the complex, we could feel the presence of India's greatest classical vocalist *Mian Tansen*, one of *Akbar's Navaratnas*. It is said that the music maestro used to perform while sitting at the centre platform of the *Anup Talao* and the emperor used to enjoy the heavenly tune from the top floor of *Khwabgah*, which is in front of the water tank. Also, *Anup Talao* is the same place where the young musician *Baiju Bawra* defeated *Tansen* in a music duel to avenge his father's death. While we were looking at every nook and corner of the magnificent complex, including *Diwan-i-Khas*, *Diwan-i-Aam*, etc. we could not but praise the emperor's taste for architectural finesse.

Then we went to *Jama Masjid*, adjacent to the marble tomb of saint *Salim Chishti*. The main entrance to the mosque is *Buland Darwaza*, also known as the "Door of Victory", built in 1575 by *Akbar* to commemorate his victory over Gujarat. The highest gateway in the world, made of red and buff sandstone, displays sophistication and excellence in building technology in the *Mughal Empire*. The town of *Fatehpur Sikri* was abandoned by *Akbar* in 1585 when he went to fight a campaign in Punjab. It was later completely abandoned by 1610 due to the scarcity of water in the area. *Akbar's* loss of interest may also have been the reason for abandonment since it was built solely on his whim.

Having spent more than two hours in the abandoned town, we were driven by *Akil Khan* to *Mehtab Bagh*, built by the emperor *Babur* in the early 1500s, which is perfectly aligned with the

Taj Mahal on the opposite bank of the Yamuna. It gradually became popular as the “*Moonlit Pleasure Garden*” after Emperor *Shah Jahan* had chosen the site as the perfect place to appreciate the beauty of *Taj Mahal*. Though associated with the myth of “*Black Taj*”, the excavations confirmed its origin of a garden complex. Entering the garden, we felt shiver in our hearts with the first sight of the world’s famous love icon, *Taj Mahal*. If it hadn’t been dark, we could have marvelled at the *Taj*’s exquisiteness from *Mehtab Bagh* for hours. It was like a peaceful oasis free from the city’s hustle and bustle. We left the garden at 7:30 p.m., visited a local handicraft factory and finished our day with dinner at a vegetarian restaurant before returning to our hotel.

We woke up early in the morning. Yesterday we enjoyed the beauty of the *Taj* under the setting sun from *Mehtab Bagh*. Today we shall enter the *Taj* complex itself and appreciate its beauty under the rising sun. Akil Khan came to our hotel at 5:30 a.m. Having reached the entry gate in less than 10 minutes, we hired an English-speaking guide, Munna ‘bhai’ to know every bit of the history associated with the finest example of Mughal architecture.

Mughal emperor *Shah Jahan* (reigned 1628–58) built the monument, with a blend of Indian, Persian and Islamic architectural styles, on the southern bank of the Yamuna River to immortalize his beloved wife *Mumtaz*. Middle-aged Munna bhai was a good storyteller as well as an expert photographer. *Mumtaz*, the emperor’s inseparable companion since their marriage in 1612, died during childbirth in 1631. Widely recognized as India’s most famous tourist attraction, the *Taj Mahal* was constructed over a land area of 42 acres in 22 years using materials from all over India and Asia. It is said that more than 1,000 elephants were engaged in carriage of building materials. Some 22,000 laborers, painters, embroidery artists and stonecutters were engaged in creating the architectural gem. The perfect proportions of space and structures as well as the impeccable incorporation of decorative materials made it one of the world’s most attractive structural compositions. UNESCO declared the complex a World Heritage site in 1983. Having spent three hours or so, we ended our long-cherished

visit. At the exit gate, we bought several *Taj Mahal*-themed showpieces as souvenirs for our near and dear ones.

We returned to our hotel at 9:15 a.m. and savoured the complimentary breakfast. Our next mission was *Agra Fort*, situated on the same side of the Yamuna like its more famous sister monument, the *Taj Mahal*. Akil Khan could not take us to the fort due to sudden illness of his daughter. We called an Uber and reached at the mighty fort at 11:00 a.m. While we were appreciating the architectural excellence of the edifices constructed during the reigns of different Mughal rulers, our elder son suddenly spotted a distant yet clear view of the *Taj*. The view instantly reminded me of the emperor *Shah Jahan*’s imprisonment by his son, *Aurangzeb*. The unfortunate father was fondly taken care of by his beloved daughter, *Jahanara* until his death. During confinement, the emperor used to stare at his immortal creation through the window of his room.

The fort itself carries a long history. *Sikandar Khan Lodi* (reigned 1489-1517) made *Agra* his capital and began adding structures to the pre-existing fort. After the First Battle of *Panipath* in 1526, the *Mughals* took control of the fort and ruled from it. *Humayun* was crowned here in 1530. *Akbar* later rebuilt much of it, giving the fort much of its present form. Known as *Lal-Qila* or *Qila-i-Akbari*, it remained the *Mughal* seat of power until the capital was shifted to Delhi in 1638. While we were roaming through the colossal complex, we could visualise the historic characters moving around us. Recognizing its historical importance, UNESCO inscribed the fort a World Heritage Site in 1983.

By the time the clock struck 1:45 p.m., we had returned to our hotel, packed our bags and checked out. At 2:50 p.m. sharp, our train to Jaipur pulled out of *Agra Fort* station. As the sunlit countryside rolled past my window, an indescribable sense of accomplishment filled my heart. We had walked in the footsteps of emperors and the tale of love and legacy carved in stone would remain with us forever.

Md. Ahmadul Haque
FVP, Finance Division



ভ্রমণ কাহিনি



জর্ডান ভ্রমণ: ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আত্মোন্নয়নের এক শিক্ষণীয় যাত্রা

রোজার ঈদের ছুটিতে এ বছর আমার ভ্রমণের গন্তব্য ছিল জর্ডান—একটি দেশ, যার নাম শুনলেই মনে ভেসে ওঠে বাইবেল ও কোরআনে বর্ণিত কাহিনি, প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আর রহস্যময় মরুভূমি। ৫ রাত ৬ দিনের এই সফর আমার কাছে হয়ে উঠেছিল কেবল ভ্রমণ নয়, বরং শেখা, উপলব্ধি আর আত্মোন্নয়নের এক স্মরণীয় যাত্রা।

আম্মান: ইতিহাস আর আধুনিকতার সেতুবন্ধন

প্রথম দিনেই পৌছলাম রাজধানী আম্মানে। শহরে ঢুকেই মনে হলো—পুরোনো দিনের নিদর্শন আর আধুনিক স্থাপত্য যেন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তা শৃঙ্খলাপূর্ণ, গাড়ি চলাচল স্বাচ্ছন্দ্য, আর মানুষজন হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

আমাদের ভ্রমণ শুরু হয় মাউন্ট নিভো থেকে। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে দূরের দৃশ্য দেখে মনে হলো, ইতিহাসের এক জীবন্ত অধ্যায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এখানে দাঁড়িয়েই মুসা (আ.)-এর দৃষ্টিতে প্রতিশ্রুত ভূমি কল্পনা করার সময় গভীর আধ্যাত্মিকতায় ভরে উঠেছিল মন।

এরপর গেলাম ডেড সি-তে। পৃথিবীর সর্বনিম্ন উচ্চতায় অবস্থিত এই সাগরে ডুব দেওয়ার পরিবর্তে ভেসে থাকার অভিজ্ঞতা ছিল সত্যিই অনন্য। লবণাক্ত জলের ভর আমাকে হালকা করে দিলেও মনে করিয়ে দিল—প্রকৃতির নিয়মের কাছে মানুষ আসলে কতটা ক্ষুদ্র ও বিনয়ী।

ডেড সি থেকে ফেরার পথে চোখে পড়ল হযরত লুত (আ.)-এর স্ত্রীর পাথর রূপান্তর। বিশ্বাস ও নৈতিকতার সেই চিরন্তন সত্যকবিতা আমাকে আত্মসমালোচনায় বাধ্য করেছিল।

শহরের ভেতরে ঘুরে দেখলাম আম্মান সিটাডেল। রোমান, বাইজান্টাইন আর উমাইয়া সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ চূপচাপ দাঁড়িয়ে যেন ইতিহাসের গল্প শুনিয়ে যাচ্ছিল। মনে হলো—সভ্যতা বদলায়, কিন্তু ইতিহাস অমর থেকে যায়।

এরপর গিয়েছিলাম বরকতময় গাছ ও সাতঘুমিয়ানের গুহায়। ধৈর্য ও ঈমানের প্রতীকী এই স্থান আমাকে জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও দৃঢ় করেছে।

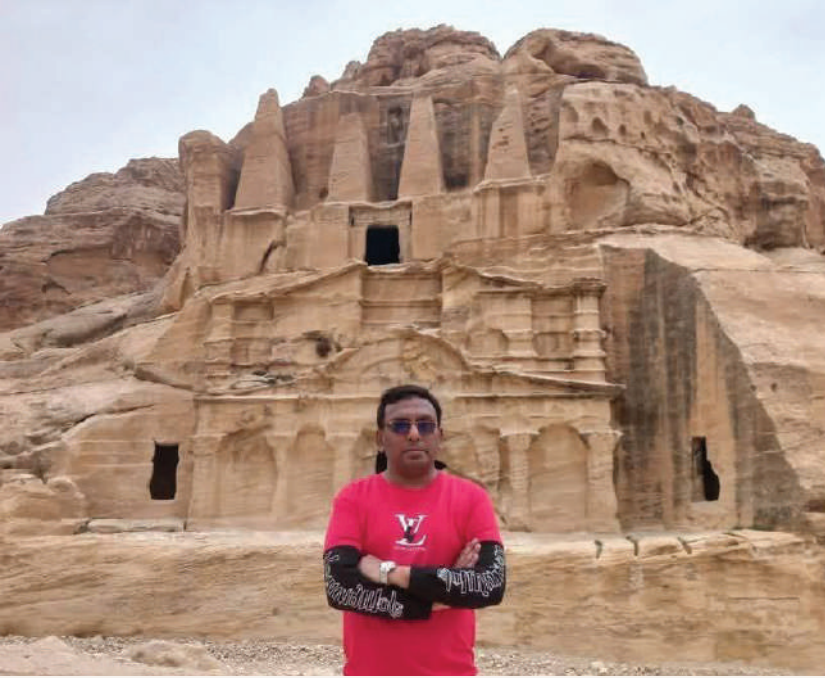
ভ্রমণের এক পর্যায়ে পৌছলাম কিং আবদুল্লাহ মসজিদে। নীল গম্বুজের আধুনিক স্থাপত্য আমার চোখে ভেসে উঠল ইসলামী ঐতিহ্য ও সমকালীনতার এক গর্বিত প্রতীক হয়ে।

সবশেষে ইসলামিক মিউজিয়াম। প্রাচীন কোরআনের প্রতিলিপি, মুদ্রা ও শিল্পকর্ম আমাকে আমাদের ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি ও ইতিহাসের ধারাবাহিকতার কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

পেট্রা: রহস্যময় লাল পাথরের নগরী

তৃতীয় দিনে যাত্রা করলাম বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের একটি—পেট্রা। দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে যেতে যেতে একসময় সামনে দেখা দিল সেই কিংবদন্তি শহর। লাল পাথরের বুক চিরে গড়ে ওঠা স্থাপত্যগুলো যেন নিঃশব্দে বলছিল অতীতের গৌরবের কথা।





সূর্যের আলো লালচে পাহাড়ে প্রতিফলিত হয়ে তৈরি করছিল জাদুকরী পরিবেশ। মনে হচ্ছিল, আমি সময় ভেদ করে চলে গিয়েছি প্রাচীন সভ্যতার মাঝে। প্রতিটি পদক্ষেপে অনুভব করেছি—মানুষের সৃজনশীলতা আর অধ্যবসায় চাইলে অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে।

ওয়াদিরাম: মরুভূমির নীরবতা

এরপরের গন্তব্য ছিল ওয়াদিরাম, ‘Valley of the Moon’ নামে পরিচিত বিস্তীর্ণ মরুভূমি। চোখ যতদূর যায় শুধু লালচে বালু আর আকাশছোঁয়া শিলা। দিনের আলোয় এই মরুভূমি যেমন ভিন্নরূপে মোহিত করে, রাতের তারাভরা আকাশ তেমনি শিহরণ জাগায়।

বেদুইনদের আতিথেয়তা আর সরল জীবনযাপন আমাকে ভাবিয়েছে—জীবনের আনন্দ আসলে সরলতাতেই লুকিয়ে। তারাভরা আকাশের নিচে মরুভূমির নীরবতায় দাঁড়িয়ে অনুভব করেছি, আমরা মানুষ আসলে কত ক্ষুদ্র, অথচ মহাবিশ্ব কত অসীম।

উপলব্ধি ও আত্মোন্নয়ন

এই ভ্রমণ আমাকে শুধু সুন্দর দৃশ্য দেখায়নি, বরং শিখিয়েছে অনেক কিছু।

- » বিশ্বাস আর নৈতিকতাই জীবনের আসল শক্তি।
- » প্রকৃতির নিয়ম মেনে নেওয়াতেই শান্তি।
- » ইতিহাস কেবল অতীত নয়, এটি ভবিষ্যতের জন্যও শিক্ষা।
- » ধৈর্য আর সহযোগিতা যেকোনো সম্পর্ক ও কাজে অপরিহার্য।

ভ্রমণ আর কর্মজীবনের সম্পর্ক

আমি বিশ্বাস করি, ভ্রমণ মানসিক স্বাস্থ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। নতুন অভিজ্ঞতা সৃজনশীল চিন্তাকে প্রসারিত করে, কাজের প্রতি নতুন উদ্যম আনে। কর্পোরেট জীবনের চাপ থেকে বেরিয়ে এসে আবারও সতেজ হয়ে ওঠার সবচেয়ে কার্যকর উপায়ই হলো ভ্রমণ।

উপসংহার

জর্ডান ভ্রমণ আমার কাছে ছিল এক পূর্ণাঙ্গ যাত্রা—ইতিহাস থেকে শিক্ষা, প্রকৃতি থেকে বিনয়, আর সংস্কৃতি থেকে মানবিকতার অনুপ্রেরণা। প্রতিটি অভিজ্ঞতা আমার ব্যক্তিগত জীবন যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি কর্মজীবনেও এনেছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি।

আশিকুর রহমান

ভাইস প্রেসিডেন্ট, ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন (কর্পোরেট)

Witnessing Messi at the FIFA World Cup Qatar 2022: Memory for Eternity!

Famous writer of The Alchemist, Paulo Coelho remarked that "Whoever you are, or whatever it is that you do, when you really want something, it's because that desire originated in the soul of the universe. It's your mission on earth". Witnessing Messi playing in real through my human eyes has been this kind of urge so far. When all the opportunities had faded, scintillating light of hope was counting its doomsday out of nowhere I found a pass what should be called the ticket of witnessing the greatness, The Lionel Messi. From Bangladesh to Qatar, I travelled just to grab a chance to catch sight of this boy from Rosario, The Blaugrana and Albiceleste legend. It's just too much wholesome, overwhelming and emotional to me. Being an Argentina fan, meeting this charismatic player was like an enigma that can never be questioned but who knew that the last world cup of Lionel Messi would provide me with this



gift, this extra-terrestrial experience. But this time was even more special for Bangladesh too, after the celestial picture of TSC of DU went viral on internet. An ocean of people were eagerly watching the intense match of Argentina vs Mexico, the crowd just mesmerized the people of whole football world, especially the Argentinians. How on earth a country having a rank of 185 show this kind of mad, blind and blissful love for Argentina, as a whole towards football!

After arriving at the stadium, I talked with some of the fans of Argentina who were so excited knowing that I was from Bangladesh. Most of them continuously asked me what was the magic stone that made Bangladesh this much obsessed with Argentina. So I had to tell them we are football freak country and have outrageous form of love for Maradona. The legacy of Maradona, Kempes and the hero of new generation Lionel Messi have always attracted this football freak country to devote themselves to an eternal love, the love for football. I remarked most of our people don't follow football regularly or watch club football incessantly but



when it comes about World Cup I can bet no other country come close to Bangladesh expressing their craze. I cordially convey my gratitude towards them as they have already created facebook group in terms of supporting our cricket team. This whole mental connection is too much revivifying as Bangladesh is represented by the unconditional love of its own people. We took picture together, enjoyed the atmosphere paper cutting of messi, cup board drawing of players, it was like a carnival of madness. I felt the child within me.

Entering the Ahmed Bin Ali Stadium, it felt like something electrifying went through my body, this gave too much goose bumps. My whole conscious was looking for just one man, Leo. As I was sitting right behind the bar of Australia side I was trembling with excitement seeing my unquenchable thirst had just got satisfied, Messi was dribbling, taking shots, carrying ball in front of my eyes. The most beautiful thing that happened was like a gift from the heaven, I was capturing pictures and recording video of the game all of a sudden Argentina got a free kick. After gomez passed to Otamendi it rolled back to Messi, And oh my goodness Messi with his swift feet and with perfect precision scored a drop-dead gorgeous goal, curling to the bottom left corner. My eyes got blessed and I was literally crying, happy tears you know. On the exit of the stadium, I was also enjoying the chants of the Albiceleste Lovers, "Vamos, Vamos Argentina". Fans from Kerala brought messi's huge manikin and sang the victory song with full vibe to celebrate the win. This time I was in the right place with the right jersey and in the right

moment to visualize the eminence. Many supporters of Argentina came to the stadium with placard representing "First Time Qatar 2022" It was like fraternity without any borders, people from Kerala, Seoul, Munich, Buenos Aires have come to Qatar just because of football ...the whole way out was full of Argentina supporters singing, dancing with the victory song with great enthusiasm. this feeling is boundlessly ecstatic. All hail the King, Hail Argentina ... Vamoss!! Lifetime experience, Life changing experience!!

Partha Sarathee Ghosh

VP & HoB

Mymensingh Branch.





The Best Gift for My Children: A Healthy Me

The Weight of a Long Day

The day usually begins long before the office doors open. By the time I step out into the city's traffic, I've already worn the hats of a mother, homemaker, and reluctant warrior against my own body. What should be a "10 to 6" banking job often stretches into 10- 12 hours, followed by the punishing crawl of traffic that eats another two to four.

Nineteen years of this rhythm has taught me endurance—but also left me with scars. Three pregnancies, each one stitched into my body through surgery, and later, two major nerve operations that came too early in my life. Then came the silent companions: thyroid issues, hypertension, and the looming threat of diabetes. At one point, doctors warned me my bones had aged decades ahead of me, carrying the weight of not just my years, but of everything I was juggling.

Scars That Shaped Me

In those initial years of my career between 2010 to 2017, my two sons were still toddlers when my newborn daughter arrived on 2013. That was when commuting between Motijheel and Uttara became its own battlefield. There were

no expressways, no metrorail shortcuts—BRTC bus route with endless traffic or the local trains running between Kamalapur station and the airport route. I often chose the train, because saving time meant gaining moments with my children.

But those rides were far from easy. As a woman squeezed among drifters, daily traders, and tired passengers in hot humid weather, the journey was both physically and emotionally exhausting. The noise, the crowd, the exhausted body—it was survival in motion. Yet it was the choice I made, because reaching home sooner mattered more than comfort. Every evening, I reminded myself: this sacrifice was for them.

There were days I felt as though my body was crumbling faster than my spirit could patch it back together. Depression found me easily in that chaos, whispering that maybe this was all there was: exhaustion, survival, and an aging body before its time.

But then, a sharper truth broke through. If I didn't fight for my health, I might not be there to watch my children grow—or to meet the grandchildren I already dreamed of. That realization was the beginning of change.

A Pause That Saved Me

It took a global pause for me to finally hear myself. When COVID-19 locked the world indoors, it felt at first like a cruel trap—no commute, no office rush, no excuse to keep running on autopilot. For the first time in years, I had space to look inwards. And what I saw was a body exhausted, a mind dulled, and a life that needed tending.

That's when I began small—rolling out a mat in the corner of my home and following online yoga sessions. At first it was clumsy, more struggle than serenity. But as I listened to instructors, read articles, and explored how each movement nourished not just the body but the mind, something shifted. Yoga wasn't just exercise; it was a mirror. It showed me the neglect I had carried for too long, and the possibility of reclaiming myself.

Soon, one session became routine. Routine became curiosity. After months online, I dared to step into physical classes once the world reopened. Each stretch and breath taught me that nothing was impossible if the mind was willing. Slowly, I realized health isn't a side project—it's the foundation of everything.



When the Mind Leads, the Body Follows

I was always a food lover, especially of sweets. In the past, that love often betrayed me. But mindful living gave me a new lens: it wasn't about denying myself, it was about listening to my body. I started training my mind to recognize what nourished me and what harmed me. Strangely enough, once I shifted that perspective, unhealthy foods stopped feeling like indulgence and started feeling like discomfort. It was proof that desire itself can be rewired.

The more I practiced, the more I discovered: strength isn't just in muscles or bones—it begins in the mind. And the mind, once focused, can carry the heaviest loads with surprising lightness.

Mantras That Keep Me Grounded

I don't live a perfect health routine — I still skip workouts, give in to cravings, or get caught up in stress. But over time, I've built a set of reminders, mantras almost, that I return to whenever I lose balance. They aren't strict rules — they are gentle nudges that pull me back to the life I want to live.

One Body, One Life

"You only get one body for the rest of your life." This truth sits in my mind like a warning bell. If I don't care for this vessel that Allah entrusted me with to carry me through this life journey, there is no second chance later.

Health Over Hustle

I used to think sacrificing my health for work was "responsibility." Now I know it's self-destruction. Work can wait. My health cannot.

It's 90% Mental

Whether it's showing up for yoga, choosing fruit over fried food, or going to sleep on time, I've learned that discipline is mostly mental. Once I train my mind, the body follows.

Food Is Medicine

The food I eat is not just fuel for today — it's an investment in my mood, my brain, and my energy tomorrow. Sweets will always tempt me, but now I think of food as medicine or poison. Which one I choose is in my hands.

Exercise Is an Insurance Policy

I no longer see workouts as punishment or a way to shrink myself. They are my long-term insurance against weakness, stress, and even memory loss. Movement protects me far beyond muscles.

A Fit Parent Is the Best Gift

Perhaps the most powerful reminder of all: "The best gift you could ever give your children is being a fit parent." My children don't need a perfect mother; they need one who is alive, strong, and present.

Generational Health

If I didn't come from a healthy family, then a healthy family must come from me. That belief pushes me forward. And the most rewarding part is seeing it take root in my own children. My sons, now grown into young adults, have found their own path to fitness — through the gym, through football, through caring about how their bodies feel and perform. They understand, at 18+, what it means to be in good health. That is proof that the effort is never wasted; when we change ourselves, we change the generations after us.

Unbreakable in Spirit

These reminders don't make me flawless. They make me mindful. Each time I eat, move, or rest, I hear a quiet warning in my mind: choose health, because everything else depends on it.

I can't always control my workload, the traffic, or the struggles life throws at me. But I can choose to nourish my body, train my mind, and protect the vessel entrusted to me. That is the real victory.

And if my children see their mother not just surviving, but fighting to live fully — then maybe they, too, will carry forward a life where health is not an afterthought, but the foundation of everything.



As one reminder I carry close to my heart says:

"Always work on things no one can ever snatch away from you — your connection with Allah, your education, your awareness, and your health. Because when you strengthen these, you become unbreakable: spiritually, mentally, and emotionally."

This, to me, is the true meaning of mindful living. Not perfection, but resilience. Not control, but connection. And above all, the quiet, determined choice to live strong — for myself, my children, and the generations to come.

Taniza Mazed

Vice President, Credit Risk Management
Division (Corporate)

উৎসব ও আনন্দ

দুর্গাপূজার কাহিনি

বাঙালি হিন্দুর সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে বর্ণাঢ্য ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। আমরা দুর্গাপূজা বললেও আসলে এই পূজা মা-দুর্গার একার নয়। সঙ্গে আরও অনেকেই আছেন। মা দুর্গা আসেন সবাইকে নিয়েই। ভালো-মন্দ, শত্রু-মিত্র, গাছ-প্রাণী সঙ্গে নিয়েই। চালচিত্রে শিব আছেন, তো পায়ের নিচে অসুর। কলাগাছ বউ তো পেঁচা, হাঁস, ইঁদুর, ময়ূর বাহন। হাসিকান্না, সৃজন-দুর্জন, পশুপাখি-উদ্ভিদ সমাহারে আমাদের জীবন-পথ চলাটাকেই সহজ করে চিনিয়ে দিতে চান।

পৌরাণিক কাহিনি থেকে দুর্গা পূজার শুরু। কিন্তু ক্রমে দুর্গা যেন আমাদের ঘরের মেয়ে হয়ে উঠেছেন। সাধারণ মেয়ে, তবে দাপুটে। এই দাপুটে মেয়ের কত নাম! এক সঙ্গে বহুরূপ। এক রূপে বহু নামে চিহ্নিত মা দুর্গা। শরৎঋতুতে আবাহন হয় বলে দেবীর আরেক নাম শারদীয়া। এছাড়া মহিষাসুরমর্দিনী, কাত্যায়নী, শিবানী, ভবানী, আদ্যাশক্তি, চণ্ডী, শতাক্ষী, দুর্গা, উমা, গৌরী, সতী, রুদ্রাণী, কল্যাণী, অম্বিকা, অদ্রিজা এমন কত নাম আছে দুর্গার। ঠিক নানী-দাদীরা যেমন আমাদের আদর করে একটা নামে ডাকে, মামার বাড়িতে আদিখ্যেতা করে অন্য নামে ডাকা হয়। আবার বাবার দেওয়া একটা নাম, মায়ের দেওয়া একটা নাম, স্কুলের জন্য একটা ভালো নাম। মা দুর্গারও তেমনি অনেক নাম। সে তো আমাদেরই ঘরের মেয়ে!

তাহলে দুর্গাকে? তিনি এক দেবী। দেবী কে? এক শক্তি। শক্তি কী? কর্ম বা কাজ করার ক্ষমতা। আমরা যে কথা বলি, কথা একটা কাজ। দেখি, শুনি, বুঝি এগুলোও কাজ। শক্তি ছাড়া কাজ হয় না। এ শক্তি কখন শক্তি, শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি, বোধ শক্তি। এ শক্তির নাম সরস্বতী।

সনাতন হিন্দুধর্মমতে, ব্রহ্মা সৃষ্টির, কার্য-কারণের তত্ত্বগত ব্যাখ্যা ঈশ্বরের ত্রিণীতি বা ত্রয়ীঅবস্থাকে গ্রহণ করা হয়েছিল। তিনি যখন সৃষ্টি করেন তখন তিনি ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা), যখন সৃষ্টি বজায় রাখেন তখন তিনি বিষ্ণু (পালনকর্তা), যখন নতুন সৃষ্টির মানসে জগৎ ধ্বংস করেন তখন তিনি মহেশ্বর (প্রলয়কর্তা)। বিশ্বেশ্বরের এই সৃষ্টি, পালন ও প্রলয়কার্যে যেএনার্জি (শক্তি) বা 'কনসাসনেস' (চেতনা) অন্তর্লিঙ্গের মতো বিশ্বজগতের সর্বত্র নিয়ত প্রবাহমানতাকে সনাতনধর্ম প্রকৃতি হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে।

আসলে দুর্গাদেবীর কাহিনিটি রূপক মাত্র। মহিষাসুর ও মহিষাসুরমর্দিনীর সংগ্রাম এবং পরিশেষে মহিষাসুরমর্দিনী কর্তৃক মহিষাসুরের পরাভব প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তরস্থিত দেবতা ও দানবের শুভশক্তি ও অশুভশক্তির সংগ্রাম এবং পরিশেষে শুভশক্তির কাছে অশুভশক্তির পরাজয়ের প্রতীক।

দেবীর দুর্গার শুরু কোথায়? দেবীর ইতিহাস কী? সেই প্রাচীন যুগে দেবী এল কোথা থেকে? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। দেবী দুর্গার ঘটনা সবচেয়ে বিশদভাবে লেখা মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'দেবী-মাহাত্ম্যে' (যাঁকে শ্রীশ্রী চণ্ডী বলা হয়)। অন্য সব পুরাণে দেবীকে পাওয়া যায় অন্যভাবে!

তবে দুর্গা নামটি শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা দেবীপ্রতিমা। তাঁর দশ হাতে দশ রকম অস্ত্র, এক পা সিংহের পিঠে, এক পা অসুরের কাঁধে। তাঁকে ঘিরে থাকেন গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী আর কার্তিক ঠাকুর। যাঁরা সেকেলে কেতায় ঠাকুর বানান, তাঁদের ঠাকুরের পেছনে চালচিত্রে আরও নানা রকম ঠাকুর দেবতার ছবিও আঁকা থাকে। আর যাঁরা আধুনিক, তাঁরা প্রতিমার মাথার ওপর একটি ক্যালেন্ডারের শিবঠাকুর ঝুলিয়ে রাখেন। মোটামুটি এই প্রতিমা বছরের পর বছর ধরে দেখে আমরা অভ্যস্ত।

বর্তমানে যে শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, এই উৎসবকে অনেকে রামায়ণে বর্ণিত দুর্গাপূজার রূপ বলে মনে করেন। মা দুর্গার অকালবোধন এবং এর রামায়ণ যোগ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। অযোধ্যাপতি রাম ছিলেন ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। ১৪ বছর বনবাসকালে তাঁর স্ত্রী সীতাকে দৈত্যরাজ রাবণ অপহরণ করেন। রাবণের কবল থেকে সীতাকে মুক্ত করার জন্য রাম দৈত্যরাজা বধ করার সিদ্ধান্ত নেন। ভগবান রামচন্দ্র রাবণের প্রাণনাশে সাফল্য অর্জনের জন্য দেবী দুর্গার কৃপা কামনা করেন ও সে জন্য তিনি আদ্যাশক্তি দেবী দুর্গার আরাধনা করেন। ঐতিহ্যগতভাবে দেবী দুর্গা বসন্ত ঋতুতে পূজিত হতেন। কিন্তু যুদ্ধের কারণে রামচন্দ্র শরৎ ঋতুতে দেবীর আশীর্বাদ জন্য প্রার্থনা করেন। যদিও শরৎকাল দেব-দেবীদের ঘূমের সময় বলেই জ্ঞাত। কারণ, এ সময় দিন ছোট ও রাত বড় হয় এবং রাত সাধারণত রাক্ষস জাতির পরিচায়ক বলে গণ্য করা হয়।

প্রথা অনুযায়ী দেবী দুর্গার অষ্টমী বিহিত সন্ধিপূজায় ১০৮টি নীল পদ্মের প্রয়োজন হয়, কিন্তু অনেক চেষ্টার পরেও রামচন্দ্র শুধু ১০৭টি পদ্মের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। এ সময় নিরুপায় হয়ে তিনি ১০৮তম পদ্মস্বরূপ তাঁর নিজের চোখ উপড়ে নিতে উদ্যত হন। কথিত আছে যে পতিতপাবন রামের চোখকে নীল পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হতো বলে তাঁর অপর নাম ছিল 'পদ্মলোচন'। যাহোক, মা দুর্গা রামের একনিষ্ঠতা দেখে খুশি হয়ে স্বয়ং রামের সামনে আবির্ভূত হন এবং দৈত্যরাজ রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করার জন্য রামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করেন। মা দুর্গার এই অসময়ে আবাহন বাংলায় 'অকালবোধন' হিসেবে পরিচিত হয়। তারপর থেকেই শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজা প্রচলিত হয়। শরৎকালীন দুর্গাপূজা শারদোৎসব নামে পরিচিত হয় এবং সমস্ত বাঙালি-অধ্যুষিত অঞ্চলে বৃহদাকারে পালিত হয়। বসন্তকালীন দুর্গাপূজা বাসন্তী পূজা নামে পরিচিত, যা ঐতিহ্যগতভাবে মূল দুর্গাপূজা হলেও শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনের উদ্‌মানায় তা প্রায় হারিয়ে গেছে।

যাহোক, আযরীতির সঙ্গে বাঙালির সৃজনশীলতা যুক্ত হয়ে দুর্গোৎসব বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। আনন্দময়ী দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গার আগমনবাতায় বর্তমানে চরাচর আনন্দমুখর। আমরা দুর্গাপূজা বললেও আসলে এই পূজা মা দুর্গার একার নয়। সঙ্গে আরও অনেকেই আছেন। মা দুর্গা আসেন সবাইকে নিয়েই। ভালো-মন্দ, শত্রু-মিত্র, গাছ-প্রাণী সঙ্গে নিয়েই। চালচিত্রে শিব আছেন, তো পায়ের নিচে অসুর। কলাগাছ বউ তো প্যাঁচা, হাঁস, ইঁদুর, ময়ূরবাহন। হাসিকান্না, সৃজন-দুর্জন, পশুপাখী-উদ্ভিদ সমাহারে আমাদের জীবনপথ চলাটাকেই সহজ করে চিনিয়ে দিতে চান।

পৌরাণিক কাহিনি থেকে দুর্গাপূজার শুরু। কিন্তু ক্রমে দুর্গা যেন আমাদের ঘরের মেয়ে হয়ে উঠেছে। সাধারণ মেয়ে, তবে দাপুটে। এই দাপুটে মেয়ের কত নাম! এক সঙ্গে বহুরূপ। এক রূপে বহু নামে চিহ্নিত আমাদের মা দুর্গা। শরৎ ঋতুতে আবাহন হয় বলে দেবীর আরেক নাম শারদীয়া। এ ছাড়া মহিষাসুরমর্দিনী, কাত্যায়নী, শিবানী, ভবানী, আদ্যাশক্তি, চণ্ডী, শতাক্ষী, দুর্গা, উমা,



গৌরী, সতী, রুদ্রাণী, কল্যাণী, অম্বিকা, অদ্বিজা—এমন কত নাম আছে মায়ের। ঠিক নানি-দাদিরা যেমন আমাদের আদর করে একটা নামে ডাকে, মামার বাড়িতে আদিখ্যেতা করে অন্য নামে ডাকা হয়। আবার বাবার দেওয়া একটা নাম, মায়ের দেওয়া একটা নাম, স্কুলের জন্য একটা ভালো নাম। মা দুর্গারও তেমনি অনেক নাম। সে তো আমাদেরই ঘরের মেয়ে!

আমরা যদি চণ্ডীর দেবী নির্মাণের ব্যাখ্যা ধরি, নানা শক্তি সমন্বয়ে আজকের ভাষায় তিনি একটি বিশেষ কাব্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বানানো যন্ত্র, একজন নারীবেশী যুদ্ধাস্ত্র ছাড়া কিছু নন। অসুরের মধ্যে পুরুষের তথাকথিত নারীশরীরের লোভ সজ্ঞাত করেছিলেন পৌরাণিকেরা।

তাই দুর্গা নামের যুদ্ধাস্ত্রটি স্ত্রীরূপে শোভিত, এক পুরুষকে প্রলোভন দেখাবে বলেই। যদিও আমাদের ঘরের মেয়ে বা লৌকিক দুর্গার সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনির তেমন কোনো মিল নেই। লৌকিক দুর্গা আমাদের ঘরের মেয়ে, চলতি তথাকথিত মেয়েলি সব বৈশিষ্ট্য তার অধিকার। মাকে যেমন একা হাতে অনেক কাজ করতে হয়, ঠিক যেমন মা দুর্গাকে দশ হাতে যুদ্ধ করতে হয়েছিল মহিষাসুর-বধের সময়।

সব দেবতা অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল মা দুর্গাকে। অনেকগুলো দৈত্য, দানব, অসুরকে তিনি মেরেছিলেন। আমরা শুধু মহিষাসুরের নামটাই জানি। রক্তবীজ, চণ্ড, মুণ্ড, শুভ, নিশুম্ভ, ধূস্রলোচন, মধু, কৈটভ আর মহিষাসুর, মোট নয়জন অসুরকে মা দুর্গা বধ করেছিলেন। এই এক একজন দুষ্ট অসুর আসলে সমাজের খারাপ লোকদের প্রতীক। ধরে নেওয়া যায়, এই অসুরদের একজন চোর, একজন ডাকাত, একজন মিথ্যাবাদী, একজন হিংসুটে, একজন মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে, একজন অসৎ, একজন খুনি, একজন প্রতারক আর একজন নিষ্ঠুর লোক। এরা সবাই দুষ্ট আর সমাজের জন্য ক্ষতিকারক মানুষ। তাই বছরে একবার মা দুর্গাকে স্মরণ করে আমরা এসব অশুভ শক্তির বিনাশ করার চেষ্টা করি।

আমরা যেমন ঘর-সংসার, স্বামী-সন্তান, আত্মীয়-পরিজন ছাড়া কোনো কিছু চিন্তা করতে পারি না, আমরা দুর্গার ক্ষেত্রেও তা-ই দেখতে চেষ্টা করি। লৌকিক দুর্গা আমাদের মধ্যে দেখা দেন সপরিবার। বাঙালির আপন মনের মাধুরী মেশানো দুর্গা তার সন্তান কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীকে নিয়ে কৈলাস থেকে হিমালয়ের ঘরে বাপের বাড়ি আসেন। বাঙালির ঘরে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আসার মতো আনন্দ। যেমন পরিবারে সবাই আপন, সে রকম জগজ্জননীর বিশ্বসংসারে আমরা শিক্ষিত, অশিক্ষিত, খেটে খাওয়া মানুষ, ব্যবসায়ী বৈশ্য, শাসনকর্তা—সবাই বিশ্বজননীর সন্তান—সরস্বতী, কার্তিক, লক্ষ্মী ও গণেশের মতো সবাই আপন। সন্তানদের কল্যাণের জন্য মা দুর্গা সর্বদাই উদগ্রীব। তাই ১০ দিক থেকে সন্তানদের রক্ষা করার জন্য তিনি ১০ হাতে ১০ অস্ত্র ধরেছেন।

তবে বাঙালি যেভাবে দুর্গাপূজাকে আত্মস্থ তথা জীবনের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছে, তেমনভাবে আর কেউ করতে পারেনি। মাতুরূপে বা শক্তিরূপে মা দুর্গা যেমন বাঙালির অন্তরজুড়ে বিরাজ করছেন, তেমনি কন্যারূপে উমা বাঙালির সংসারে এক অভূতপূর্ব আবেগের সঞ্চার করেছে। কথিত আছে, গিরিরাজ হিমালয় ও তাঁর স্ত্রী মেনকা কন্যা উমা বা পাবতীকে বিয়ের পর কৈলাসে শিবের ঘরে পাঠিয়েছিলেন।

বৎসরান্তরে সেই কন্যাকে দেখার জন্য মা মেনকার ব্যাকুল প্রার্থনা যেন প্রতিটি বাঙালি পরিবারের সর্বজনীন প্রার্থনায় পরিণত। ঘরের মেয়ে ঘরে আসবে—তাই বাঙালির ঘরে ঘরে দেখা দেয় আনন্দের শিহরণ। আমাদের এই দুঃখ-দৈন্যের ঘরে শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ে আসবে মাত্র চার দিনের জন্য, তাই আর সব দুঃখ ভুলে ঘরে ঘরে আনন্দের পসরা সাজায়, নতুন জামাকাপড় পরে দুঃখকে বিদায় দিয়ে আনন্দময় হয়ে ওঠে বাংলার আকাশ-বাতাস। এভাবে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে সামাজিক উৎসবে পরিণত করার ঘটনা পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। মা দুর্গাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য বাঙালির আগমনী সংগীত আমাদের জীবনপ্রবাহে মিশে যাওয়া এক অবিচ্ছেদ্য ধারা। এর তাৎপর্য হৃদয় দিয়ে, গভীর বোধ দিয়ে অনুভব করতে হয়।

চিররঞ্জন সরকার

এফএডিপি, ব্র্যান্ড মার্কেটিং অ্যান্ড কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ডিভিশন

অনুপ্রেরণামূলক গল্প

স্বপ্ন সারথি



চরমোনাই গ্রামের ভোরবেলা। কুয়াশা ভেজা ধানের মাঠ পেরিয়ে সূর্যের নরম আলো গা ছুঁয়ে যাচ্ছে। সেই আলোয় হাঁটছেন একজন মানুষ—চোখে দীপ্তি, মনে স্বপ্ন। তার নামেই শুরু হয়েছিল শেফা মৎস্য ও এগ্রো খামারের যাত্রা।

একসময় তিনি ছিলেন ছোট্ট চাষি। ভোরে জমিতে যেতেন, বেগুন আর ফুলকপি তুলতেন। বাজারে বিক্রি করতেন, আর ফিরতি টাকায় টানাপোড়েনে সংসার চালাতেন। কিন্তু রাতের নিরবতায় তিনি ভাবতেন—‘এই তো জীবন নয়, আরও কিছু করার আছে।’ অভাব ছিল, সীমাবদ্ধতা ছিল, তবুও তার ভেতরে ছিল এক জেদ—সাক্ষরতার একটা গল্প তৈরি করতে হবে নিজের হাতে!

সেই সময়েই যেন আশার হাত বাড়িয়ে দিল ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি। এগ্রি টার্ম লোন প্রকল্পের আওতায় তিনি পেলেন ছয় লক্ষ টাকা। হাতে খণের টাকা যখন এল, মনে হলো—এ যেন কেবল টাকা নয়, নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি।

ঋণের টাকায় তিনি পাঁচ একর জমি অধিগ্রহণ করলেন। সেই জমিতে বীজ বপন করলেন মরিচ আর পেঁপের। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি শিখলেন, সঠিকভাবে ব্যবহার করলেন। দিনরাত পরিশ্রমের ফল ফলতে শুরু করল মাঠে। লাল মরিচের ঝলমলে আভা আর সবুজ পেঁপের দোলায় যেন নতুন স্বপ্নের মেলা বসে গেল।

প্রথম মৌসুমেই এল সুখবর। বাজারে মরিচ-পেঁপে বিক্রি করে আয় হলো সাত-আট লক্ষ টাকা। সংসারের কষ্ট যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। পরিবার পেল স্বস্তি, আর তার ভেতরে জেগে উঠল আরও বড় হওয়ার সাহস।

আজ শেফা মৎস্য ও এগ্রো খামার আর শুধু তার জীবিকার নাম নয়। এটি হয়ে উঠেছে পুরো চরমোনাই গ্রামের প্রেরণা। তার খামার দেখে অনেক তরুণ নতুন করে কৃষিতে আগ্রহী হচ্ছে। গ্রামবাসী যখন তার কাছে সাক্ষরতার রহস্য জানতে আসে, তিনি হাসিমুখে বলেন—‘ইউসিবি শুধু আমাকে ঋণ দেয়নি, দিয়েছে ভরসা। স্বপ্ন দেখার সাহস। এখন আমি শুধু আমার পরিবার নয়, আমার গ্রামকেও এগিয়ে নিতে চাই।’

বরিশালের আকাশে যখন সূর্য ডোবে, শেফা মৎস্য ও এগ্রো খামারের মাঠে তখনো কাজ চলে। জমির ফসলের মতোই উদ্যোক্তার স্বপ্নও বেড়ে ওঠে প্রতিদিন ইউসিবি এর হাত ধরে। এ যেন গ্রামীণ জীবনের বুক থেকে জন্ম নেওয়া এক আলোকিত গল্প।

কবিতাচক্র

মেঘ বৃষ্টি ও ছায়া কাব্য

কিছু মেঘ একা ভেসে যায়
আকাশের বুক চিরে—
যেন মনভাঙা স্বপ্নেরা
অলক্ষ্যে মিশে যায় নীলের সাগরে।
কিছু বৃষ্টি অশ্রু বারে
চোখের পাতায় শব্দহীন
ভিজে যায় অন্তরের সব কথা,
যা বলা হয়নি কোনোদিন।
কিছু আলো বিবর্ণ হয়ে ধীরে মরে,
সূর্যের ডানায় ক্লাস্তি নামে;
তবু সেই আলোয় খুঁজে ফিরি
নতুন ভোরের শান্তির বাণী।
কিছু আঁধার অনন্ত অচেনা,
যেন গভীর রাত্রির অন্তরালে;
তারাও ফিসফিসিয়ে বলে—
অন্ধকারও একদিন ফুরাবে কালে।
কিছু কষ্ট ফেরারী পাখির মতো,
ডানা মেলে দূরে চলে যায়—
কিন্তু বৃকের গহীনে রেখে যায় দাগ,
যা সহজে আর মুছে না যায়।
কিছু আশা অপূর্ণ থেকে যায়,
অধিক লেখা চিঠির মতো—
তবু সেই অপূর্ণতাই শেখায়,
স্বপ্ন দেখার অর্থ নতুন করে।
আর কিছু সম্পর্ক অবিনশ্বর,
যাদের সময়-স্রোত থামাতে পারে না;
তারা অমলিন, চিরকালীন,
হৃদয়ের গভীরে খোদাই হয়ে থাকে—
যেন অনন্ত আকাশে জ্বলতে থাকা নক্ষত্র।

মাহমুদা হোসেইন
এক্সিকিউটিভ অফিসার, জিজিরা শাখা

বিদায়-বরণ

প্রবীণকে বিদায়, নবীনকে বরণ—
এই তো পৃথিবীর ধরন।
নবীনের যাত্রা শুরু, প্রবীণের বিদায় বেলা—
এই তো পৃথিবীর খেলা।
প্রবীণ যাবে, নবীন আসবে—
বসুধার এই তো রীতি;
মাঝখানে শুধু পড়ে থাকবে
হাজারো আনন্দ-বেদনার স্মৃতি।
প্রবীণ যখন বিদায় নেন, অশ্রুসিক্ত নয়নে,
নবীন তখন পসরা সাজায় লাল গোলাপের বরণে।
নবীনের বরণ তো চিরদিন এখানে থাকার জন্য নয়;
প্রবীণ হয়ে বিদায় নিবে— শুধু এই অঙ্গীকার নেওয়া হয়।
প্রবীণের বিদায় তো চির বিদায় নয়,
শুধু জাতির কাভারী হওয়ার মহা দায়িত্ব দেওয়া হয়।
তবু নবীনের বরণ সবাইকে হাসায়,
প্রবীণের বিদায় সবাইকে কাঁদায়।



প্রবীণের বিদায় লগ্নে ব্যথা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে সকলের হৃদয়;
তবু প্রকৃতির নিয়ম মেনে বিদায়ই দিতে হয়;
আজি শুভ হোক বরণ, শুভ হোক বিদায়।
প্রবীণের বিদায় বেলা—
নবীন ভাসায় ভেলা;
এই তো পৃথিবী,
এই তো খেলা।

মোহাম্মদ সেলিম রেজা, এসইও
ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন, সিএইচও

UCB Townhall Tales

Evening screens, one day, then next,
Zoom calls on deposits, recovery text.
We click and wait, our cameras on,
Hoping coffee lasts till the dawn.
Quarterly now, across the land,
Townhalls bring records proudly planned.
We cheer the numbers, new heights shown,
Historic feats in charts full-blown.
Mentors, HQ, seniors greet,
We ask, we share, our views repeat.
Branches shine through slides displayed,
Observations learned, knowledge conveyed.
Guidance flows from mentors wise,
Motivation lights the inner skies.
Encouragement sparks, inspiration ignites,
Employees soar to greater heights.
Though tired eyes may slightly droop,
We sip, we laugh, we join the group.
UCB's Townhall, busy, grand,
Yet somehow warm, across the land.

Mohammad Mayeen Uddin
Head of Chittagong North Outskirts Region

এলোমেলো

নীরবতা আর স্তব্ধতা
আবেগ আর কপটতা
মনের মাঝের এ দ্বন্দ্ব
খুঁজে ফেরে স্বকীয়তার ছন্দ।
মনের শৃঙ্খলহীন অবাধ্যতা
সেকলে ও আধুনিকতার গড়পড়তা
মনকে শুধাই—সাধু,
যা কিছুই করো, হিসাব রেখো শুধু।
হারিয়ে গেলে এ পঙ্কিলতার সব
নিজের মত করে তবে
মানুষ হবে কবে?

ইশতিয়াক খালেদ
সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট
হোলসেল ব্যাংকিং (লার্জ কর্পোরেট)

প্রত্যাশিত আমরা

আশার মন্ত্র

শেষ বলে কোনো কথা নেই;
হাল ছেড়ে দেবার তো কিছু নেই।
ভাবছো যেখানে আজ সব কিছু হলো শেষ—
নতুন কিছু শুরু এখানেই।
সুন্দর ঝলমলে দিনের পরে
কালো মেঘ অমানিশা এসে পড়ে।
যতই উঠুক ঝড়, যতই আসুক আঁধার,
জ্বলজ্বলে সূর্যটা হাসবেই।
জীবনের সংগ্রামে জয়-পরাজয়—
শুধুই বিজয় হবে—এমন কি হয়?
কখনো সুখের ভেলা, কখনো দুঃখের জ্বালা—
জীবন জুড়ে তা চলবেই।
হতাশায় ঝাপসা জীবনের পথ?
ঘুরে দাঁড়াও নিয়ে দৃঢ় শপথ;
পাতা ঝরা বৃন্তে, নতুন বসন্তে
ফুলে ফলে গাছ হেসে উঠবেই।

সারোয়ার আলম
ফার্স্ট হাইস প্রেসিডেন্ট ও শাখা প্রধান, মুন্সিগঞ্জ শাখা

সংসার

ভালোবাসা প্রতিক্ষণ ঘিরে থাকে যেন
ভালোবাসা অবিনাশী—এ কথাটি শোনো।
অভিমান, অনুযোগ, অনুরোধ থাক
এগুলোতে থাকে চাপা প্রণয়ের ডাক।
বিরাগের বিভাজনে বিদেহ বেড়ে
সুবাস বয়ে যায় ছোট ছোট ছোঁয়ায়।
অভিমনে ডেকে বলো কানে কানে তারে—
সংঘাতে জয় নয়, জয় হয় মিলে।
সঙ হয়ে সংসারে অভিনয় করি
সমঝোতা থাকলে, সুখে ভাসে তারি।

নাহিদ আনসারী
এসইও, সার্ভিস কোয়ালিটি ডিপার্টমেন্ট

দেয়াল

দেয়ালের কি কান আছে? সে কি দেখতে পায়?
সে কি বুঝতে পারে, মানুষ কী অসহায়?
যদি তা পারতো,
তবে সাক্ষী হতো—
কীভাবে হাসিমুখগুলো ভাসে অশ্রুধারায়!
আড়ালে কত যে আলো আঁধারে হারায়!

সৈয়দা রোখসানা বেগম
এফএডিপি, ক্রেডিট অ্যান্ড মিনিমিস্ট্রেশন ডিভিশন

আমরাই পারব
আমাদেরকেই পারতে হবে।
রাতের অন্ধকারকে অতিক্রম করে
দিনের উদ্ভাসিত আলোতে
সোনালী সূর্যের পটভূমি তৈরি করতে—
আমরাই পারব
আমাদেরকেই পারতে হবে।
কলুষিত অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্বত গিরি পাড়ি দিয়ে,
সাদা স্বচ্ছ সকালের ভোরকে উজ্জ্বল করতে—
আমরাই পারব
আমাদেরকেই পারতে হবে।
শত সংশয়, শত বাধা
শত প্রতিবন্ধকতা, শত উপেক্ষার দ্বার আবদ্ধ করে
প্রতিযোগিতার শীর্ষে থেকে
সমুদ্রের তলদেশ থেকে
বিনুক-মুক্তার আবিষ্কার করতে—
আমরাই পারব
আমাদেরকেই করতে হবে।
পিছিয়ে থাকবো না আমরা
ভেঙে পড়বো না আমরা
পূর্ণ উদ্যমে,
তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে
পর্যায় শক্তির জাল ভেঙে
কণ্টক-আচ্ছন্ন পথ পাড়ি দিয়ে
নিজের আত্মবিশ্বাসের পথকে সুগম করে—
আমরাই পারব, আমাদেরকেই পারতে হবে।
আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে
নিজের জরাজীর্ণকে উপেক্ষা করে
সত্যতা, কর্মনিষ্ঠা, প্রতিভার উন্মোচনকে আলিঙ্গন করে
ইউসিবিতে সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত করতে—
আমরাই পারব
আমাদেরকেই করতে হবে।

খন্দকার ফাতেমা বেগম
এক্সিকিউটিভ অফিসার, বংশাল শাখা

UCB Bank where dreams take shape

A new door opens, a journey begins,
With dreams to nurture, and goals to win.
In UCB'S heart, you'll find your place,
With vision, passion, and endless space.
Together we grow, together we strive,
keeping values and service alive.
Each step you take, each role you play,
Builds a brighter future day by day.
Together we grow, together we strive,
keeping trust, innovation and teamwork as our guide.

Tahsin Tasnim Mim
Junior Officer (OP)
Chittagong Medical College Branch

প্রভাত লগন

অলি কথা বলে-মনোবীণা তলে
আজিকে পুলক জাগে।
রাঙিয়া উঠেছে আমকানন
সুরভি রঙিন রাগ।
দুলিছে পাতা, দুলিছে বকুল
তবু নিশ্চল রয় যে মুকুল।
কাহারও আশায় বসিয়া বসিয়া
দীর্ঘ প্রহর কাটে।
শিমুল বনের শাখায় শাখায়
বসে বসে কাক ডাকে
উত্তরী হাওয়া দিয়ে যায় দোলা
শাল বিখীকার পাশে।
বাজে কিঙ্করি নিশিদিন ভরি
শ্যামল ঘেরা ঘাসে
লজ্জায় নত হয় সারামন-
কখন, কেমন আসিবে কে জন।
শিশিরে ভেজা ঐ পথ বুঝি আর
ধরিয়া রাখিতে নারি
কাঁকন বাজিয়ে ঐ পথ দিয়ে
আসে কোন অভিসারী।

মো: লুৎফর রহমান
ভাইস প্রেসিডেন্ট
ক্রেডিট মনিটরিং অ্যান্ড স্যাংকশান-এসএমই

স্মৃতির পাতা

কখনো কখনো স্মৃতির ভেলায়
তোমাকে মনে পড়ে যায়-
আকাশের রূপালী তারার মাঝে,
অথবা চাঁদের মিষ্টি আলোয়;
তোমার কল্পিত অবয়ব দেখে দেখে
বলতে ইচ্ছে করে-
তুমি কি আমার তুমি!
তুমি তখন ব্যথাভুর হাসিতে
খুব অবজ্ঞা মিশিয়ে বললে-
হ্যাঁ, আমি তোমার হৃদয়ে স্করণ!
বড় দুঃসহ জীবনের পথ চলায়
যেখানে স্মৃতি পাশে পাশে চলে,
চলে এবং চলতেই থাকে-
এটাই কি নিয়তির খেলা?

মো: খোরশেদ আলম
এক্সিকিউটিভ অফিসার
প্রধান, নারায়ণগঞ্জ উপশাখা

মুঠোফোনে বিদীর্ণ জীবন

এভাবেই বিদীর্ণ হয়ে যায় জীবন-
দুমুখো হয়ে থাকা দুটি মন;
মুঠোফোনে বন্দি ব্যাকুল অনুভূতি!
ধীরে ধীরে বিমর্ষতা মাথাচাড়া দেয়;
বাড় আসে, ভাঙচুর করে, বিধ্বস্ত করে দেয় সম্পর্কের শরীর-
খোলস রয়ে যায় কেবল-চকচকে মসৃণ।
এভাবেই জীবন বিবর্ণ হয়ে যায়...
বিমর্ষতা মাথাচাড়া দেয়-
দুটি মন দুমুখো হয়ে থাকে;
মুঠোফোনে আটকে থাকে অনুভূতি!



রেজোয়ানা খানম
সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার
অ্যান্টি-মানি লভারিং অ্যান্ড অ্যান্টি-টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং ডিভিশন

আমাদের বাবা

কেবল দুটি বর্ণ-
ভালোবাসায় পরিপূর্ণ;
আঁচ করা যায় না যার পরিমাণ,
অনুভবে পাবেই তার প্রমাণ!
ছোট্ট এক শব্দ-
ভালোবাসায় করে রাখে জন্ম;
সবটুকু ঢেলে দেয়া এক প্রাণ-
থাকে না চাওয়া, প্রতিদান।
ছোট্ট একটা ডাক-
কতই না সুমধুর;
পুরণে কখনো পিছপা হয় না
কঠিন-সহজ যত আবদার!
কতই না বড় সে-
বুঝবে না কখনো তোমার ক্রেশ;
হৃদয়ের ক্ষতে ভিজে তবু
চোখের জলে টানবে রেশ।
কতই না মহান সে-
শত প্লানিতেও এক হাসিমাখা মুখ;
তোমার হ্রস্ব বিষাদেই তার
ভিজে একাকার যেন দু চোখ!
ছোট্ট দু বর্ণের সে এক মহান রাজা-
নয় কোনো গল্প, নাটক-সিনেমায় গাঁথা;
স্নেহ-ভালোবাসার আরেক নাম-
আজীবনের হিরো 'আমাদের বাবা'!

মোহাম্মদ তৈয়ব উল্লাহ
অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজার অপারেশন,
কালী মিয়া বাজার শাখা, চট্টগ্রাম

স্মৃতিপটে

স্মৃতিপটে—
ভেসে উঠে অনেক কিছু—
অতীতের অনেক ভালোলাগা, মন্দ লাগা,
অনেক আবেগ, অনুভূতি, যুক্তিতর্ক;
অবিশ্বাস, অস্থিরতা, চঞ্চলতা
স্বার্থপরতা, কৃতজ্ঞতা
এবং ভালোবাসা।
হয়তো—
এসবের অনেকটাই মূল্য এখন আর নেই!
বাস্তবতার সাথে হারিয়ে গেছে
ইট-পাথরের আস্তরে আস্তরে গৈথে গেছে—
উকি দেয়, কিন্তু রুম্বু হয়ে।
প্রাণহীন উপস্থিতি জানান দেয় মাঝেমাঝে।
রুম্বু, জীর্ণ এ অতীত আবেগকে
অনুভূতি দিয়ে বুঝার সময় হয়তো এখন আর নেই!
এ অনুভূতি জীর্ণ শীর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে ধ্বংস হবে—
এখানে আবার নতুন আবেগের জন্ম নেবে।
কিছুদিন আঁকড়ে ধরবে—
আবার হারিয়ে যাবে।
আবার হয়তো?
এই তো জীবন!

ইকবাল আহমেদ
শিবগঞ্জ শাখা, সিলেট।

ভণ্ড পীর

চলরে সবাই দল বেধে চলে পীর বাবার দরবারে—
ওরশ আসে প্রতি বছর, থাকবে না আর বন্ধ ঘরে।
পীর বাবার কাছে গেলে মনের আশা পূরণ করে;
এ বিশ্বাসে হাজারো পাগল—পীরেরই পিছন ধরে।
পীর বাবার স্লোগান ধরে লাল নিশানা উড়াইয়া চল,
টাকা-পয়সা, জম্ম-জানোয়ার—পীরের পায়ে সব যে ঢাল।
খাসি, গরুর সিল্লি ওরা খায় গালে গালে;
ঢোল-ঢাক বাদ্যযন্ত্র বাজায় তালে তালে।
নামাজ, রোজা—এলেম-আমল নাই যে মূলমন্ত্রে;
হুক্মা, বিড়ি, গাঁজা সেবন—ওটাই আছে তন্ত্রে।
বিয়ে হয় না, বাচ্চা হয় না—বাবা যে ভরসা;
ফেরত আসে দরবার থেকে নিয়ে শুধু হতাশা।
পীরের পায়ে রাখলে মাথা—থাকে না যে মনের ব্যথা;
ওরে মুর্থ, ওরে গাধা—তোর জন্য বলবো কথা।
ভণ্ড পীর, ভণ্ড ব্যবসা, ভণ্ডামিতেই সেরা—ওরে;
পীরের কাছে যেতে হবে না, পীর রয়েছে ঘরে পরে।
আসল পীর, বড় পীর—পীর যে মা-বাবা;
এ পীর খুশি থাকলে জামাতই যে পাবা।

মিজানুর রহমান
অফিসার, রিজিওনাল অফিস
গাজীপুর—ময়মনসিংহ রিজিওন

অভাব

শরতের দুপুরে আমরা পাটি বিছিয়ে ভাত খাই;
আমাদের বেলকনিতে দুটো চড়ুই পালক নাচিয়ে
জানান দেয় নিজেদের ক্ষুধার্ত উপস্থিতি।
একদা হাতে টান পড়লেই আব্বা নিরুদ্দেশ হতেন;
গরম ভাতে শুকনা মরিচ ডলে গজগজ করতে করতেন—
সেইসব দুপুরে আত্মা টিনের থালা জোরে ঠেলে দিতেন আমাদের দিকে।
পেটে টান পড়লে মানুষেরই লাজ থাকে না—
আর এরা তো সামান্য পাখি!
সামনের শীতে তোমার নাকি নতুন প্রেমিকা আসতেছে;
আমি কি তাহলে অগ্রিম বুকিং দেব?
কোনো অভাবেই মাথা ঠিক থাকে না।

মাহফুজা রহমান বীথি
সিনিয়র অফিসার, এলিফ্যান্ট রোড শাখা

ইউসিবি ব্যাংক

ছিমছাম টিপটাপ, ইউসিবি স্টাফ,
চাকরিটা হেবি টাফ!
গ্রাহকের অতি কথন
ভাবে না 'ডিস্টার্ব'।

হয় যদি ম্যানেজার
গুরুভার দায় তার,
হিসেবের গোলমালে
চাকরিটা যায় চলে।

নগদ টাকার কারবারি
পরের ধনে পোদ্দারি,
ইউসিবি ব্যাংকটা
টপ তার র‍্যাঙ্কটা।

গ্রাহকের সেবা দিতে
করে না কার্পণ্য
তাইতো ইউসিবি ব্যাংক
টপ অ্যান্ড অনন্য।

হারুন অর রশিদ (১১.০৯.২০২৫)
গ্রাহক, উত্তরখান শাখা



মনের জানালা

দশ টাকার ম্যাজিক

জমির বুক চিরে ফসল ফলায় যে মানুষগুলো, তাদের নিজের ঘরেই মাসের মাঝামাঝি ফুরিয়ে যায় চাল!

এমনই এক কৃষক-হাসেম আলী। বাসা লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলায়, তিস্তা নদীর গা ঘেঁষে পাটকাপাড়া ইউনিয়নে। চরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী গ্রাম-এক পাশে নদী, অন্য পাশে কাঁটাতার।



মৌসুমের পর মৌসুম ভুটা ফলান তিনি, তবু লাভের মুখ দেখা হয় না। কারণ? গ্রামের দাদন ব্যবসায়ী আর মহাজনের কাছেই বাধ্য হয়ে নিতে হয় ঋণ।

না আছে লিখিত কোনো হিসাব, না আছে নির্ধারিত শর্ত-মুখের কথাই চুক্তি। আর সুদের হার? জিজ্ঞেস করাও যেন অপরাধ!

ঋণের শর্তে আবার বাধ্য হতে হয় মহাজনের দোকান থেকেই সার-বীজ কিনতে। আর ফসল ফললে? বিক্রি করতেও হয় সেই মহাজনের কাছেই-তাও অনেক কম দামে। জবাব আসে একটাই-‘ভাই, আমি তো লোকসান করে নিছি!’

হিসাব মেলাতে না পেরে হাসেম চাচা রাতে ঘরে ফিরে চুপিচুপি কাঁদেন। ঘাড়ে বুলানো গামছা চোখের জলে ভিজে ভারী হয়, ভেতরে বাজে এক বিষাদসুর-ছেলে-মেয়ে স্কুলে যাবে কিভাবে? খাতা-কলম কেনার টাকাটাই তো নেই!

একদিন পুকুরপাড়ে দেখা হলো পাশের গ্রামের রহিম মিয়ার সঙ্গে। রহিম মিয়া বললেন, ‘আমি এখন ইউসিবি পিএলসি ব্যাংক থেকে কৃষিক্ষণ নিই। সুদের হার কম, আর কেউ বলে না কোন দোকান থেকে কী কিনতে হবে।

ব্যাংকের অফিসাররাই এসে শিখিয়েছে কাগজপত্র করতে, স্বাক্ষর দিতে, নিজের নামে একাউন্ট খুলতে।’

হাসেম চাচা অবাক! ব্যাংক বুঝি এমনও হয়?

তবু সাহস করে গেলেন ব্যাংকে। আর অবাক হয়ে দেখলেন-কেউ ধমক দেয় না, বরং ধৈর্য ধরে সব বুঝিয়ে বলে। নিজের আঙুলের ছাপ নয়, নিজের নামেই কলম চালাতে শিখলেন তিনি।

মাত্র ১০ টাকায় খুললেন নিজের একাউন্ট, আর পেলেন এক মৌসুমের জন্য কৃষিক্ষণ-ফসল তোলার পর কিস্তি একবারেই শোধযোগ্য!

এক মৌসুম পর রহিম চাচার সঙ্গে দেখা।

হাসেম চাচার চোখে আলোর ঝিলিক। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন-‘এইবার মহাজনের দোকানে যাইনি! ফসলও নিজের ঠিক করা দামে বিক্রি করছি। তোর জন্যই আমার ব্যাংকের প্রতি ভয়টা কেটে গেছে।’

ইউসিবি পিএলসি সত্যিই হাজারো কৃষকের জীবনে আনছে স্বচ্ছতা, আত্মবিশ্বাস আর আর্থিক সাক্ষরতা। এখন হাসেম চাচার মেয়ে স্কুলে যায় হাতে নতুন বই-খাতা। সে বুঝে গেছে-‘স্বাক্ষর শুধু কাগজে নয়, স্বাক্ষর হোক নিজের জীবনের সাফল্যের পাতায়।’

মো: খোরশেদ আলম
অফিসার, হাতীবান্ধা শাখা

ফুলি বেগম

এবারের বর্ষাটা একটু অন্যরকম। থেকে থেকে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে, অথচ রাস্তায় পানি জমছে না! আজও ভোর থেকেই আকাশ গাল ফুলিয়ে আছে, যেন যে কোনো সময় কঁদে দেবে। শেরপুর শহরের ঘুম এখনো পুরোপুরি ভাঙেনি, দোকানপাট সবে খুলতে শুরু করেছে দু-একটি করে।

তুষার ছাতা হাতে তড়িঘড়ি করে ব্যাংক চুকে। ক্যাশ অফিসার হিসেবে তার সুখ্যাতি আছে গ্রাহক মহলে। দ্রুত ফ্রেশ হয়ে কাউন্টার গুছিয়ে লেনদেন শুরু করার পর খেয়াল করে-ফুলি খালা উকিঝুঁকি দিচ্ছে কাউন্টারে। নবাবুণ পাবলিক স্কুলের আয়া ফুলি বেগম বেতন তুলতে এসেছে। প্রত্যেক মাসের শুরুতে বেতনের সময় তাকে একবার করে দেখা যায় ব্যাংকে।

ফুলি বেগমের আবার ভুলো মন, নিজের বেতনের অঙ্ক তিনি নিজেই মনে রাখতে পারেন না! যথারীতি আজও তিনি তুষারের দিকে চেকবইটি এগিয়ে দিয়ে বলেন-

- ‘মামা, দেহুইনছে কয় ট্যাহা চুকছে একাউন্টে?’
- তুষারের কিছুটা বিরক্তি লাগলেও সে হাসিমুখে চেকবই হাতে নিয়ে একাউন্ট ব্যালেন্স দেখে বলে-‘৮২০০ টাকা আছে।’
- ফুলি বেগম গালে হাত দিয়ে বিরস বদনে বলেন-‘মামা, দশ হাজার ট্যাহা মিল কইরে দেওন যায় না? ট্যাহার খুব দরকার, সামনের মাসে কাইট্যা রাখবাইন।’

ক্যাশ কাউন্টারে উপস্থিত অন্যান্য গ্রাহকদের মাঝে হাসির রোল পড়ে যায়। তুষার নিজেও হেসে ওঠে। খালাকে বুঝিয়ে বলে-একাউন্ট ব্যালেন্সের অতিরিক্ত টাকা দেওয়ার সুযোগ নেই।

ফুলি বেগম মলিন হাসি দিয়ে বলেন-‘আইছা, যা আছে তাই দেইন।’



ফুলি বেগমের নিশ্চিন্ত চোখ, মেছতা পড়া অমসৃণ গাল, শুষ্ক ঠোঁটের কোণে ঝুলে থাকা অসহায় সরল হাসি তুষারকে কিছুটা অপ্রস্তুত করে তোলে। মানুষের অভাব, জীবনের টানাপোড়েন তাকে ভাবায়। এই মানুষগুলোর জন্য কিছু করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু নিজের অবস্থার কথাও মনে পড়ে। স্ত্রী, সন্তান, বৃদ্ধ মা, বিধবা বোনের দায়িত্ব, চিকিৎসা, সামাজিকতা, আনুষ্ঠানিকতা বাবদ ব্যয়-সাথে মুদ্রাস্ফীতির অসহনীয় চাপ!

ফুলি বেগমের সঙ্গে নিজের খুব একটা পার্থক্য খুঁজে পায় না সে। মাসের শেষ ভাগে তাকেও ভরসা করতে হয় ফ্রেডিট কার্ডের ওপর।

দারিদ্র্য বিভিন্ন রূপে আসে, একেকজনের দরজায় একেক রূপে কড়া নাড়ে। সন্তান দুটির অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভেবে বুকটা কঁপে ওঠে তার। ছোট ছেলেটার মুখে আধো আধো বোল ফুটেছে মাত্র। চশমার কাঁচটা ঈষৎ ঝাপসা হয়ে আসে। নিজের পরিবার এবং সমাজের জন্য তেমন কিছু করতে না পারার হতাশায় অসহায় বোধ করে তুষার। হাত চালিয়ে কাজ করতে থাকে সে। যেন নিজের অক্ষমতাকে ব্যস্ততার চাদরে ঢেকে দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

ফুলি বেগম তৃতীয় বারের মতো টাকাগুলো গুনছেন কাউন্টারের এক কোণে দাঁড়িয়ে। আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। এখন আর বৃষ্টি নেই। জানালার স্বচ্ছ কাঁচ ভেদ করে এক চিলতে মোলায়েম রোদ পড়ছে মেঝেতে। সামনের লাইনটা ক্রমশ লম্বা হচ্ছে। গানম্যান রিপন সতর্ক দৃষ্টিতে পায়চারি করছে।

আজ রবিবার। রবিবারে ব্যাংক চাপ একটু বেশি থাকে। দুদিন ছুটির পর ব্যাংক খুলেছে আজ।

মো: নুরে আলম
সহকারী ক্যাশ অফিসার, শেরপুর (ময়মনসিংহ) শাখা

ক্যাশ কাউন্টারের হাসি

ব্যাংকের ক্যাশ কাউন্টারে বসে মানুষটিকে অনেকেই শুধু টাকা গোনা আর লেনদেনের যন্ত্র মনে করে। অথচ প্রতিদিন সেই কাউন্টারের ভেতর বসে থাকা মানুষটির লড়াই চলে—সংখ্যার সাথে, সময়ের সাথে, আর সবচেয়ে বেশি নিজের সাথে।

আমি একজন ক্যাশ অফিসার। প্রতিদিন শত শত মানুষের ভিড় সামলাই। কেউ হাসিমুখে আসে, কেউ আসে দুশ্চিন্তা নিয়ে, কেউ আবার বিরক্তি নিয়ে রক্ষা কথা ছুঁড়ে দেয়। তখন ভেতরে কষ্ট লাগে। কিন্তু আমি শিখেছি—হাসি দিয়ে কষ্ট ঢেকে রাখা যায়, আর ধৈর্য দিয়ে বিশ্বাস তৈরি করা যায়।



আমি জানি, প্রতিটি গ্রাহক তার টাকার সাথে সাথে তার বিশ্বাসও আমার হাতে তুলে দেয়। তাই আমার কাছে কাজ মানে শুধু নোট গোনা নয়, কাজ মানে সততা দিয়ে আস্থা রক্ষা করা।

এই কাউন্টারে বসে আমি উপলব্ধি করেছি—মানুষের প্রতি সদয় হওয়া কোনো ছোট ব্যাপার নয়। একটি হাসিমুখ, একটি বিনয়ী কথা, একটি ধৈর্যশীল মন—এগুলোই মানুষের মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে। হয়তো আমার নাম কেউ মনে রাখবে না, কিন্তু তারা মনে রাখবে সেই ক্যাশ অফিসারকে, যিনি সবসময় সততা আর হাসি দিয়ে সেবা দিয়েছেন।

আমার কাছে এটাই সাফল্য। আর এভাবেই প্রতিদিন আমি নিজেকে মনে করাই—সততা, ধৈর্য আর হাসি—এই তিনটি সম্পদই আসল ব্যাংক, আর আমি তার একজন বিশ্বস্ত কর্মী।

রাসেল খন্দকার

সহকারী ক্যাশ অফিসার (ওপি), টঙ্গী শাখা

একজন দায়িত্বশীল ব্যাংক কর্মকর্তা

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা একজন মানুষকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেয়। ব্যাংকের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এই কথার জীবন্ত উদাহরণ। তার প্রতিদিনের জীবন যেন দায়িত্ব আর কর্তব্যের এক নিরবচ্ছিন্ন যাত্রা।

অফিসের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেমন তিনি নিজের দক্ষতা, সততা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দেন, তেমনই পরিবারকেও সময় দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই দুটি দিক সামলাতে গিয়ে তার ব্যক্তিগত জীবনে তৈরি হয় নানা টানাপড়েন।

প্রতিদিন সকালেই অফিসে যাওয়ার জন্য তাকে প্রস্তুত হতে হয়। ব্যাংকের প্রতিটি লেনদেন, গ্রাহকের সমস্যা, হিসাবরক্ষণ, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং নিয়মনীতি মেনে চলা—সবকিছুই তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। একজন কর্মকর্তা হিসেবে তিনি যেমন কাজের প্রতি আন্তরিক, তেমনই সত্যতার সঙ্গে সব দায়িত্ব পালন করেন। অনেক সময় অতিরিক্ত কাজের চাপে অফিস থেকে ফিরতে দেরি হয়। তবুও তিনি ক্লান্ত দেহ ও মন নিয়ে পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করেন।

তবে বাস্তবতা হলো, পরিবার ও অফিস—এই দুটি জায়গাতেই একসাথে সঠিকভাবে সময় দেওয়া সহজ নয়। অফিসের কাজের চাপে অনেক সময় পরিবারের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়। সন্তানদের সময় দেওয়া, সঙ্গিনীর আবেগ বোঝা কিংবা পরিবারের ছোটখাটো চাহিদাগুলো পূরণ করতে না পারার জন্য মাঝে মাঝে এক ধরনের অপরাধবোধ কাজ করে। তবুও তিনি চেষ্টা করে যান প্রতিটি সম্পর্ককে ধরে রাখতে।

এই কর্মকর্তার জীবনে একটি নীরব যুদ্ধ চলতে থাকে—পেশাদারিত্ব বনাম ব্যক্তিগত জীবন। সমাজ, দেশ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়বদ্ধতা তাকে প্রতিদিন কাজে প্রেরণা যোগায়। আর পরিবার ভালোবাসার উৎস হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকার আনন্দকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। অফিস এবং পরিবারের এই ভারসাম্য রক্ষা করাই তার জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

মো: সারোয়ার জামান খান

ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট

ট্রেড ফাইন্যান্স অপারেশনস

Financial advisor to customer

Mr. Monir, a resident of Tongi acquainted with Mr. Talukder, an officer of UCB. He not only used to receive all Banking service from him but also get solution whenever faces any difficulty in Fund Management in business. After twelve years, he called to Mr. Talukder (who in the meantime was transferred to several branches) seeking for a home finance solution. He was astonished when came to know that the officer recognized him with the voice and also received same service over phone as he was receiving twelve years ago. He invited him to visit Tongi whenever gets time.

Md Belal Hossen Talukder

FAVP & SRM Khatungonj Branch

স্মৃতিযানে, অতীত পানে

গোলাপের পাপড়ি, ময়ূরের পেখম

কাঠের রেহেলের ওপরে পবিত্র কোরআন। কতটুকু পড়া হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য পাতার ফাঁকে রাখা থাকত ময়ূরের পেখম।

মধ্যবিত্তের হৃদয়ের কথামালা আর গোলাপের পাপড়ি একাকার হয়ে থাকত আজাদ প্রোডাক্টসের ফরমালেশি ডায়রির বুক।

কোথাও ডাকবাক্স দেখলেই মনে পড়ে—একসময় চিঠি লিখতাম।

টাকার জন্য বাবার কাছে চিঠি, মন হালকা করার জন্য তার কাছে চিঠি, এলাকার নানা সমস্যা নিয়ে দৈনিক পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগের বিভাগীয় সম্পাদকের কাছে চিঠি, কিংবা ডলু নদীর জলে বিসর্জিত চিঠি...

এখন কেউ কি আর চিঠি লিখে? সাদা কাগজের বুকে অশ্রুর দাগ কি এখনো মেলে?

সত্যি বলতে, ঈদকান্ড বলে এখন আর কিছু নেই। ফাউন্টেন পেনের ব্যবহার নেই বললেই চলে। টাইপরাইটারের কটকট শব্দ কোথাও শোনা যায় না। ইয়াশিকা অ্যানালগ ক্যামেরার ক্লিক চিরতরে থেমে গেছে।

ভাসান

ঘনঘোর বর্ষায় আমাদের এক চিলতে উঠোন হয়ে যেত নদী। পুরনো ক্যালেন্ডার ও রাফখাতার পাতা পেত নৌকার আকার।

শ্রাবণে ভারি বৃষ্টি নামলেই, নিজেদের হাতে বানানো কাগজের নৌকা ভাসিয়ে দিতাম উঠোনে জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে। কখনো বটের শুকনো পাতাও এই ভাসান খেলায় অংশ নিত।

কার নৌকা কতক্ষণ ভেসে থাকে, তা নিয়ে চলত প্রতিযোগিতা। শেষে সেসব নৌকা ছোট্ট স্রোতে ভেসে গিয়ে পাশের নালায় পড়ে হারিয়ে যেত।

আমরা বাড়ির ডেয়ালায় বসে কাগজের নৌকার ভাসাভাসি দেখতাম।

খেলাচ্ছিলে বানানো একেকটা নৌকা ছিল আমাদের পূর্ণতা না-পাওয়া মধ্যবিত্তীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

ছিলইন

কৈশোরে কারো কাছে একটা প্লাস্টিকের ফুটবল, একটা ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট অথবা একটা বিনুকের ছিলইন থাকা মানেই ছিল অনেক বড় ব্যাপার।

পাড়ার এজমালি পুকুরে বছরে একবার ফেলা হতো বড় জাল। সাতকানিয়ার ডলু নদীর পশ্চিম কুলের জেলেপাড়ার সর্দার কালিপদের তত্ত্বাবধানে চলত সেই কাজ।

জালে নানা মাছের সঙ্গে উঠে আসত বিনুক।

আমরা বিনুক সয়গে জমিয়ে রাখতাম। গ্রীষ্ম এলে দেয়ালে ঘষে বানাতাম ছিলইন, শান দিয়ে ধারালো করতাম। তারপর অপেক্ষা করতাম কালবৈশাখীর।

বাড়ের তাগুবে আমগাছ থেকে একসাথে ঝরে পড়ত অগুণতি কাঁচা আম। সেই কাঁচা আম ছিলইন দিয়ে ছিলে-ছিলে খেতাম। টক স্বাদের তীব্র ঝাঁজে কেঁপে উঠত আমাদের কচি জিহ্বা।

মো: সেলিম

এতিপি ও ওএম, নাজিরহাট শাখা, চট্টগ্রাম

প্রেমপত্র



আমার প্রিয়তমা,

তোমার সাথে দেখা হওয়ার সময় থেকে আমি এমন কিছু অনুভব করেছি যা আমি কখনও ভাবিনি যে আমি অনুভব করতে সক্ষম। তুমি আমাকে বসন্তের সৌন্দর্য দেখিয়েছ, বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়ার আনন্দ বুঝিয়েছ, শরৎ যে নীরব আনন্দ নিয়ে আসে—এবং আমি এখন জানি যে তুমি আছো বলেই পৃথিবীর সবকিছু অনেক সুন্দর মনে হচ্ছে। তুমি আমাকে আমার সত্যিকারের সম্ভাব্যতা উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছ, আমাকে আমার সীমাবদ্ধতা ঠেলে তোমাকে বুঝতে সাহায্য করেছ, এবং আমাকে সত্যিকারের জীবিত বোধ করতে শিখিয়েছ। আমি এখন তোমার কাছ থেকে যা চাই তা হল যত্ন ও সুরক্ষা। তুমি সর্বদা আমার উপর বর্ষণ করেছ তোমার মায়ারী দৃষ্টি—এবং প্রতিশ্রুতি দাও যে তুমি চিরকাল আমার পাশে থাকবে।

তোমার হৃদয়পটে আমাকে রেখো।

মো: আবদুল্লাহ আল আহাদ

ভাইস প্রেসিডেন্ট ও শাখা প্রধান

হালিশহর শাখা

ছড়া ও ছন্দ

বেতন

বেতন তুমি ছোট হয়ে
থাকবে কত দিন?
সংসার তো চলছে না আর,
বাড়ছে শুধু স্বপ্ন।
মাস ফুরালেই বাড়বে ভাড়া
যে বাড়িতে থাকি।
পাড়ার মুদি দোকানগুলোয়
হাজার টাকা বাকি।
গভীর রাতে বাসায় ফিরি,
মাক্কা দিয়ে মুখে।
ছায়ায় ছায়ায় চলি আমি
কেউ যাতে না দেখে।
দেবির কারণ নয় তো শুধু
মুখ লুকিয়ে থাকা,
অফিস থেকে হেঁটেই ফিরি—
কারণ পকেট ফাঁকা।
বন্ধুরা কেউ ধরে না ফোন,
ভয় যদি চাই ধার।
স্বজনরাও দেখলে আমায়
মুখটা করে ভার।
একটু খানি বাড় বেতন,
দেখে আমার হাল!
এমন করে জীবনটা আর
কাটবে কতকাল?

কাজী মোহাম্মদ মুসলেহ উদ্দিন

ভাইস প্রেসিডেন্ট

ডিস্ট্রিক্টশন অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি ডিভিশন

ছুটে চলা

ছুটে চলা দারুণ লাগে,
থেমে গেলেই বুঝি।
থেমে গেলে কেন যেন
ছুটে চলা খুঁজি।
যা চেয়ে পাই না,
তা পেয়ে চাই না—
অথবা ঠিক উল্টো।
জীবন-গল্পের এমন উল্টো রথ,
দিনে দিনে জমে ওঠে,
খুলে দেয় নতুন পথ।
সে পথে আমরা
দাঁড়ি—তে থেমে যাই,
কমা—তে অল্প!
সে অল্পেও গল্প থাকে—
ভীষণভাবে—
বিসর্গেও যেমন।

ছুটে চলার পথে গতি-যতির
একাকার, মিলেমিশেই থাকে।
গতি-রা যতি দেয়,
যতি-রা দেয় গতি।
অথবা কোলনের কৌলীন্য আছে কী?
বা প্রশ্নবোধকের আশ্চর্য ক্ষমতা!
সেমিকোলনের অসম্পূর্ণতারও ছন্দ আছে,
ড্যাশের কার্যকারণও বেশ।
চলার পথে থেমে যাবোই!
দাঁড়ি—তে শেষ।

রিয়াদ হাশিম

ভাইস প্রেসিডেন্ট, ব্রানজাকশন ব্যাংকিং

পপুশ্রম

পাল্টে গেছে নদীর গতি
পাল্টে গেছে মন।
পাল্টে গেছে মাছের ছবি
গহীন আন্তরণ।
পাল্টে গেছে রঙিন দিন আর
পাল্টে গেছে স্বভাব।
পাল্টে গেছে সুস্থ হাওয়ার
অনুভূতির অভাব।
পাল্টে গেছে ফিনিজ পাখি
পাল্টে গেছে পথ।
পাল্টে গেছে গালওয়ানের
প্রাচীন সে মত।
সবকিছু আজ পাল্টে গেছে
শুধু আমিই ব্যতিক্রম।
স্মৃতির পাতায় রয়ে গেলো
আমার পপুশ্রম।

অসিত চন্দ্র দাস
কাস্টমার সার্ভিস অফিসার (টেলার), গোয়ালাবাজার শাখা, সিলেট।

নবান্ন উৎসব

হেমন্ত ঋতুর যে আগমন
চলছে ধান কাটার ধুম!
সোনালী ফসল তোলায়
নেই কৃষক-কৃষাণীর ঘুম!
আসছে ঘরে ঘরে নবান্ন,
ধানের গোলায় ভরপুর!
নতুন ধানের নতুন মৌ গন্ধ
কাজে ব্যস্ত সকাল-দুপুর!
মুড়ি, থৈ ভাজার ধোয়া,
গাঁয়ে আনন্দ উৎসব।
নতুন ধানের মজা পিঠাপুলি
মন চলে যায় শৈশব।
পিঠাপুলিতে আপ্যায়ন
পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন।
স্বাদে, গন্ধে, তৃপ্তিতে অনন্য—
পিঠাপুলিতে রসিক ভোজন।

মো: মোজাম্মেল হোসেন
সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার
মতলব উত্তর শাখা

যেতে হবে বহুদূর

গড়তে হবে ইউসিবি,
সকল বাঁধা পেরিয়ে।
যেতে হবে বহুদূর,
সবাই মিলে এগিয়ে।
রুটি রুজি ইউসিবি
রাখি যদি মনে,
দুঃখ কষ্ট যাবে চলে
কাজ-কর্ম ধ্যানে।
নিজের প্রতি সর্বদা
আস্থা বিশ্বাস রেখে,
দিয়ে গেলে ব্যর্থকিং সেবা
থাকবে জীবন সুখে।
আজ না হয় কাল,
আলোর মুখ নিশ্চয়।
সততা ও শ্রম দিয়ে
কাজে হবে পরিচয়।

দেলোয়ার হোছাইন
সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার
জেনারেল সার্ভিস ডিভিশন

ভোরের বন্দনা

সহসা ডাকিল মোরগ—
হলো বুঝি ভোর।
শিশুরা ঘুমিও না,
খুলে দাও দোর।
সকালে সোনার রবি
পূর্বদিকে উঠে।
দোয়েল পাখি শিশু দেয়
আল্লাহকে ডেকে।
রাখাল গরুর পাল নিয়ে
যায় মাঠে,
শিশুরা দেয় মন
নিজ নিজ পাঠে।
কলস কাঁধে বধুরা
চলে যায় ঘাটে,
কৃষকেরা চাষ করে
নিজ নিজ মাঠে।
সোনার ফসল তাই
উঠে সবার ঘরে।
মানুষেরা সবে মিলে
ভোরের বন্দনা করে।

মুহা: মুনির হোসেন
ফাস্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, সিআইএমএস-এসএমই

Future Banking: Changing Concept and Impaction for Bangladesh

Introduction: Future banking focuses on changing consumer preferences, competition with fintech firms, coordination with regulatory agencies and increased capital and liquidity. Banking systems shows that they are adapting new strategies, innovating, rethinking business models and determining future course of action, keeping in mind the advancement of technology and changing customer needs. In a densely populated country like Bangladesh, where millions of people are covered by banking services, action plans and effective steps are needed to provide banking services in line with technological advancements and changing times. So, banks of the future will focus on human capital, cross-industry integration and customer – centricity.

Overview: Future banking trends will impact banking services and business models. The ideas influencing banking in the future.

Technological Innovation: Technological advancements and constant innovation will make the banks of the future more personalized and ubiquitous. Here are some ideas–

The integration of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) will create massive value: This enables more accurate predictions after analyzing large amounts of data, which significantly reduces risk for banks and financial institutions. At the same time, Cyber security and Anti Money Laundering and AI-Powered Fraud Detection can be performed based on Regulatory Compliance.

Blockchain will change established financial protocols: DLT is a rapidly-evolving method for recording and sharing data across multiple data stores or ledgers. Blockchain, on the other hand, will ensure that these historical transactions can never be altered.

Cloud computing will liberate financial services: Cloud computing will remove the burden of data storage and processing hardware, while the effective use of the cloud will increase the efficiency of migrating application development and maintenance and reduce the costs associated with technology.

IoT will usher in a new era of bank-customer relationship: Internet of Things (IoT) will enable us to provide future customers with products and services tailored to their individual needs and lifestyles, while also improving security and fraud detection through continuous monitoring.

Open source, SaaS and serverless are a combination of lower barriers for new businesses: A three-dimensional (SaaS, open source, and serverless) technology approach has emerged, which is critical for launching new businesses more quickly, securely, and effectively at lower cost.

Hyper automation will replace manual work through the introduction of event-driven software, robotics: The core function of RPA is to hand over the management of workflow information and business interactions to robots, thereby automating and standardizing business execution.

Augmented Reality(AR)/Virtual Reality(VR) Concept of the Future: AR/VR technologies in banking provide numerous opportunities for enhanced and productive customer interactions, customized experiences, financial education, improved communication and risk management & security.

Managing the risk: With the prospect of future banking services being completely governed by digitization, cyber security risks have become a significant concern. Machine learning algorithms can predict potential risks based on historical data, thereby increasing the efficiency of proactive risk management.

Cash or non cash: The global growth rate of electronic payments (direct debits, credit transfers and payment cards) has increased over the past few years. Even if the future importance of cash is not completely diminished, digital payment systems are a continuous journey into the future of banking. That is why banks will try to enrich digital platforms in the future with seamless online transactions.

Transition towards green and sustainable banking:

Promising change in the future, banks evolve beyond their traditional role as mere financial intermediaries. They will emerge as pioneers of socio-environmental responsibility, leading the charge towards a greener and more conscientious economic landscape.

Current Preparations and Prospects in Bangladesh:

According to the World Bank, about 45 percent of Bangladeshi adults are still unbanked and the current financial literacy rate in Bangladesh is only 28 percent. So, 72 percent of people are still not familiar with banks, banking products, or how to use them. For this Central Bank has launched several initiatives that include mobile banking, agent banking, setting up rules and regulations for opening sub-branches and microfinance. In addition, financial literacy programs and school banking and agricultural banking initiatives. The banking sector in Bangladesh has undergone significant changes in the past years, bringing millions of people under the umbrella of banking services, even reaching the village level. Technological developments and at the same time, financial institutions need to innovate products that help meet the needs of the under banked. Bangladesh should focus on future banking in line with the following factors:

The Role of Data: With a data-rich network, banks can take many breakthrough steps in customer service. More than 68.34 percent of the total population of Bangladesh lives in remote areas. In order to provide them with data-based access and increase financial literacy, it is necessary to improve the region-based data management.

Business Model: Essentially the banking sector will become a one-stop shop for all financial needs in the future. Bangladesh can transform its banking sector into a stronger model in the future by embracing digitalization, investigating innovative financial models such as venture capital and wealth management, and fostering a culture of collaboration.

Regulation: Inevitably, emerging technologies and services can create new and unexpected risks for consumers that require efficient regulatory mechanisms. In addition, new AI-powered “regtech” tools will enable more efficient and effective surveillance in the future. Regulators will share information both nationally and with each other.

Strong and diverse financial future: By consolidating diverse service platforms under one roof, financial institutions can be well-equipped to navigate future challenges and opportunities.

Concluding Remarks: One of the characteristics of the future of banking is invisible, connected, insights-driven and purposeful. This transformation will require banks to look beyond mere financial services, with cross-industry integration playing a major role in how banks operate and the services they offer. However, the big challenge for Bangladesh is to strengthen the digital infrastructure to reach every corner of the country with the benefits of financial inclusion.



The Power is Yours!

During mid 90's, on every Wednesday at about 4:15 pm, we used to sit before our CRT TV set keeping our eyes locked on the oval screen waiting for one of our favourite cartoon shows “Captain Planet and the Planeteers” to be broadcasted on BTV. It was a delight to watch Captain Planet showing up by the power combined from five magical rings of each of the Planeteers and defeating the money-mongering polluters who tried to destroy the flora and fauna for their avarice. In the end, after bringing normalcy to the planet, he returned the powers to the Planeteers by saying the iconic phrase – “The Power is Yours”.

Though in real world Captain Planet does not exists, but the spirit resonates in our minds. The power to create a better world now belongs to us. It was not so long ago that the domain of banking seemed worlds apart from the pressing issue of climate change. As planet's story has shifted, so too has the role of those who hold the purse strings of global finance. Today, bankers are emerging as powerful agents in the global effort to mitigate and adapt to a climate change, powered by a new narrative of Sustainable Finance.

At the heart of this change is a simple but profound idea: money has a purpose beyond just profit. Financial institutions are now using their lending portfolios to steer the global economy towards a low-carbon future. They are the gatekeepers for capital, and by prioritizing investments in renewable energy and energy-efficient infrastructure, circular economy etc. they are directly funding the transition to a greener world. This is not just a moral obligation or regulatory exercise; it is a matter of sustainable business sense. The sheer scale of the opportunity is staggering, with an estimated USD 200 trillion of investment needed by 2050 to achieve net zero emissions globally.



A key part of this new approach is Green and Sustainable Finance, which includes specialized financial products like Social Bond, Green bonds, Blue Bond and oodles of loans that help to fund environmentally friendly projects. Moreover, Banks are also embedding Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria into their risk assessments, which means they are looking beyond a company's financial health to consider its environmental impact prior to make a lending decision.

Beyond their direct financing roles, bankers are also leading by example through their in-house initiatives. They are systematically reducing their own operational carbon footprint by adopting practices that were once considered radical. For instance, many are embracing digital banking to reduce reliance on physical branches, minimizing paper use through electronic statements and e-signatures, and migrating their massive IT infrastructure to more energy-efficient cloud-based systems. The aim is not just to talk the talk, but to walk the walk, creating a ripple effect across the entire financial ecosystem.

In this new endeavour, the banker is no longer just a purveyor of wealth. They are becoming a protagonist in the world's most important story, channelling capital and setting standards that are shaping a more resilient and sustainable future for all. The challenge is immense, but so is our capacity to respond. Just as Captain Planet avowed, the power to change our world isn't an external force—it's right here with us. The Power is truly Ours.

Sarder Tawfiq Imam
Vice President
Sustainable Finance Unit

ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য

সাক্ষাৎকার

বৃত্ত ভাঙার গল্প: ট্রায়থলন Ironman 70.3
বাংলাদেশের মুখ ইয়াসির ইউসুফ



ইয়াসির ইবনে ইউসুফ, এক অনুপ্রেরণার নাম। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তিনি ছিলেন দেশের অন্যতম সেরা দৌড়বিদ। ১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার রিলেতে একের পর এক সাফল্য পেয়েছেন। কিন্তু চাকরির চাপের কারণে খেলাধুলা থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যান। ২০২২ সালে প্রায় এক দশক পর এক সকালে আয়নায় তাকিয়ে তিনি নিজেকে নতুন করে প্রশ্ন করেন—‘কেন নয় আবার?’ সেদিন থেকেই শুরু নতুন যাত্রা।

এইবার আর শুধু স্প্রিন্ট নয়, বরং সহনশীলতার সীমা ছোঁয়ার চ্যালেঞ্জ। তাই তিনি বেছে নিলেন ট্রায়থলন—সাঁতার, সাইক্লিং আর দৌড়ের সমন্বয়ে তৈরি এক কঠিন কিন্তু অসাধারণ খেলা।

আগামী ১ নভেম্বর মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিশ্বখ্যাত সহনশীলতা প্রতিযোগিতা আইরনম্যান ৭০.৩ (Ironman 70.3)। সাঁতার, সাইক্লিং আর দৌড়ের সমন্বয়ে তৈরি এই প্রতিযোগিতা শুধু শারীরিক সক্ষমতাই নয়, মানসিক দৃঢ়তাকেও কঠিনভাবে পরীক্ষা করে। আর এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের হয়ে অংশ নিতে যাচ্ছেন ইয়াসির ইউসুফ, যিনি পেশায় একজন ব্যাংকার এবং বর্তমানে উপায় (UPAY)-এর কর্মকর্তা।

ব্যস্ত ব্যাংকিং ক্যারিয়ার সামলে কীভাবে তিনি এমন একটি কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং খেলায় নিজেকে সম্পৃক্ত করলেন? কোথা থেকে এল অনুপ্রেরণা? আবার কেমন ছিল এই যাত্রার টানিং পয়েন্টগুলো? – সেসব নিয়েই খোলামেলা কথা বললেন ইয়াসির ইউসুফ।

কীভাবে শুরু হলো এই যাত্রা?

ইয়াসির ইউসুফ: ছোটবেলা থেকেই আমার দৌড়ের প্রতি আলাদা টান ছিল। স্কুল-কলেজ জীবনে আমি প্রায়ই স্প্রিন্ট চ্যাম্পিয়ন হতাম। ২০০৩ সালে ময়মনসিংহে আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতায় চারটি ক্যাটাগরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় হয়েছিলাম। সেই বছরই শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাই— যা ছিল আমার জন্য অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা।

তবে জীবনের বাস্তবতায় সবসময় খেলাধুলার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায় না। চাকরি আর পরিবারের ব্যস্ততা আমাকে ২০১০ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে খেলার মাঠ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কিন্তু করোনাকালে, ২০২২ সালে, জীবনকে নতুন করে ভাবতে শুরু করি। তখন হঠাৎ করেই ম্যারাথনের প্রতি ভালোবাসা জন্ম নেয়। সেই ভালোবাসা থেকেই ধীরে ধীরে শুরু হয় আমার নতুন পথচলা।



Ironman প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া কতটা সহজ বা কঠিন?

ইয়াসির ইউসুফ: ২১ বছরের উপরে যে কেউ IRONMAN অথবা IRONMAN 70.3 রেস এন্ট্রি কিনে অংশগ্রহণ করতে পারবে, তবে কিছু ধাপ অতিক্রম করে যেতে হবে। শুধু আগ্রহ থাকলেই হয় না— এর জন্য দরকার প্রস্তুতি, অভিজ্ঞতা, কঠোর পরিশ্রম এবং শারীরিক সুস্থতা।

নিজেকে এই মঞ্চে নেয়ার জন্য গত কয়েক বছর যাবত নিজেকে একটু একটু করে তৈরি করে চলেছি। এখন পর্যন্ত আমি প্রায় ৪০ টি হাফ ম্যারাথন, ১০টি ম্যারাথন, ৬টি অল্ট্রা ম্যারাথন সম্পন্ন করেছি। এই ইভেন্টে অংশগ্রহণ করার জন্য ৬ মাস যাবত বিশেষ প্রশিক্ষণ করে যাচ্ছি। সপ্তাহে ৬ কি.মি. সাঁতার, ২০০ কি.মি. সাইক্লিং ও ৩০ কি.মি. রান করছি। এক কথায় এই মঞ্চে দাঁড়ানোর জন্য আমাকে বছরের পর বছর ঘাম ঝরাতে হয়েছে।

এমন চ্যালেঞ্জিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কেমন জীবনযাপন জরুরি?

ইয়াসির ইউসুফ: Ironman শুধুই একটি প্রতিযোগিতা নয়, এটি একটি লাইফস্টাইল। প্রতিদিন ভোর ৫টায় ঘুম থেকে উঠি, আর রাত ১০টার মধ্যে শুয়ে পড়ি। স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম করা, আর একেবারে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করা ছাড়া এই প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি সম্ভব নয়।

যেকোনো প্রতিযোগিতায় সফল হতে চাইলে ফোকাসড হতে হয়, নিয়মিত অনুশীলন করতে হয় এবং নিজের শরীর-মন দুটোই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। Ironman আসলে এই নিয়মতান্ত্রিকতাকেই সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা করে।

জীবনের টানিং পয়েন্ট— সেই গল্পটা কেমন?

ইয়াসির ইউসুফ: ২০০৩ সালের কথা মনে পড়লেই আমি আবেগান্বিত হয়ে যাই। জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য আমার দৌড় উপযোগী ভালো একজোড়া জুতার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পরিবারের অবস্থা এমন ছিল যে, সেটা কেনার মতো সামর্থ্য ছিল না।

তখন মা কষ্ট করে সেই টাকা জোগাড় করে আমাকে জুতা কিনে দেন। মায়ের সেই ত্যাগ ও ভালোবাসার কারণেই আমি প্রতিযোগিতায় সফল হতে পেরেছিলাম। আজও সেই ঘটনাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় টানিং পয়েন্ট।

আপনার স্বপ্ন কতদূর বিস্তৃত?

ইয়াসির ইউসুফ: আমার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন হলো বাংলাদেশের পতাকা হাতে দাঁড়ানো আইরনম্যান ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ (Ironman World Championship)-এর ফিনিশিং লাইনে। শুধু অংশ নেওয়া নয়, বরং ভালো টাইমিং সহ সফলভাবে রেস সম্পন্ন করাই আমার লক্ষ্য।

যেদিন সেটা সম্ভব হবে, সেদিনই মনে হবে আমার সব কষ্ট, সব প্রস্তুতি সার্থক হলো।

এই যাত্রায় ইউসিবি কতটা সহযোগিতা করেছে?

ইয়াসির ইউসুফ: আমার জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ইউসিবি ছিল আমার শক্তিশালী সহযাত্রী। শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান স্যার সরাসরি আমাকে জীশান কিংসক হক (সিসিও) স্যারের সাথে সাক্ষাৎ করান।

কিংসক স্যার যখন বললেন—‘We are ready to go with you!’ — তখন মনে হয়েছিল, এটাই আমার সবুজ সংকেত। এর পর আর পেছনে ফেরার সুযোগ নেই।

আমার সহকর্মীরা, পরিবার এবং বন্ধুরাও সবসময় পাশে থেকেছে। তারা আমার সাফল্যকে কেবল আমার নয়, বরং ইউসিবির সাফল্য হিসেবেই দেখে। এই সমর্থনই আমাকে শক্তি দিয়েছে নতুন স্বপ্ন আঁকতে।

শেষকথা

আইরনম্যান ৭০.৩ শুধুই একটি প্রতিযোগিতা নয়, এটি মানুষের সীমা অতিক্রম করার গল্প। ইয়াসির ইউসুফ সেই গল্পের বাংলাদেশের প্রতিনিধি। তার শৃঙ্খলা, পরিশ্রম আর অবিচল ইচ্ছাশক্তি প্রমাণ করে দেয়— সঠিক মানসিকতা থাকলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়।

বাংলাদেশের তরুণদের জন্য তার যাত্রা নিঃসন্দেহে এক বড় অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ

মো: সাইফুল ইসলাম

এফভিপি, ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট

ডিভিশন (কর্পোরেট)



Balancing Risk and Runs: A Banker's Journey beyond the desk



Some people separate work and passion- for me, they flow together like a well-timed cover drive. In the office I am a credit analyst working with numbers, policies and careful judgement. Outside the office, I am on the cricket field chasing a cricket ball under the open sky.

My love for cricket started in childhood. Back then, I dreamt of playing in big stadium, wearing the national jersey. Life however, took me on a different path- one filled with balance sheets and credit assessments. But the passion never left. Today I live that dream in different way: representing our Bank in the Corporate Tournament and enjoying holidays match with colleagues who share the same excitement for the game.

Cricket has taught me valuable lessons that resonate in my banking career- teamwork, strategy, focus and resilience. It's shown me how to work as a team, stay calm under pressure and make split-second decisions- the very same skills that help me excel in my banking career.

In many ways, banking and cricket are alike. Both require preparation, strategy and the courage to take calculated risks whether it's delivering a solid cover drive or crafting a credit decision, I approach both with discipline and heart.

In balancing risk at work and runs on the field, I have found a rhythm that fuels both my career and my soul. Because sometimes, dreams don't disappear- they evolve and return in beautiful, unexpected ways.

"On the ground or at my desk, I am always playing for the team."

Royhan Ahmed
Assistant Vice President
Credit Risk Management Division (Retail)

গল্পে গল্পে শেখা

হালালি, হারারি, জালালির গল্প

অনেকেই কনভেনশনাল ব্যাংকিং আর ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে প্রশ্ন করেন। অনেকের ভাষ্য দুটো একই, ইসলামী ব্যাংকিং ঘুরিয়ে সুদ খায়, দুটোই হারাম ইত্যাদি ইত্যাদি। দুনিয়াবি হাজারো হারামে ডুবে থাকলেও আমাদের ব্যাংকের হারাম হালালের ব্যাপারে মন্তব্য করায় অনেক আগ্রহ! এ ব্যাপারে জানাটা অনেক বেশি জরুরি।

বস্তুত এই ব্যাপারটা দুই কথায় উত্তরযোগ্য নয়। আমি একজন আমজনতা যার মাথায় জটিল কঠিন তত্ত্ব কম ঢোকে, তাই আমি শুধু আমার মতো আমজনতার বোঝার সুবিধার্থে কিছু সরল উদাহরণ দিয়ে বলার চেষ্টা করবো।

মনে করি পাশাপাশি তিনটা রেস্টুরেন্ট, একটার নাম হালালি, একটার নাম হারারি, এবং আরেকটা জালালি। হালালি শুধু হালালযোগ্য মুরগি, গরু, খাসী বিক্রি করে। হালালযোগ্য বলেছি কারন হালাল আর হালালযোগ্য উভয়ের মাঝে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান, সেটা একটু পরে বলছি। অপরদিকে হারারি শুধু পর্ক ও মদ বিক্রি করে। আর জালালিতে মুরগি, গরু, খাসী, পর্ক, মদ সবই বিক্রি করে। এখন আপনি একজন হালাল খোঁজা মুসলিম হিসেবে কোথায় যাবেন ও খাবেন?

শুরুতে হারাম-হালাল আর হালালযোগ্য কি তা একটু বলি। হালালযোগ্য হলো এসকল উপাদান যেগুলো শরিয়াহ মোতাবেক যথাযথ প্রক্রিয়াজাতকরণের ফলে হালাল হয়। গরু, মুরগি, খাসী ইত্যাদি মুসলিমের জন্য হালালযোগ্য। যদি এগুলো যথাযথ প্রক্রিয়ায় জবাই করা হয় তবেই এগুলো হালাল হবে, নয়তো হালালযোগ্য হয়েও সেটা হারাম হয়ে যেতে পারে। যেমন গরু, মুরগি, খাসী আল্লাহর নামে জবাই করলে সেটা হালাল কিন্তু মৃত বা অন্য কারো নামে বলি দিলে সেটা হয়ে যায় হারাম। ব্যবসাকে হালাল করা হয়েছে, কিন্তু অকাটা হারাম কোনো পণ্যের ব্যবসা, ধোঁকাবাজি-ঠগবাজি ব্যবসা হারাম। শরিয়াতে মদ, পর্ক, সুদ হলো অকাটা হারাম। এতে কোনো ধরনের সন্দেহ নেই। এগুলো খাওয়া ও এগুলোর ব্যবসা করা সবই হারাম।

যেহেতু হারারিতে শুধুই হারাম খাবার বিক্রি করে, তাই সেখানে হালাল খোঁজা মুসলিমের যাওয়া অনুচিত। পাশের হালালি রেস্টুরেন্টে হালালযোগ্য খাবার নিয়ে ব্যবসা করে। হালালি যদি ঠিক প্রক্রিয়ায় জবাই করা গরু, মুরগি দিয়ে ব্যবসা করে তবে তা হালাল। কিন্তু তারা যদি হালাল খাদ্যের মোড়কে মৃত বা বলি দেয়া গরু, মুরগি বা খাসি দিয়ে ব্যবসা করে সেটা অবশ্যই হালাল হবে না এবং এই হারাম খাওয়ানোর দায় তারা কোনোভাবে এড়াতে পারবেনা। কিন্তু আপনি কাস্টমার হিসেবে আপাতদৃশ্যমান হালাল খাবার খাওয়াতে আপনার দায় নাই।

জালালির গল্প বলা বাকি। এখানে একই রেস্টুরেন্টে হারাম ও হালালযোগ্য উভয় খাবারই তৈরি হয়। যদি এমন হয় যে উভয় ধরনের খাবার আলাদা স্থান, রান্নাঘর ও তৈজসপত্রে প্রস্তুত হয়, সেক্ষেত্রে উভয়ের মিশ্রিৎ হবার সম্ভাবনা থাকেনা। এক্ষেত্রে এই রেস্টুরেন্ট মুসলিম ও অমুসলিম সবাইই পার্শ্ব সার্ভ করবে, সবাই এখান থেকে নিশ্চিন্তে খাবার নিতে পারবে। এদেশের ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে যেমন **UCB Plc.** একই ছাদের নিচে উভয় প্রকার সার্ভিস প্রদান করে। কিন্তু যদি এমন হয় যে উভয় ধরনের খাবার প্রস্তুতের জন্য একই রান্নাঘর, একই তৈজসপত্র, স্থান ব্যবহার হয় সেক্ষেত্রে



হারাম ও হালালযোগ্য উভয়ের মিশ্র হয়ে যাবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে বলা বাহুল্য এক গ্লাস দুধের মধ্যে এক ফোটা মদ ঢাললে সেটা আর হালাল থাকে না।

ইসলামি ব্যাংকিং যেসব মোড যেমন মুদারাবা, মুশারাকা, ইজারা, বাই (কেনা-বেচা) মোডে ব্যবসা করে সেগুলোর কনসেপ্ট হালাল। এই মোডগুলোর মাধ্যমে যথাযথ উপায়ে সারপ্লাস ইউনিট থেকে অর্থ নিয়ে সেই অর্থ দিয়ে নিজে অথবা ডেফিসিট ইউনিটের সাথে যদি ব্যবসা করে সেক্ষেত্রে এটা হালাল। এখন এই কনসেপ্টের আড়ালে যদি কেউ নিষিদ্ধ কাজ করে সেটার দায় অবশ্যই তাদের ঘাড়ের বর্তায়। যেমন ইসলামি মোডের মাধ্যমে ডিপোজিট গ্রহণ করে সেটা কনভেনশনাল লোন দেয়া, বা কনভেনশনাল ডিপোজিট গ্রহণ করে সেটা দিয়ে ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট করা ইত্যাদি। এইসব নিষিদ্ধ কাজের দায় কাস্টমার হিসেবে আপনার ঘাড়ের বর্তায় না, তবে চোখ-কান খোলা রাখাটা জরুরী।

এখন আসি আমজনতার জন্য কি করণীয় সে ব্যাপারে।

আপনি এদেশের যেকোনো রেস্টুরেন্টে ঢুকলে গরু, মুরগি অর্ডার করার আগে কি কোনোদিন রেস্টুরেন্টকে জিজ্ঞেস করেন যে সেটা কার নামে জবাই করা হয়েছে?

আপনি জিজ্ঞেস করেন না, কারন আপনি বিশ্বাস করেন যে এই মুসলিম দেশে সবাই আল্লাহর নামেই জবাই করে, তবে কেউ সেটাও নিশ্চিত করে নিতে চাইলে ভালো। ঠিক তেমনি শরিয়াহ ব্যাংকিং থেকে আপনার সার্ভিস আপনি কাস্টমার হিসেবে নিশ্চিন্তে নেন, আপনার উদ্দেশ্য সহীহ হলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ মাফ করার মালিক।

কিন্তু মনে করেন আপনি চীন, জাপান বা অন্য অমুসলিম দেশে বেড়াতে গিয়ে সেখানে হালাল খাবার খুঁজছেন। সেখানে এক মুরগি ছাড়া আর কিছুই হালালযোগ্য খুঁজে পেলেন না। এখন আপনি কি মুরগি খেয়ে নিবেন নাকি মুরগি কার নামে জবাই হয়েছে সেটাও খুঁজবেন?

আমার মনে হয় সেখানেও আপনি খুঁজবেন না, পর্ক আর মদের ভীড়ে অনেক কষ্টে মুরগি খুঁজে পেয়েছেন, খেয়ে নিবেন। কেউ যদি সেটাও খুঁজে খায় তবে উত্তম। কিন্তু কোনোভাবে যদি হালাল অথবা হালালযোগ্য কিছুই পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে জীবন রক্ষার্থে নিরুপায় হয়ে সংযম বজায় রেখে হারাম খেয়ে ফেললেও পাপ নাই, আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন ইনশাআল্লাহ (সূরা বাকারা, আয়াতঃ ১৭৩)।

তার মানে, যদি আপনি হালাল খোঁজা মুসলিম ক্যাটেগরিতে পরেন তবে সর্বপ্রথম যেটা অকাটা হারাম সেটা বর্জন করবেন, এরপর যেটা হালালযোগ্য সেটা ঠিকঠাক প্রসেস অনুযায়ী হালাল করা হয়েছে কিনা সেটা আপনার সক্ষমতা অনুযায়ী যাচাই করে গ্রহণ বা বর্জন করবেন। আর এই ক্যাটেগরিতে না পরলে সব খেয়ে সাফ করে ফেলতে পারেন! ইহজীবনে কোনো চিন্তা নাই!

আশাকরি এই উদাহরণের আড়ালে আমি যা বোঝাতে চেয়েছি সেটা পরিষ্কার। আর এই লেখা পড়ে কেউ খুশি হয়ে আমাকে ট্রিট দিতে চাইলে আমি অমত করবো না! তবে অবশ্যই তা হালালি অথবা জালালিতে হতে হবে।

মো: নাসিম হাসান, সিএসএএ
অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, অ্যাসেট অপারেশন

নিরাপদ ডিজিটাল ব্যাংকিং: মাহবুব (কাল্পনিক নাম) সাহেবের অভিজ্ঞতা

মাহবুব সাহেব (ছদ্ম নাম) দেশের একটি নামকরা ব্যাংকে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। কমজীবনে তিনি বহু বছর ধরে গ্রাহকদের ডিজিটাল ব্যাংকিং নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা তৈরি করেছেন। অথচ একদিন নিজেই হয়ে গেলেন প্রতারণার লক্ষ্যবস্তু!

অচেনা ই-মেইল

একদিন সকালে অফিসে বসে ই-মেইল চেক করছিলেন মাহবুব সাহেব। হঠাৎ একটি মেইল চোখে পড়ে—‘আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যাচাই না করলে তা স্থগিত করা হবে। নিচের লিঙ্কে ক্লিক করে তথ্য দিন।’

ই-মেইলটি দেখতে অনেকটা অফিসিয়াল লাগছিল। কিন্তু বহু বছরের অভিজ্ঞতায় তিনি সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলেন—এটি একটি ফিশিং প্রচেষ্টা।

তিনি কোনো লিঙ্কে ক্লিক করলেন না, বরং ব্যাংকের সাইবার নিরাপত্তা বিভাগে বিষয়টি রিপোর্ট করলেন। সেই মুহূর্তে মনে হলো—‘আমি যদি সাধারণ গ্রাহক হতাম, হয়তো ভুল করে ক্লিক করে ফেলতাম!’

ভূয়া ফোনকল

কয়েকদিন পর সন্ধ্যায় ব্যক্তিগত নম্বরে ফোন এলো। অপর প্রান্ত থেকে কেউ বলছে—

‘স্যার, আমি প্রধান কার্যালয় থেকে বলছি। আপনার অ্যাকাউন্টে কিছু সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে। এখনই একবার ব্যবহারযোগ্য পাসওয়ার্ড (OTP) দিলে ব্লক হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচতে পারব।’

মাহবুব সাহেব হাসলেন—‘ব্যাংক কখনো OTP চায় না, ভাই। আপনি প্রতারণা করছেন।’

ফোন কেটে দেওয়ার আগে কলারের কর্তৃত্বের খানিকটা থমকে গেল—বোঝাই গেল, সে প্রতারক।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব

ঘটনাগুলো তাকে আরও সতর্ক করে তুলল। তিনি শুধু গ্রাহকদের নয়, নিজের পরিবারের সদস্যদেরও নিয়মিত পরামর্শ দিতে শুরু করলেন—

- অফিসিয়াল অ্যাপ ছাড়া অন্য কোনো অ্যাপ ইনস্টল না করা,
- প্রতিটি লেনদেনের জন্য এসএমএস এলাট চালু রাখা,
- উন্মুক্ত (পাবলিক) ওয়াই-ফাই ব্যবহার না করা,
- কার্ডে সীমিত লেনদেনের সীমা (লিমিট) সেট করা,
- নিয়মিত পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা।

তার স্ত্রী প্রথমদিকে ভাবতেন—‘এত বামেলা কেন?’

কিন্তু একবার তাদের এক আত্মীয় প্রতারণার শিকার হয়ে কয়েক লাখ টাকা হারানোর পর তিনিও বুঝলেন এর গুরুত্ব।



গ্রাহকের অভিজ্ঞতা

অফিসে প্রায়ই দেখা যেত, গ্রাহকরা ভূয়া কল/বার্তায় বিশ্বাস করে তথ্য দিয়ে দিচ্ছেন। তখন মাহবুব সাহেব ধৈর্য ধরে বোঝাতেন—‘ব্যাংক আপনার টাকা সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনারও। একটু সচেতন থাকলেই প্রতারণা থেকে বাঁচা যায়।’

উপসংহার

একদিন ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ সভায় মাহবুব সাহেব বললেন—‘ডিজিটাল ব্যাংকিং আমাদের জীবনকে সহজ করেছে, তবে ঝুঁকিও তৈরি করেছে। গ্রাহক সচেতন না হলে কোনো প্রযুক্তিই তাকে রক্ষা করতে পারবে না। তাই সবাইকে জানতে হবে—OTP, পিন নম্বর বা পাসওয়ার্ড কখনো কারো সাথে শেয়ার করা যাবে না।’

সহকর্মীরা তার অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু শিখলেন। আর তিনি মনে মনে ভাবলেন—‘সাইবার প্রতারণা রোধে সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হলো সচেতনতা।’

গল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

- ফিশিং ই-মেইল বা লিঙ্কে ক্লিক না করা।
- ব্যাংক কখনো OTP বা পিন চাইবে না।
- অফিসিয়াল অ্যাপ ও ওয়েবসাইট ছাড়া অন্যত্র তথ্য না দেওয়া।
- এসএমএস/ই-মেইল এলাট চালু রাখা।
- সন্দেহ হলে অফিসিয়াল হেল্পলাইনে (১৬৪১৯) যোগাযোগ করা।

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন
ভাইস প্রেসিডেন্ট, হেড অফ ইনফর্মেশন সিকিউরিটি ডিভিশন

বহিবে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা



জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘন সবুজ ক্যাম্পাসে লাল ইটের সবচে' বড় দালান হচ্ছে মীর মোশাররফ হোসেন হল। সেই হলের ভেতরকার শত শত ছাত্রের মাঝ দিয়ে একটা ৭/৮ বছরের বাচ্চা ছেলে হেঁটে হেঁটে বেরিয়ে আসছে। চেক হাফপ্যান্ট আর হাফহাতা সাদা শার্ট পরা। হলের ভেতরের নাপিতের কাছে চুল কাটিয়ে ছেলেটি ফিরছে।

কয়েকজন নেতা-গোছের ছাত্র ছেলেটির পথ আটকে দাঁড়ালো। একজন আরেকজনকে দেখিয়ে বলল, 'এই যে, এইটা দানীউল স্যারের ছেলে'।

তাদের মধ্যে সবচে' সিনিয়র যিনি, তিনি এগিয়ে এসে, আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আচ্ছা, তোমাকে যেতে দিবো, কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও।'

আমি ভেতরে ভেতরে একটু একটু ভয় পাচ্ছি, কিন্তু সেটা চেপে রেখে আত্মবিশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম: কী?

— 'তোমার বাবা কি বাসায় হাসেন? উনাকে কি কখনও হাসতে দেখেছ?'

আমি ভয়-টয় ভুলে হো হো করে হেসে ফেললাম।

এটাই ছিল প্রফেসর দানীউল হকের কিংবদন্তীতুল্য ব্যক্তিত্ব! প্রত্যেক ছাত্র জানতো যে তিনি সবসময় সিরিয়াস। ভাষাতত্ত্বের মতো কাঠখোঁটা, তাত্ত্বিক একটা বিষয় তিনি পড়াতেন। রোদ হোক, বৃষ্টি হোক, হরতাল হোক, উৎসব হোক— দানীউল স্যারের ক্লাস কখনই মিস যাবে না।

একজন পিতা, কিংবা একজন স্বামী, বা ভাই, বা দুলাভাই, অথবা বন্ধুর হওয়ার আগে, প্রফেসর দানীউল হক ছিলেন একজন শিক্ষক।

এই শিক্ষক মানুষটিই আমার বাবা।

নীতি ও মূল্যবোধে এই মানুষটি কখনও আপস করেননি। আমাদের সবসময় শেখানো হয়েছে, পৃথিবীতে অন্যায় থাকবে, কিন্তু আমাদের তা থেকে দূরে থাকতে হবে, মেনে নেয়া যাবে না। আমাদের শেখানো হয়েছে, সাধনা থাকলে অর্জন আসবেই। বড় হতে হতে শিখেছি মানুষের মন আসলে এত বড় নয়। এও বুঝেছি যে এই পৃথিবীতে তাঁর মতো নীতিবান মানুষ বিরল। আমাকে একদিন এসে বললেন, নতুন সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে উপাচার্য হওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। আমি তখন কর্পোরেট ক্যারিয়ারে এগিয়ে চলায় ব্যস্ত — সূত্রাং খুবই আনন্দিত হলাম খবরটা শুনে! কিন্তু তিনি আমার আনন্দের গুঁড়ে বালি দিয়ে বললেন, আমি কোন নির্দিষ্ট পক্ষের হতে চাই না। আমার কাজ শিক্ষকতা আর গবেষণা, রাজনীতি নয়।

এমন নির্মোহ মানুষটির সমস্ত মোহ কেন্দ্রীভূত ছিল মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়, সত্যিকার মানুষ হওয়ার শিক্ষা। তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ের পড়ালেখার বিষয়ে তিনি কখনও আপস করেননি। আমার কিংবা আমার বোনের উচ্চ শিক্ষার জন্য কিংবা নতুন কিছু শেখার জন্য সব আয়োজনে আবু'র 'হ্যাঁ' ছিল। বইমেলায় নিয়ে যেতেন প্রতি বছর। হাতে একটা বাজেট ধরিয়ে দিতেন। বলতেন এখন বই কেনো; টাকাটা শেষ হলে আবার এসে নিয়ে যেও। আমাকে বাংলায় শক্ত করেছেন আবু। ক্যাডেট কলেজ থেকে এক ছুটিতে এসেছি, রাতে ঘুম হচ্ছে না, গিয়ে তাঁকে আর আম্মুকে ঘুম থেকে জাগালাম। আবু এতোটুকু বিরক্তি না নিয়ে উঠে এসে আমার হাতে একটা ভারী বই ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা একটু কঠিন লাগলে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যাবে, আর যদি ভাল লাগে, তাহলে শুদ্ধ বাংলা শিখবে। বইটা ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা', আর আমি তখন মাত্র ক্লাস এইটে উঠবো! রমজানের ছুটিতে আমাকে বসিয়ে কারুক ও বিভক্তি শেখালেন কী সহজে। আমি সেই থেকে বাংলা ব্যাকরণে ছাত্রা মার্ক পেতাম। আরেক ছুটিতে আমার অ্যাসাইনমেন্ট ছিল 'বাংলাদেশের ফুল' নিয়ে রচনা লেখা। আমি তখন ক্লাস নাইনে। আমাকে আবু প্রথমে দুটো বই এনে দিলেন, বাংলাদেশে কী কী ফুল আছে, তার উপর। বললেন, সেগুলো প্রথমে পড়তে। তারপর বললেন, এবার রচনা লেখো। আজ বুঝি — সেই ছিল আমার প্রথম গবেষণাপ্রসূত রচনা!

তিনি হিসেবি ছিলেন, বৈষয়িক ছিলেন, আম্মু মাঝেমধ্যেই আক্ষেপ করতেন যে ছেলেমেয়ের জন্য একটা নতুন বিদেশি খেলনা হোক বা নতুন জামা, কিংবা একটা ফ্রেঞ্চ বেকারির পোশাক — কিছুই তো আবু কিনতেন না। কিন্তু আবু কিন্তু ঠিকই বড় বড় কাজের সময় নির্দিধায় এগিয়ে এসেছেন বড় অঙ্কের সঞ্চয় ভাঙিয়ে। তিনি অভিজ্ঞতার বুলি ভারী করিয়ে দিতেন। কলকাতায় নিয়ে গেলেন যোবার, সেবার তাঁর স্ত্রীর জন্য অপূর্ণা সেনের সাথে দেখা করালেন, তাঁদের দুইজনের জন্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় এক ঘণ্টার জন্য দেখা করলেন, আর আদৃত আর আমাকে নিয়ে গেলেন হীরক রাজার দেশে দেখা উৎপল দত্তের সাথে। কীভাবে এগুলো করিয়েছিলেন, জানি না, কিন্তু আজ জানিঃ এই সাক্ষাতগুলো কোন দাম দিয়ে কেনো যায় না।

আবু হাসতেন কিনা সেটা শুনে আমি কেন হেসেছিলাম, জানেন? কারণ, তাঁর সকল শ্যালিকাদের কাছে, সকল ভাইবোনদের মাঝে এবং সকল বন্ধুদের কাছে তিনি ছিলেন সবচেয়ে প্রিয়, আসর জমানো লোক! তিনি খেতে পছন্দ করতেন, কিন্তু খাওয়াতে না এবং সেটা নিয়েও রসিকতা করতেন। আমি আবুর রসকণ কিছুই পাইনি। বরং তাঁর বৌমার সাথে আবুর জমতো ভাল: এবং পরে তাঁর দুই নাতনীর সাথে। এদের কপট খুনসুটি, একে-অপরের পেছনে লাগা, আম্মুর কড়া মেজাজের উপর পুরো পানি ঢেলে দেয়া মশকরা দেখে আমাদের ভালই লাগতো।

আমার বাবা আমার ভাল বন্ধু ছিলেন। মাঝে মাঝে মনে হতো, তিনি তাঁর অনেককিছু আমার ভেতর দেখতে পেতেন। এজন্যই হয়তো প্রথম তাঁর ভেসপাতে মোটরসাইকেল চালানো শিখালেন। আমাদেরকে নিয়ে যখন '৯২-তে প্রথম কলকাতা গেলেন, একফাঁকে কিন্তু ঠিকই আমাকে নিয়ে গেলেন কফি-হাউজে, 'আড্ডা' মারতে!

ছোটবেলায় সাভার থেকে ঢাকায় আসার সময় আমি সারাটা পথ অসংখ্য প্রশ্ন করতে করতে আসতাম, তিনি প্রতিটার উত্তর দিতেন। আমাকে বাসের 'মামুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন, শেখাতেন কীভাবে সাধারণ মানুষের ভেতরেও অসাধারণ জিনিস শেখা যায়।

আমাকে শেখাতেন, প্রেমে পড়ায় আর ভালোবাসায় সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। বড় হয়ে, ক্যারিয়ার প্রথম কাজে, বিজ্ঞাপন লিখতে গেলে, যেকোন বানান কিংবা 'কপি' নিয়ে আমরা দুই বন্ধু আলোচনা করতাম, তিনি আমাকে দেখাতেন কীভাবে ব্যাকরণ ঠিক রেখেও সাবলীলভাবে লেখা সৃষ্টি হতে পারে।

আমাদের বাবা দেখিয়ে গেছেন কীভাবে বড় বড় নীতিকথা না বলে বরং কাজে তার পরিচয় দিতে হয়। সেই সত্তরের দশকে বিয়ের পরপর আমার মা মাস্টার্স পড়লেন। ঐ সময়ে বেশিরভাগ মহিলাই কিন্তু বাচ্চাকাচ্চা হয়ে গেলে পুরোদস্তুর গৃহিণী হয়ে পড়তেন। সেখানে আম্মু সেই জাহাঙ্গীরনগর ক্যাম্পাস থেকে প্রতিদিন কষ্ট করে বাসে এসে ধানমন্ডিতে মেপল লিফ ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াতেন। আবু কখনও সেটা নিয়ে এতটুকু বিচলিত হননি, বরং উৎসাহ দিয়ে গেছেন। তাঁর স্ত্রী সেই সময় থেকে নিজে গাড়ি চালান, আশির দশকে লায়স ক্লাব করলেন, পুরুষশাসিত সমাজে আম্মু শেষ পর্যন্ত লায়স ক্লাবের গভর্নর হয়েছেন; রাতদিন এক করে কাজ করছেন, দেশে-বিদেশে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সবার সাথে কাজের জন্য ঘুরে বেড়িয়েছেন – আবু কখনও বাধা তো হননিই, বরং সবসময় সবকিছুকে সমর্থন করে গেছেন, উৎসাহ দিয়ে গেছেন। আজকাল আমরা নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কত কথা বলি; অথচ আমার আবুকে দেখেছি বিনাশব্দে সেটা কাজে ও বিশ্বাসে প্রমাণ করতে।

নিজে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েছেন; তাই বলে কখনই মেয়েদের পোশাক নিয়ে তাঁকে কোনদিন একটা কটু কথাও বলতে শুনিনি। কখনও কারো সম্পর্কে কোন নেতিবাচক মন্তব্য করতে শুনিনি। তিনি জাজমেন্টাল ছিলেন না। ভুল-ত্রুটি ধরাতেন না। তিনি শেখাতেন। কাউকে ছোট করেননি কখনও, নিজেকে জাহিরের চেষ্টাও কখনও করেননি।

বাসায় কখনও জানতেই দেননি যে তাঁর লেখা একাধিক বই পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পড়ানো হয়। আমাদের বলেনইনি যে গত বছর তিনি দেশের সেরা ৬ ভাষাবিদদের একজন হিসেবে ভূষিত হয়েছেন। তিনি যে বাংলা সফটওয়্যারকে কীভাবে উসাহিত করে গেছেন, সেটাও বলেননি – আমি জানতে পেরেছি ই-কমার্স তৈরি করে বেসিসে এসে। এমনকি, তাঁর নাতনীর ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে বাংলা ক্লাসে ছোট একটা সমস্যা হওয়ার পর অধ্যক্ষ যখন ডেকে পাঠালেন আমাকে, আমার সাথে আবু গেলেন, এবং তখনই কেবল তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে এই মানুষটিই জাতীয় পর্যায়ের বাংলা পাঠ্যবইয়ের প্রধান সম্পাদক!



প্রফেসর দানীউল হক ঠিক একইভাবে সবসময় নিজের সবটুকু গোপন করে আমাদের জন্য করে গেছেন। আবুর একটা সাদা-লাল হোভা ফিফটি সি সি সুপার কাব মোটরবাইক ছিল। পুরো ক্যাম্পাস সেটা চিনতো। একবার স্কুল থেকে আমাদের নিয়ে ফিরতে গিয়ে সেটা বন্ধ হয়ে গেল। পুরো ক্যাম্পাসের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আমাকে আর আদৃতাকে সেই স্কুটারে বসিয়ে আবু নিজে পায়ে হেঁটে বাইকটা চালিয়ে বাসায় ফিরেছিলেন। আমাদের যেন কষ্ট না হয়, সেজন্য সারাটা সময় গল্প করতে করতে স্কুটার টেনেছেন, কিন্তু একবারও বলেননি যে তাঁর কতটা কষ্ট হচ্ছিল।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আবু তাঁর সমস্ত অসুস্থতা, কষ্ট কিংবা ঝামেলার কথা বলে আমাদের ভার দেননি। হাসপাতালে যাবার আগেরদিনও ভরা বর্ষায় ঠিকই রাত পর্যন্ত ক্লাস নিয়ে তবেই বাড়ি ফিরেছেন। জীবনের ব্রত ছিল তাঁর শিক্ষা, আর ছিল আমাদের জন্য চাপা অথচ গভীর ভালবাসা। কিছু না জানিয়ে, মাঝে মাঝে দেড়দিনের নোটিশে, কাউকে কোন কষ্ট না দিয়ে, কোন ঝামেলা তৈরি না করে, মাথা উঁচু করে মহাকালের অতিথি হয়ে গেলেন। কি অনায়াস তাঁর এই অভিযাত্রা।

এখন আর ইচ্ছে করলেই কিছু জানার জন্য তাঁর কাছে যেতে পারি না।

আগে কোন লেখা লিখলে তাঁকে দেখাতাম, তাঁর মূল্যায়নটা কাজে লাগতো, আমার আত্মবিশ্বাস মজবুত হতো। এই লেখাটা লেখার পর অনেকের কাছে গিয়েছি – আবুর কাছে যেতে পারিনি। এমন হাজারো শূন্যতা ভারী করে আমাকে, আমাদের। আমি নিশ্চিত জানি, প্রিয় মানুষগুলোকেই আল্লাহ আগে আগে তাঁর কাছে নিয়ে যান। তাই হয়তো আমরা কিছু বুঝে উঠার আগেই আমাদের বাবাকে তাঁর নিবিড় সান্নিধ্যে নিয়ে গেলেন।

কিন্তু আমি এও জানি, তিনি তাঁর শিক্ষা, তাঁর অগণিত ছাত্রছাত্রী, আর তাঁর কাজের মাঝে বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল; যে শিক্ষা আর মূল্যবোধ তিনি হাজারো হৃদয়ে প্রথিত করে গেছেন, তার আলো ছড়াবেই; শূন্যতা নয়, বরং বর্ষিত হবে নিরন্তর আনন্দধারা।

জীশান কিংশুক হক, চিফ কমিউনিকেশন অফিসার
প্রফেসর দানীউল হক স্যারের গর্বিত সন্তান

ভিন্নচোখ

Project Appraisal & Monitoring Unit: Bridging Technical Expertise and Financial Prudence at UCB.



Umasha Umayun Moni Chowdhury
FVP & Head of PAMU

Business divisions of UCB, inevitably face complex technical questions or decisions at the time of financing, such as the actual production status, Production performance over the last three to six months, justification of project costs, requirements for raw materials, disbursements against project progress, stock levels, compliance, adequacy of utilities, safety systems, and other technical matters. Accordingly, our esteemed Management has constituted a specialized and highly skilled technical body, namely the Project Appraisal and Monitoring Unit (PAMU). The Unit has been entrusted with the responsibility of supporting business divisions by delivering comprehensive technical insights and solutions of the respected Project, thereby facilitating prudent financial decisions in alignment with the principles of transparency and good governance within UCB.

Established in 2019 with only two Engineers, PAMU strengthened its operations in 2025 with a team of six engineers of different disciplines, including Electrical & Electronics, Civil, Textiles, and Mechanical Engineering, along with strategic planning, positioning itself as an integral unit of CRMD (Corporate). We extend our heartfelt gratitude to our Senior Management, the Wholesale Banking Division, RMG, and Structured Corporate, for their unwavering support in shaping PAMU into a strong unit through the formal approval of its Terms of Reference (ToR), Service Level Agreement (SLA), and Organogram, thereby ensuring the smooth and effective functioning of the team.

Meanwhile, PAMU has made a significant contribution to the appraisal and assessment of diverse projects, including Cost Estimation, Work Order Finance, the Shipping Sector, Actual Production Capacity, and Stock Position, thereby playing a pivotal role in minimizing the Bank's technical risk. It is worth noting that PAMU has achieved 75% more visits till Q3 of 2025 compared to the same period in 2024. Beyond technical risk assessments, PAMU has also contributed directly to deposit mobilization, successfully securing Fixed Deposits amounting to BDT 14.36 Crore as of 2025.

With this blend of skills, PAMU looks beyond surface checks. The result is data-backed, technically sound insights that give UCB's management confidence in every decision. PAMU is more than just a monitoring unit—it's a Whistle Blower to safeguard the bank's investments.





বছরের প্রথম ৯ মাসেই

৫ লক্ষ+
নতুন অ্যাকাউন্ট

১০,১০০+
কোটি

টাকার নেট ডিপোজিট প্রবৃদ্ধি



বছরের প্রথম ৯ মাসেই

৫ লক্ষ+
নতুন অ্যাকাউন্ট

১০,১০০+
কোটি

টাকার নেট ডিপোজিট প্রবৃদ্ধি

প্রাণ ও প্রকৃতি







Md. Raisul Islam
Assistant Cash Officer, Gulshan Branch



Abdullah Al Nomun
Senior Officer, Trade Finance Operations, CO



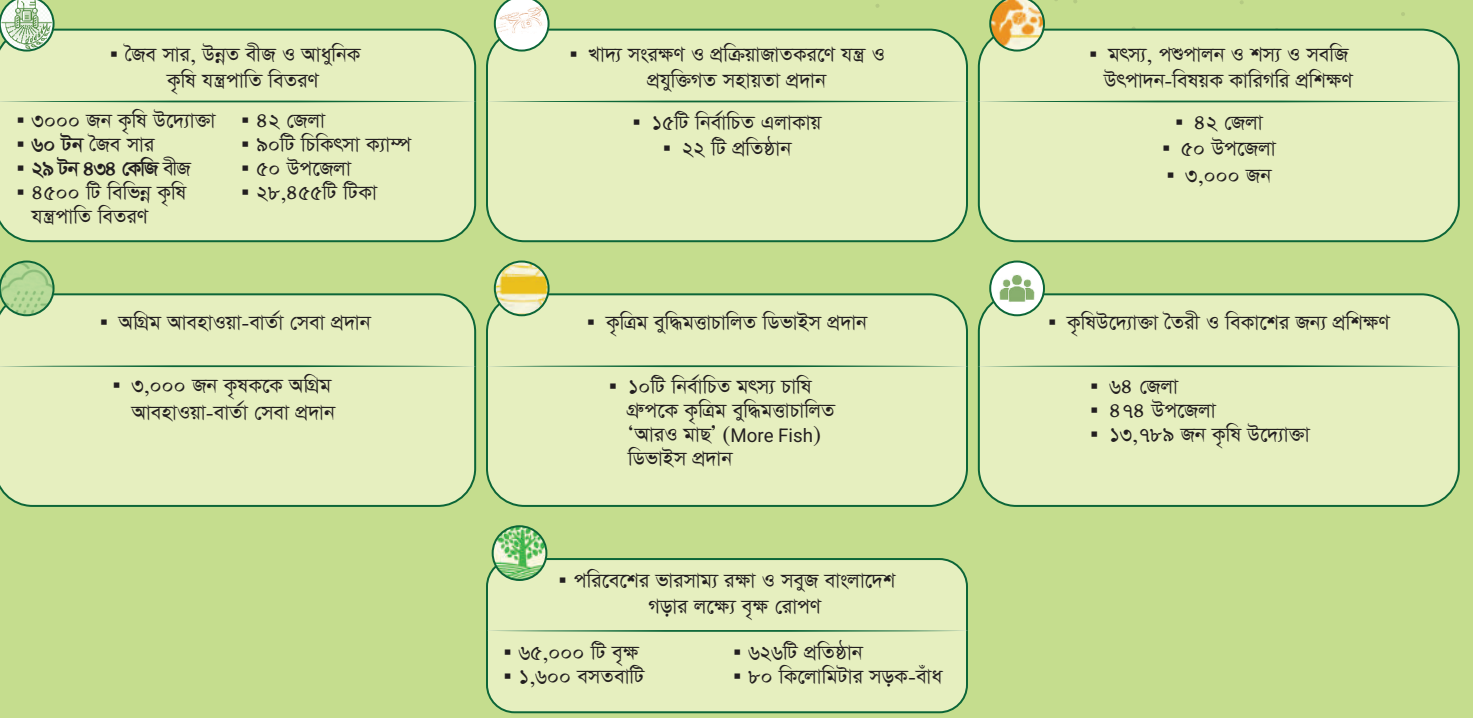
অর্জনের অগ্রগতি
বছরের প্রথম ৯ মাসেই

১০,১০০⁺
কোটি

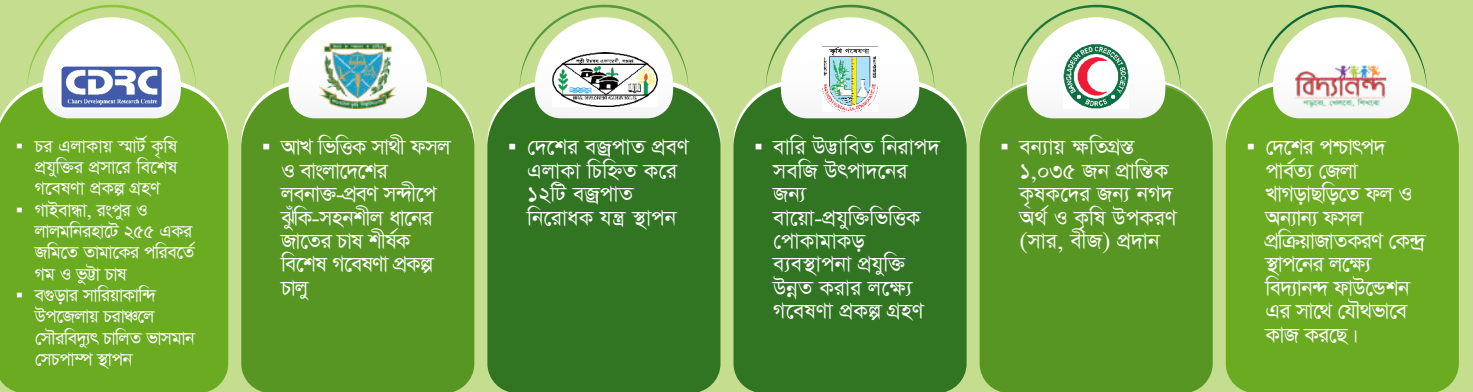
টাকার নেট ডিপোজিট প্রবৃদ্ধি

ইউসিবি'র উপর আপনাদের ভরসা আর অবিরাম সমর্থনের জন্য
আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

কৃষি সমৃদ্ধিতে ইউসিবি এথ্রো সিএসআর প্রকল্প ২০২৩-২৫ ৬৪ জেলায় চলমান কার্যক্রমের চিত্র



যৌথ প্রকল্পসমূহ



উপদেষ্টা পরিষদ

মো: আবদুল্লাহ আল মামুন
জীশান কিংসুক হক

সম্পাদনা পরিষদ

মো: সাইফুল ইসলাম
হাসিনা আক্তার
মো: নাসিম হাসান

মাহমুদা হোসাইন বহি
আতহার ইয়াসির ফাহিম
মো: হাসিবুর রহমান শান্ত

কার্যনির্বাহী সদস্য

মীর সাফাত নেওয়াজ
মো. সালাউদ্দিন বাবলু

প্রকাশক

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি
ডুডল ও গ্রাণ প্রকৃতির ছবি
মো: নাসিম হাসান

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর ২০২৫